রাজমালা

শিক্ষা অধিকার
ত্রিপুরা
১৯৬৭

ভূমিকা

রাজমালা ত্রিপুরার প্রাচীন রাজবংশের ঐতিহাসিক গাথা। প্রাচীন কাল হইতে আরম্ভ করিয়া মহারাজা কাশীচন্দ্র মাণিক্য পর্যন্ত রাজাগণের রাজত্বকালের বিবরণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজার আদেশে রচিত হয়। বিভিন্ন পুথির পাঠ মিলাইয়া কালীপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্যের রাজত্বকালে রাজমালা সম্পাদনা করেন এবং ইহার প্রথম খণ্ড ১৩৩৩ ত্রিপুরাব্দে অর্থাৎ ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরাজমালার প্রথম লহর নামে প্রকাশ করেন। প্রথম লহরের ভূমিকায় তিনি প্রসঙ্গক্রমে লেখেন, "রাজমালা ক্রমান্বয়ে ছয়বারে রচিত হইয়াছে। প্রতিবারের রচিত অংশের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার নিমিত্ত সেগুলিকে 'লহর' আখ্যা প্রদান করা গেল। প্রত্যেক লহরে, মূল অংশের পশ্চাদ্ভাগে সন্নিবেশিত টীকার নাম দেওয়া হইয়াছে 'মধ্যমণি', ঐ লহর ও মধ্যমণি নাম আমার প্রদত্ত'। পবিত্র আখ্যায়িকা হিসাবে রাজমালার পূর্বে 'শ্রী' শব্দ ব্যবহারের যৌক্তিকতাও তিনি সুস্পষ্টে ব্যাখ্যা করেন।

কালীপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায় শ্রীরাজমালার চারটি লহরে রাজমালার চারখণ্ড প্রকাশিত হয়। এই চার খণ্ডে প্রাচীনকাল হইতে কৃষ্ণমাণিক্য পর্যন্ত রাজাগণের বিবরণ পাওয়া যায়।

এখন জানা যায়, দুর্গামণি উজির কর্তৃক সংশোধিত রাজমালায় কাশীচন্দ্র মাণিক্যের রাজত্বকাল পর্যন্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। বর্তমানে শুধু ইহাই নয়, কালীপ্রসন্ন সম্পাদিত রাজমালাও দুষ্প্রাপ্য।

অনুসন্ধানের ফলে কিছুকাল পূর্বে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থশালায় রাজমালার একটি প্রাচীন পুথির (নং ২২৭৯) সন্ধান পাওয়া যায়। এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ধন্যবাদার্হ। পুথিটি চতুর্থ খণ্ডে সমাপ্ত এবং ইহার পত্রাঙ্ক যথাক্রমে ১৯ এবং ১৩৬৫। ৯০ সংখ্যক পত্রটি নাই এবং ৬ পৃষ্ঠায় ও শেষ পৃষ্ঠায় কিছু কিছু অক্ষর পড়া যায় না। তুলট কাগজে প্রস্তুত পুথির আয়তন ১১ × ৬। পুথির শিরোনামা এবং লেখকের নাম নাই। নকলকারী হিসাবে রামনারায়ণ দেব এর নাম পাওয়া যায় ৯৭ এবং ৫৫ পৃষ্ঠায়। পুথিটি পরিষদে মণীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী দান করেন।

পুথিটি খণ্ডিত হইলেও মূল্যবান বিবেচনায় এবং অধুনা রাজমালার দুষ্প্রাপ্যতা হেতু শিক্ষা অধিকার পুথিটি মুদ্রণের সিদ্ধান্ত করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পুথিটি মুদ্রণের অনুমতি দিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। পুথির বিবরণ দেখিয়া মনে হয় ইহা রাজমালা সম্বন্ধে আলোচনার একটি মূল্যবান উপাদান হিসাবে বিবেচিত হইতে পারে। সেজন্য বহু অশুদ্ধ বর্ণবিন্যাস থাকা সত্ত্বেও বর্ণশুদ্ধির কোনরূপ চেষ্টা না করিয়া পুথির অবিকল প্রতিলিপি মুদ্রিত করা হইল এবং রাজমালা সম্বন্ধে সম্যক আলোচনার সুবিধাকল্পে কোনরূপ টীকাও দেওয়া হইল না। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনুরাগী গবেষকগণ পুথিটি সম্বন্ধে যথাবিহিত আলোচনা করেন ইহাই আমাদের অভিপ্রেত।

আগরতলা,
৫ই জুন, ১৯৬৭

শ্রীগোবিন্দ নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
শিক্ষা অধিকর্তা

রাজমালার (পুথির) প্রথম পৃষ্ঠা

শ্রীগুরবে নমঃ ॥
নমো গণেশায ॥

সরস্বতি দেবীপদ করিয়া বন্দন।
দ্বিতীযে শ্রীহরি বন্দি নন্দেব নন্দন ॥
তৃতিযে সঙ্কর বন্দি সহিতে বনিতা।
জগতেব পতি শিব জগতবিধাতা ॥
আব জত দেব দেবি আছে ত্রিভুবনে।
অসেস প্রনাম মোর তান শ্রীচবণ ॥
ভজিতে প্রনাম কবি চন্দ্রেব চবণে।
জাহাব বংসেব কিছু কবিব বচনে ॥
শ্রীধর্ম্মমাণিক্য নাম ত্রিপুব চূডামণি।
দান ধর্ম্মে শুচবিত্রে বাজসিবোমণি ॥
প্রজাকে পালন করে পুত্রেব সমান।
ভেদদণ্ড ভূমিদান নীতিতে পধান ॥
উদযপুরেত ছিল বাজাব বসতি।
উংসাহ উংসব জত বঙ্গ কেলি বতি ॥
আপনে কি বিস্বকর্ম্মা নির্ম্মাযে পুরি।
ইন্দ্রেব অমবা জিনি পুবিব চাতুবি ॥
সেহ বাজা একদিন বসি সিংহাসনে।
আপনা বংসেব কথা হইযা গেল মনে ॥
আপনাব সভাসদ ব্রাহ্মণ কুমাব।
বানেস্বব শুক্রেশ্বব বিদ্যাতে অপাব ॥
ইন্দ্রেব সভাতে জেন বৃহস্পতি গনি।
নানা সাস্ত্র জানেন বিক্ষ্যাত চূডামনি ॥
আব দুর্লভেন্দ্র নাম চোন্তাহ প্রধান।
বাজব কথাতে বডই সাবধান ॥
চতুর্দ্দস দেবপুজা হইযাছে পযোধি।
তাহাতে ডুবিল রাজবংস কথাবিধি ॥

সেই বিধিবব পাইযা চোন্তাই রটে।
সে জেই কথা জানে অন্যেতে না ঘটে ॥
চতুর্দ্দস দেবতা পুজাতে কথা আছে।
কুলক্রমে জানি আছে অসেশ বিসেষে ॥
এ তিনেতে জিজ্ঞাসা কবিল গুনমণি।
আমাব বংসেব কথা কহ কিছু স্তুনি ॥
নানা তন্ত্র পমান কবিযা তিন জন।
বাজাতে কহিল তান বংসের কথন ॥
বাজমালিকা আব যোগিনিমালিকা।
বাল্যকানিম্ম য আব লক্ষণমালিকা ॥
হবগৌবীসংবাদ আছিল ভস্মাচলে।
নবখণ্ড পৃথিবি কহিছে কুতুহলে ॥
এ চাবি তন্ত্রেতে আছে বাজাব নির্ণয।
বাজাতে কহিল কথা তিন মহাসয ॥
অবধান কর মহাবাজ চূডামনি।
তোমাব বংসেব কথা কহিব জে জানি ॥
চন্দ্র ব সে মহাবাজা যজাতি নৃপতি।
নিজ বাহুবলে সাশে সপ্তদ্বিপক্ষিতি।
তান ব সে জন্মিলেক দত্য নামে বলি।
বিধিমতে মেদনি সাসিল কুতুহলি।
বিধাতা নিবন্ধ হেতু সেই মহাজন।
অগ্নিকোনে দেসপতি হইল বাজন ॥
নিবেগ স্থানেত কবিল বাজপুবে।
রাজধানি হইল কম্পিল নদি তীবে।
আব যত সংহে ছিল ক্ষত্রিয কুমার।
তাবাহ সে দেসে বহিল রাজসমভ্যাব ॥
তাহান বাজ্যেব সিমা কহিতে বড রঙ্গ।
উত্তবে তৈযঙ্গ হতে দক্ষিনে আচবঙ্গ ॥

পুর্ব্বেতে মেখলি সিমা পশ্চিমে ভাচরঙ্গ ॥
এই সব রাজ্য রাজা সাসি মনুরঙ্গে।
ইন্দ্রের সম্পদ প্রায় বসে মন্ত্রিসঙ্গে ॥
এইসব নিজ রাজ্যে সেই নৃপবর।
অনেক সহস্র অব্দ হইল অমর ॥
কত কালে তান ঘরে পুত্র উপজিল।
ত্রিবেগ স্থলেত নাম ত্রিপুর হইল॥
রাজপুত্র ত্রিপুর হইল দুরাচার।
অকর্ম্মেতে দুষ্ট চিত্ত হইল তাহার ॥
অনেক কিরাত ছিল রাজ অধিকারে।
তারা সমাদৃত হইল সেই কুলাঙ্গারে ॥
সিকিলেক নানামত কিরাতের ধর্ম্ম।
ছাড়িয়া বেদের ধর্ম্ম নিজ কুলকর্ম্ম ॥
জ্ঞানধর্ম্ম না জানিল আগম পুরান।
বেদ সাস্ত্র না পঠিল না জানিল আন ॥
দিক্ষিত না হৈল পুজা না জানিল জ্ঞান।
দেব গুরু না জানিল না করিল ধ্যান॥
কিরাতপ্রকৃতি হইল কিরাত আচার।
সাধুসঙ্গ না পাইল সবংস ব্যবহার ॥
পুত্রের চরিত্র দেখি দত্য মহারাজ।
আপনা পুর্ব্বের কিছু জানিল অকাজ ॥
পুর্ব্বজন্মে করিআছি পাপ বহুকারি।
সেই হেতু হইব সেই দেস অধিকারি ॥
আর্য্যবের্থ(আর্য্যাবর্ত্ত)সমভূমি নাহি পৃথীবিত ॥
ত্রোলক্ষ(ত্রৈলোক্য) দুর্ল্লভ স্থান জগতবিদিত।
জাহাতে জন্মিতে ইংসা করে দেবগণ।
সাধুসঙ্গ হৈব হেতু ছাড়িয়া গগন ॥
জাহাতে অজোধ্যা আছে কাসি কাঞ্চি পুরি।
দ্বারিকা নৈমিসারন্য উৎকল মহাপুরি ॥

হরিদ্বার তীর্থরাজ প্রয়াগ জাহাতে।
মনিকর্ন্নিকা তীর্থ বিশ্বনাথ জাতে ॥
সাগর সঙ্গম গঙ্গা পুণ্যক্ষেত্র জত।
হরির বসতির স্তল সে কহিব কত ॥
উত্তরে হিমের গিরি দক্ষিণে বৃন্দাচল
(বিন্ধ্যাচল)।
সাস্ত্রে জানাইছে পুণ্যভূমি ই সকল ॥
এ বলিয়া দত্যরাজ চিন্তিত হইল।
গয়াপিণ্ড না পাইব বিধি মোরে কৈল।
এইমাত্র গতি আছে কিরাতের পুরে।
আছেন নারাণ মুনি ভোলা মহেস্বরে ॥
জেখানেত কৃষ্ণকথা করহে বাখান।
সেইস্থানে পুণ্যতীর্থ করে অদিষ্ঠান ॥
বেদ বেদাঙ্গজ পণ্ডিত নাহি সঙ্গে।
পুত্র হইল মুক্ষ (মুর্খ) কে পঠাইব রঙ্গে ॥
এ বলিযা মহারাজা চিন্তিত হইল।
পঠাইতে জত্ন কৈল পুত্রে না পঠিল ॥
অনেক সহস্র বৎসর রাজ্য ভোগ কৈল ॥
পুত্রেরে সমর্পি রাজ্য বনে চলি গেল ॥
যোগ সাধিযা রাজা কালে [র] বস হৈল।
তার পুত্র ত্রিপুর রাজ্যের পতি হইল॥
ইতি দত্যস্বর্গারোহণ ॥
শ্রীধর্ম্মমানিক্য রাজা পুণি জিজ্ঞাসিল।
ক্ষত্রিয় জাতিতে কেন ত্রিপুর কহিল ॥
রাজাতে কহিল তবে তিন গুণবর।
ত্রিপুর বংসের কথা অতি মণুহর ॥
দৈত্যের পশ্চাতে হৈল নৃপতি ত্রিপুর।
কিরাত আচার তার অধর্ম্ম প্রচুর ॥
অনেক বৎসরাবধি রাজ্যে কৈল পীড়া।
জুদ্ধশ্রধা নিত্য করে মারে হস্তি ঘোড়া ॥

আর জত নৃপতি না পারে জুঝিবার
ভঙ্গদিল সর্ব্বসন্য হইয়া বিকল ॥
পর্ব্বত দেসেত ছিল জত নৃপগণ।
করিল আপনা বস পাইল বহু ধন।
ধর্ম্মের নাহিক লেস অধর্ম্মেত রাজা।
অল্প অপরাধে বহু দণ্ড করে প্রজা ॥
আপনে দেবতা হেন জানে সেই রাজা।
নিসেদ করিল দেবজজ্ঞ দান পুজা ॥
কাটন মারণ বিনে নাহি জানে আন।
অহঙ্কার বড় ক্রোধি অতি অভিমান ॥
অনেক সহস্র বৎসর রহি এইমতে।
দ্বাপর সেষেত শিব আসিল চাহিতে ॥
আপনার হনে সে জে না জানিল বড়।
কালবস হইল সে জে না চিনি ইস্বর ॥
ক্রোধ হৈল মহাদেব জগতের পতি।
জগতমঙ্গল শিব নাহি অভ্যাহতি ॥
অতি দুরাচার বেটা শৃষ্টি করে ক্ষয় ॥
ব্রহ্মার জতেক শৃষ্টি করিবে প্রলয় ॥
ই বলিয়া মহাদেব ত্রিশুল লইযা।
তাহার হৃদয়োপরে মারে ক্রোধ হৈয়া ॥
পাইয়া ত্রিস্থল ঘাত হইযা কাতর।
শিবমুখ চাহি সে জে ত্যেজে কলেবর ॥
স্বর্গে গেল ত্রিপুর শিবের হস্তে মরি।
তার জত সেনাপতি হইল ভিকারি ॥
হেরম্ব দেসেত গিয়া সকল রহিল ॥
পঞ্চ বৎসর সব তথাতে রহিল ॥
বস্ত্রাভাবে পৈরে সবে গাছের বাকল।
অন্য (অন্ন) বস্ত্র অভাবেত বড়হি বিকল ॥
আর একদিন গেল ভিক্ষার কারন।
ভিক্ষা না দিহে ডক্ষে বলয়ে দুর্ব্বচন ॥
সকলেরে দিল দুক্ষ ত্রিপুরের রাজ।
নিতি আইস ভিক্ষা নিতে মুখেনাহি লাজ ॥
ইত্যাদি কহিআ মন্দ বলিল বিস্তর।
লজ্জ্যা পাইয়া আসিলেক পাত্র মন্ত্রিবর ॥
তিরস্কার করে মনে জিতে স্রদ্ধা নাই।
মরিছে ত্রিপুরনাথ আমুরাহ জাই ॥
ধিক জিবন ধিক জিহি ভিক্ষা করি।
মন্ত্রণা করহে সবে ভিক্ষা পরিহরি ॥
জতেক সকল সন্য গেল ধিরে ২।
রাজা নাহি আমরার রাজা করি কারে ॥
অপরাধের ফল ভোগ করিল বিস্তর।
মহাদেব ভজ্ঞি সবে পাইব উত্তর ॥
মন্ত্রনা করিয়া সবে নিন্যয় করিল।
একত্র হইয়া সব পর্ব্বতেত গেল ॥
কিরাতের মতে সবে পুজা আরম্ভিয়া।
বলিদান কৈল সবে ছাগপশু দিয়া।
সপ্ত দিন সপ্ত রাত্রি উৎসব করিল।
কিরাতের মত জন্ত্র গীত বাদ্য কৈল ॥
তবে ত্রিজগতপতি সর্ব্বত্রে মঙ্গল।
প্রসন্ন হইয়া দেব আইল পুজাস্থল ॥
বৃসে চড়িযা ভোলা বিভূতিভূসন।
মাথেত পিঙ্গল জটা সুভে ত্রিনয়ণ ॥
নীলকণ্ঠ মহাদেব ব্যাঘ্রছাল পৈরে।
ভাঙ্গধুতুরা ভকি আধার উপরে ॥
সিঙ্গা ডম্বরু হস্তে রহিযা ২ বাজে।
নন্দি দ্বারি সংহে কত ভূত প্রেত সাজে ॥
পুজাস্থলে আইল দেখি অখিলের নাথ।
দণ্ডবতে প্রনমিল জতেক অনাথ ॥
পুলক হইয়া সভ করুণা করিয়া।
নিবেদন করে সব করজোড় হৈয়া ॥

অপরাদ জত কৈল পাইল তার ফল।
ক্ষেমহ জগতপতি হইয়াছি বিকল ॥
তৃপুরে করিছে দোশ পাইল তার ফল।
সুন ২ দি [নি] নাথ ক্ষেমহ সকল ।
ি পুরের দোশ প্রভু ক্ষেমিতে উচিত।
উদ্ধার করহ প্রভু জগত পুজিত ॥
নানা মতে স্তুতি জদি কৈল মন্ত্রিবর।
তুষ্ঠ হইয়া মহাদেব বলিল উত্তর ॥
তোমরাকে দিল আমি এক মহারাজা।
আমার তনয হইযা সে পালিব প্রজা ॥
আকৃতি প্রকির্ত্তি হইব সকল আমার।
চন্দ্রবংস প্রকাস হইব পু [নঃ]বর্বার ॥
ত্রিপুরের পত্নি আছে হিরাবতি নাম।
করৌক মদন বিষ্ণু পুজা পুত্রকাম ॥
চৈত্র মাষে শুক্লা দ্বাদশী তিথীতে।
আবম্ভ করৌক পুজা ব্রহ্মচয্য মতে ॥
প্রতি সুক্লা দ্বাদসিতে পুজৌক বৎসর।
নিরার্মিস্য হবিস্বেত পাইব পুত্রবর ॥
আমার তনয হৈ[ব]আমার সমান ॥
তিণ চক্ষ হইবেক পুরুস প্রধান ॥
শুরডই রাজা বলি স্বদেসে বলিব।
বেদপথিক সাধু ত্রিলোচন কহিব ॥
ত্রিপুরের পত্নিক্ষেত্রে জন্মিব বালক।
ত্রিপুর জাতি বলিযা কহিব সব্বলোক ॥
দুই ধ্বজ করিবেক তার আগে চিন্য।
চন্দ্রবংসে চন্দ্রধ্বজ ত্রিসুল পরিচিন্য ॥
দ্বাপরের সেষে সে জে বড হবে রাজা।
তার সেবা করিয়া থাকিব সর্ব্ব প্রজা ॥
ধর্ম্মেতে হইব মতি সাধুর পালন।
নিতিতে পালিব রার্য্য পাত্র মন্ত্রিগণ ॥
চতুর্দ্দস দেবপুজা কারবা সকলে।
আষাঢ় মাসেত সুক্লা অষ্টমি হইলে ॥
জিজ্ঞাসা করিল মন্ত্রি ভক্তি নিরন্তর।
পুজার কিমত বিধি কহত ইস্বর ॥
ঈস্বরে কহিল তবে মন্ত্রিগণস্থানে।
করজোড়ে দাণ্ডাইয়া সুনে সর্ব্বজনে ॥
হরেমা হরিমা বাণি কুমার গণেষ।
ব্রহ্মা পৃথি গঙ্গা অদ্রি মৃগ দিকা মেষ ॥
হিমালয় অস্ত কহি চতুদ্দস মর।
আগেতে পুজিব সূয্য সেশে বিসকর ॥
ত্রিলোচন রাজাকে লইযা তোমি সবে।
পুজিবা নানান বলি উপহার দ্রব্যে ॥
প্রাতঃকালে পুজা পুবব দিন আগে।
সংজম করিব চোন্তাই দেহড়াই লোকে ॥
এই পুজাবিধি জানে দেওড়াই সকল।
সমুদ্রের দ্বিপ মধ্যে আছে কুতুহল ॥
তাহাকে আনিবা গিযা রাজার সহিতে।
পুজিলে সে বর আসি হইব বিদিতে ॥
জেই ২ বর চাহ পাইবা সত্তব।
হইব অনেক রায্যের জে নৃপবর ॥
চতুদ্দস দেবতার চতুদ্দস মুখ।
নির্ম্মাইয়া থুইল সিবে আপনা সংখ ॥
জে কালে পাইব রাজা বহুতর ধন।
সুবর্ণে রজত তাম্রে করিবা গঠন ॥
এ বলিয়া মহাদেব অন্তরধ্যান হৈল।
পাত্র মন্ত্রিগনে তাহা ব্রহ্ম জানি লইল ॥
এহিমতে বৎসরেক রইল হিরাবতি।
রিতুকাল জানিয়া আসিল পশুপতি ॥
শিবের ঔরসে পুত্র গর্ব্বেত রহিল।
ত্রিলোচন হৈব বলি শিবে বলি গেল ॥

দস মাস অন্তরে জন্মিল ত্রিলোচন ।
পরম উৎসব হৈল রাজার ভুবন ॥
দ্বিতীয় প্রহরকাল মুহুর্ত্ত বিদিত ।
গর্ত্ত হতে ত্রিলোচন জন্মিল ভূমিত ॥

ত্রিপদি

হইলেক ত্রিলোচন রাজার নন্দন
চাহিতে আসল মন্ত্রিগণ ।
এহিরূপ মাধুরি বারে ২ মুখ হেরি
রূপে ভুলাইল সবের মন ॥
রানি হিরাবতি কিবা ভাগ্যবতি
জত করিছে পুজাবিধি ।
সেই পুজাফলে রাণিকে ফললে
বিধি মিলাইল নিধি ॥
এহ রূপারূপ কিবা অপরূপ
কেমন করিলে শিবে ।
এহি রাজা হবে আমাকে পালিবে
এইরূপ নারি জিবে ॥
এহি রাজা কালে কত রাজা হইবে
কেহ কি দেখিতেছ এত ।
এহি গুনবর রূপের সাগর
মন ভোলাইল জত ॥
এহি রূপ হেরি নয়ণ চকোরি
সুধা পীযাসিন হইয়া ।
বারে ২ চাহে পান জুড়াহে
অনিমিখে রহিল চাইয়া ॥
রাজার কৌঁযর কামের দোসর
সিহরি উঠএ দেখী ।
ছালিয়া এমন হয কেহত না কয
বিপরিত তিন আক্ষি ॥
জত নারিগণ আইল তখন
দেখিতে রাজার সুত ।
দেখি সেই সব হইল নিরব
এবা কেমন অদভূত ॥
প্রতি ঘরে সার ছালিয়া নহে কার
কিবা ঘটাযল বিধি ।
এহি বড ধন পাইয়া রতন
পাছে হারাইবা নিধি ॥
রাষ্যের কপালে বিধি কি লিখীলে
কি জানি কেমন হবে ।
হবে মহিপাল উ কি রতকাল
প্রজা কি সুখেতে রবে ॥
সুনিয়া নাগরি হইয়া সারি ২
অনিমেখে রূপ দেখি ।
ফিরি জাইতে চাএ জাইতে নহি পাএ
পাঞ্জরেত জেন পাক্ষি ॥
রূপ পারাবার কত কব তার
মনে কহিল বুজি বিধি ।
একএ রাখিয়া গঠিতে চাহিয়া
তেঁহ নিরমিল নিধি ॥
তবে মন্ত্রিবরে হইয়া বাহিরে
পরিজনকে দিল সাড়া ।
বাজে ঢাক ঢোল বাজিলে বহুল
বৈয়া ২ বাজে কাড়া ॥
ছিল সপ্ত দিন কহি রাণি দিন
মনের পুরিল সাদ ।
স্নান কি ভোজন কি দেব পুজন
সকল হইল বাদ ॥

পয়ার

ছুই মাষ হৈল জবে রাজার কুমার।
মন্ত্রনা করিল মন্ত্রী রাজা করিবার ॥
সিংহাসন আনিলেক করে ঝলমল।
চারি কোনে চারি সিংহ হইছে উজ্জল ॥
মুক্তার ঝরকি কত চারিদিকে ঝরে।
অপুর্ব্ব রতন কত লাগিছে মনুহরে ॥
চারিদিগে দাণ্ডাইযা চারি মন্ত্রিবর।
নব দণ্ড ছত্র আনি ধরিল উপর ॥
কনকে নির্ম্মিছে ছত্র ধরিছে বিসেষে।
গজমুক্তা সারি ২ সোভে চারি পাষে ॥
ছত্র সিংহাসন আর রাজার কুমার।
তিন এক ঠাই হইলে রূপ জে বাজার ॥
জোগান ধরিছে জত সন্য সেনাগন।
আসিল জতেক লোক নাহিক গনণ ॥
খুদ্র রাজাগণ আইল বার্ষিক লইযা।
কনক বজত তাম্র হস্তি অস্ব লইযা ॥
বড ২ ছাগল শৃঙ্গ দেখি লাগে ডর।
সহস্র রোম দাড়ি অতি ভযঙ্কর ॥
এহি রূপে নানাদেসি বাসি ষত লোক।
রাজভেট লইযা আইল পরম কৌতুক ॥
রাজপুত্র সব মিলি মন কুতুহলে।
তখনে রাজার নামে মোহর মারিলে ॥
এহি রূপে কতকাল বাড়িলেক রাজা।
সুন্দর চরিত্র দেখি তুষ্ট হৈল প্রজা ॥
সিব দুর্গা হরিপদে ভক্তি করে অতি।
দ্বিতীযার চন্দ্র জেন বাড়িল নৃপতি ॥ * ॥

ইতি ত্রিলোচন জন্ম ॥

নিশ্চয় হইল রাজা ত্রিলোচন বির।
পুর্ব্ব অনুসারে রার্য্য হইল সুস্তির ॥
এই ক্রমে করে রার্য্য দ্বাদস বৎষর।
আসে পাষে খুদ্র রাজা মিলিল বিস্তর ॥
মহারাজা সুচরিত্র প্রকৃতি শুন্দর।
সদ্ভাব দেবরূপ বিনয বিস্তর ॥
শ্রীমদ মাশ্চর্য্য [মাৎসর্য্য] হিংসা নাহিক তাহার।
জেই জেমত লোক সেই ব্যবহার।
অহঙ্কার ক্রোধ জত সে বস্য উত্তম।
নরদেহা ত্রিলোচন কেবা তার সম ॥
জুদ্ধকালে অগ্নি সম ক্ষেমাযে পৃথিবি।
নবিন জে সব রূপ তেজে মহারবি ॥
কথাএ সুধির সম সুক্রেতুল্য জ্ঞান।
নানাণ বিভিদ জন্ত্র জানে বিধিমান ॥
ধর্ম্মকথা সুনি আইল নানা দেস দ্বিজ।
তাহাতে সিখীল গুন জত পাইল বিজ ॥
বৈষ্ণব চবিত্র সব সাধুর বিচার।
নিপুণ হইল রাজা কাল ব্যবহার ॥
এই জত গুনে রূপে হইছে নৃপতি।
লোকমুখে সুনিলেক হেড়ম্বের পতি ॥
মহাবল পরাক্রম হেডম্ব ইস্বর।
মনেত ভাবিল কন্যা দিব তার তর ॥
ম্লেছ কুবংস আদি নিছে মুব দেস।
ছুই মিলি মারিবেক তাহাকে বিসেষ ॥
রূপ গুন প্রকৃতি সুনিযা কুতুহল।
দুতেরে ডাকিয়া বলে এহি ক্ষণে চল ॥
কন্যা বিহা দিব আমি আইসক সত্তর।
সাক্ষাতে দেখিব আমি ত্রিলোচন বর ॥

হেরম্ব রাজার আজ্ঞা সিরেত বান্দিয়া ।
প্রস্থান করিল দুত হরসিত হইয়া ।।
কত দিনে প্যাইল গিয়া রাজার নগর ।
ত্রিলোচন হইছে জথাতে নৃপবর ।।
ভক্তি করি কহিল গিয়া কন্যা দিব রাজা ।
সুভক্ষণে চল নৃপ সঙ্গে লইয়া প্রজা ॥
সুনিয়া মঙ্গল কথা জত মন্ত্রিগণ ।
সর্ব্বজন আনন্দিত কহে জনে জন ॥
ত্রিপুরকুলেত বৃর্দ্ধি হৈব হেন দেখি ।
দেখী গীআ হেরম্বরাজা আঙ্গত জে সুখী ॥
সুভ দিনে হেড়ম্বেত চলে ত্রিণযণ ।
সহিতে চলিল সব রাজমন্ত্রিগন ॥
ঢাল বন্দুক লেজা বান্দে নানা রঙ্গে ।
বাউ জিনি মহাবেগে চলিল তুরঙ্গে ॥
ঢাক ঢোল ভেরি তুরি বাজিল বহুল ।
নানা জন্ত্রে রব তবে হইল তুমুল ॥
নৃত্যকি সকলে নাচে গাহে নানা গিত ।
কৌতুক দেখএ কেহ হৈয়া হরষিত ॥
কুকি মেখলি চলে সঙ্গে নিজ নাথে ।
পথিক জতেক চলে কৌতুক দেখিতে ॥
রাজপুত্র সংহে চলে জত জাতি সেনা ।
পদাতি সারথি রথী নাহিক গননা ॥
বসি আছে নরপতি পথ নিরক্ষিয়া ।
হেনকালে ত্রিলোচন দেখা দিল গিয়া ॥
চন্দ্রধ্বজ ত্রিস্মুল চলিছে আগে বানা ।
নবদণ্ড স্বেত ছত্র আণ্ডরঙ্গি নিসানা ॥
আগে পাছে চলিল বহুল নরগন ।
নক্ষত্রেতে চন্দ্রে জেন সুভিছে গগন ॥
হেরম্ব নৃপতি তানে দুরেত দেখীয়া ।
পাত্র মন্ত্রি সঙ্গে রাজা আগু হৈল গিয়া ॥
বয়োধিক মান্যক্রমে বৃর্দ্ধ রাজা দেখী ।
নমস্কার কৈল তানে রাজা তিন আক্ষি ॥
বিনয় ব্যবহার দেখা বৃর্দ্ধ নরেস্বর ।
পুনতুল্য আলিঙ্গন করিল সত্তর ॥
আজি মোর ধন্ন হৈল হেড়ম্বনগরি ।
ত্রিলোচন শিবপুত্র আইল মোর পুরি ॥
সশর্ন্য রহিতে স্থল দিলেক বহুল ।
সেখান রহিল রাজা আনন্দে বিভোল ॥
প্রাতঃকালে শুভদিনে কন্যা বিহা দিল ।
সপ্তদিন নবরাত্রি উৎসব করিল ॥
জে জনে জে খাইতে চাহে দিল নানামত ।
নৃত্য গীত বাদ্ধভাণ্ড কৈল কত সত ॥
দিবা রাত্রি ভেদ নাই মদ্ধ মাংস খাইয়া ।
আপনা ভাসাতে গীত নৃত্য বিসেশায়া ॥
তুড়ুঙ্গতে কোবিজন্ত্র ছরঙ্গি ছমুল ।
দুই দেসেব জন্ত্রে হইল মহাতুমুল ॥
রোমম কিরাতবাদ্য আর জত জন্ত্র ।
এই সব জন্ত্রে ধ্বনি হইল অত্তন্ত ॥
মহিস গবয় ছাগ জার জেই ভক্ষ ।
তারারে সে দিল রাজা কহিতে অসক্ষ ॥
বসন ভুসন আদি দিলেক বিস্তর ।
তৃপ্তি করে সর্ব্বলোক হেড়ম্ব ইস্বর ॥
নব দিন এহি মতে রহিল উৎসব ।
দস দিনে নৃপতি বিদায় হৈল তব ॥
জৌতুক দিলেক জত কহিতে অপার ।
অস্ব গজ রথ রথী দাষ দাসি আর ॥
অগ্র করি মহারাজা দিল কত দুর ।
ত্রিলোচন চলি গেল আপনার পুর ॥
কত দিনে ত্রিলোচন দেসে উত্তরিল ।
সম্প্রীত হইয়া তবে পুরি মধ্যে গেল ॥

অনেক বৎসর রাজা সম্প তে রহিল।
হেডম্বের কন্যা সঙ্গে রার্য্য ভোগ কৈল॥
তান নিতিক্রিয়া কহি অপুর্ব্ব কথন।
প্রাতক্রিয়া আদি কবি শুন দিয়া মন॥
ব্রাহ্ম্য মুহুর্ত্ত কালে সেই মহাভাগে।
হরি হর দুর্গা বলি নিশি হতে জাগে॥
প্রাতঃক্রিয়া করি করে দন্তের দাপন।
মুখ প্রক্ষালন আদি বিধিতে জেমন॥
পঞ্চ কলস জলে নিত্য করে স্নান।
সবীর মার্য্যন বস্ত্র নিত্য তিনখান॥
মস্তক মুছিআ রাজা এক বস্ত্র ফেলে।
হৃদয়াদি নাভি উর্দ্ধে মুছে আর আচলে॥
পাদ মুছিবার আর আনএ বসন।
এহি রূপে মহারাজা স্নান শমাপন॥
পুজা ভোজন শুরু জোড পরিধান।
শিব দুর্গা বিষ্ণু তিন পুজএ সমান॥
এহিক্রমে কৈল রাজা ত্রিলোচন বির।
করিল কতেক ভোগ সেই মহাবির।
কতদিন পরে সে জে হেরম্বনন্দিনি।
ধরিল প্রথম গর্ত্ত যতিসোযাগীনি॥
দস মাষ সমপুর্ণ হৈল জেই দিন।
প্রসবিল শুভ পুত্র হরিস শব্বজন॥
হেরম্ব ইস্বরে শুনে দহুত্র হইল।
পুত্র নাহি তুষ্ট হইযা দহুত্র পালিল॥
রূপে গুনে সগুহর রাজজুক্ত হৈল।
সেই পুত্র সেই স্থানে হৈডম্বে রহিল।
কালক্রমে আর হইল পুত্র একাদস।
এহিক্রমে রাজপুত্র হইল দ্বাদস॥
দ্বাদস পুত্রের জত হইল কুমার।
রাজঘর ত্রিপুরালোক খ্যাতি হইল তার॥

রাজবংস ত্রিপুরা সে রাজা হইতে পারে।
ত্রিপুরাখণ্ডেত ছত্র আরে নহি ধরে॥
দৈবগতি জদি রাজঘরে নহে পুত্র।
তবে রাজা হৈতে পারে ত্রিপুরার শুত॥
দ্বাদস ঘরেত জত ত্রিপুরা জন্ময।
রাজবংস ত্রিপুরা বলি লোকে কয॥
রাজবংসি ত্রিপুরাকে জানিবা নিশ্চয।
অঙ্গের বিসেশ চিন্ন জার পুনি হয॥
তাহার লক্ষন জত সুন মহাসয।
গৌরবর্ণ স্বেত গৌরবর্ণ ভার হয॥
অতি দীর্ঘ নহে সেই নহে অতি খর্ব্ব।
অতিরূপ পরম উৎসাহ মহাগর্ব্ব॥
দির্ঘ খর্ব্ব নহে নাসা হএ পরিমিত।
বদন বর্তুল হয়ে দির্ঘ কদাচিত॥
সিংহ গজ বৃসস্কন্দ হএ একত্তর।
বৃহদ বক্ষস্থল না হএ উদর॥
মহাবল পরাক্রম অতি বেগবান।
রাম রম্ভা জিনি উরু দেখিতে সুঠান॥
সর্ব্ববিদ্যা অভ্যাসেতে বাহুবল দ্বয।
হস্তে মনি বস্তু বড আবস্যক রয॥
এহি সব আকার সবির জার সারা।
নিশ্চয জানিবা তারে ত্রিপুরার ধারা॥
হরি শিব দুর্গাতে নিতান্ত ভক্তি জার।
ত্রিপুরের বংস হে জানিহ তাহার॥

ইতি ত্রিপুর নিশ্চয

চোন্তাই কহিল পুনি সুন নৃপবর।
ত্রিলোচন কথা জত কহিতে বিস্তর॥
শিব আজ্ঞা অনুসারে দেব পুজিবারে।
দেহডাই আনিতে দুত পাঠাইল সত্তরে॥

সমুদ্রের মধ্যস্থানে আছে সেই জনে।
রাজদুত উপস্থিত হৈল সেই স্থানে ॥
সিব আজ্ঞানুসারে পুজিতে দেবগণ।
তোমা সব নিতে আইল সেই সে কারণ ॥
তোমরা আসিলে হইব দেবতার পুজা।
সেই হেতু আমাকে পাঠাইছে মহারাজা ॥
সুনিয়া দেহড়াই তবে মনে পাইল ত্রাষ।
অখনে কি আছে বেটা একি সর্ব্বনাস ॥
অগ্নির সমান কোপ ধর্ম্ম নাহি জাঁনে।
দেবতা ব্রাহ্মন কিছু গুরু নহি মানে ॥
ম্লেচ্ছ বৃত্তি করে বেটা বলিতে জে কাটে।
কেমত বর্ব্বর জাবে তাহার নিকটে ॥
তবে দুতে প্রনমিয়া বলিল বচন।
অধর্ম্ম আচারে সেই মরিছে তখন ॥
তাহার নারির গর্ব্ভে হইছে ত্রিলোচন।
অখনে সে রাজ্য করে প্রজার পালন ॥
জে রূপে হইছে জন্ম বলে বিসেশিয়া।
বিস্ময় হইল তারা একথা সুনিয়া।
দুতের সাক্ষাতে তারা কহিল বিসেষে।
আমরা জাইব রাজা আপনে জদি আইসে ॥
এই বার্ত্তা লইয়া আসিল দুতবর।
সুনিয়া নৃপতি মন্ত্রি চলিল সত্তর ॥
কতদিনে গীয়া রাজা সেই দ্বিপ পাইল।
দেহড়াই সকলে য়াসি আগুবাড়ি নিল ॥
দেহড়াই সেওরাআদি ছিল জত জাতি।
সকলে আসিয়া দেখে শিবের সন্ততি ॥
ধর্ম্মরূপ দেখি সব তুষ্ঠ হৈল মন।
জাইব রাজার সঙ্গে কৈল সর্ব্বজন ॥
সকল একত্র হইয়া রাজারে দিব্য দিল।
আপনা মনের কথা সকলে কহিল ॥

তোমার কুলেত জেই দেহড়াই হিংসয়।
কাটে মারে জদি তবে কুল হয়ে ক্ষয় ॥
ইত্যাদি কহিয়া বলে জত সত্যবিধি।
করিল জতেক দিব্য করুনার নিধি।
করাঘাত করিলে দেহড়াইর জাতি জাএ।
অপরাধ করিলে তবে অন্য সাস্তি হএ ॥
সুকরাদি জত পশু তাহার অভক্ষ।
নারির রন্দন তারা নহি করে ভক্ষ ॥
স্নান করি বস্ত্র তারা সুখাএ গগণে।
সুখাইয়া পবিত্র বস্ত্র রাখএ আপণে ॥
সহস্তের পাক বিনে না করে ভোজন।
এই জোগবলে তারা দেবের পুজন ॥
সে সভার চরিত্র কথা কি কহিব আর।
সিধ্যা লোক মত সেই করে ব্যবহার ॥
সেই সব চলি আইল রাজার সহিত।
কত দিনে রাজপুরে হৈল উপস্থিত ॥
চতুর্দ্দষ দেবতাকে সমর্পিল রাজা।
তদবদি দেহড়াই করে নিতি পুজা ॥
তারার পুজার বিধি তারা ঐ সে জানে।
পাচালিতে না লেখিল জানিবেক অন্যে ॥*॥

ইতি চোন্তাই দেহড়াই আগমন ॥

আসাঢ় মাসেত সুক্লা অষ্টমি তিথীতে।
আনিল নানাণ দর্ব্য পুজাবিধিমতে ॥
মহিস গবয় ছাগ সুভ্ররূম দাড়ি।
কুকিএ আনিয়া দিল দেবপুজা ঝারী ॥
নানামত পশুপক্ষি আনে ভারে ভার।
মেস হংস আদি বলি কহিতে অপার ॥
রাজা দহড়াই জত পবিত্র হইয়া।
চতুর্দ্দষ দেব নানা প্রকারে পুজিয়া ॥

শিবদুর্গা আদি দেব আসিল ত্রয়োদয।
বিষ্ণু না আসিল বোজি হইয়া বিরষ॥
শিব আজ্ঞা অনুসারে চোন্তাই নৃপতি।
খিরোদেত চলিআইল অতি সিঘ্র গতি॥
জেই স্থানে আছে বিষ্ণু যোগ নিদ্রা ধরি।
অনন্ত সর্জ্যাতে প্রভু জগত সংহারি॥
জথা সক্তি স্তুতি জদি করিল নৃপতি।
সুনিযা প্রসর্ন্ন চিত্ত হৈল লক্ষ্মীপতি॥
চোন্তাই রাজারে দ্বারি রাখি আগে রহে।
শিবে জে কহিছে কথা হরি আগে কহে॥
চম্পতাই আসিছি প্রভু রাজা রৈছে দ্বারে।
বার্সিক পুজন নাথ পুজিবার তরে॥
সুনিযা হাসি বলেন ত্রিজগত পতি।
কোন ২ দেবতা পুজিব নরপতি॥
চন্তাই কহিল তবে প্রণতি করিযা।
শিবাদি দেবতা আছে তোমা অপেক্ষিযা॥
শিবদুর্গা আসিআছে কার্ত্তিক গণেষ।
ব্রহ্মা পৃথী বানি গঙ্গা সাগর বিসেষ॥
অগ্নিদেব কাম লক্ষ্মী আর হিমালয।
ইস্বর জাইবা বলি পুজা নাহি হয॥
তবে জগতের পতি অঙ্গিকার হইল।
ত্রিলোচন ভাঙ্গ ফলে পুজা লইতে আইল॥
পুজা লৈতে অদিষ্ঠান হৈল লক্ষ্মীপতি।
শিবাদি দেবতা সবে করিল প্রণতি॥
হরেমা হরিমা আর কুমার গণেষ।
ব্রর্হ্মাণ্ড করিয়া বেদি বৈসাইল নরেস॥
আর ছয় দেব বৈসে ক্রমে অন্য বেদি।
ক্ষ্মারিদ গঙ্গা অগ্নি কামদেব হিমাদ্রি॥
সন্য সেনা পাত্র মিত্র লইয়া ত্রিলোচন।
প্রণাম করিল সর্ব্বদেবের চরণ॥

হস্তি ঘোড়া জোগানে রহিল বহুতর।
নবদণ্ড ছত্র আনি ধরিল উপর॥
বিচিত্রা পতাকা সোভা করে ফৌজে ২।
শ্বেতবর্ন্ন ঢালি সব রক্ত তিরস্তাজে॥
ভেরি তুরি দোসরি পিণাক পিন্ধকি।
বেণু বিনা সাপসানি মৃদঙ্গ আর বাকি॥
নানা জন্ত্র বাদ্যরবে নহে চিত্ত স্তির।
প্রলয করিল সব্দ হইল মহাধির॥
এইরূপে নানামতে রাজার নন্দন।
চতুর্দ্দস দেবতাকে করিল পুজন॥
সন্তোষ হইল বড় নৃপতি পুজিতে।
শিব দুর্গা বিষ্ণু আজ্ঞা হৈল নৃপতিতে॥
এহি ত্রিপুর বংসে জে জে রাজা হবে।
পুজার মণ্ডপ মধ্যে সে জন আসিবে॥
তিন বলি নরপতি দুই হস্তে ছেদিল।
তিন দেবতারে ভির্ন্ন্য রুধিরে তর্পিল॥
অন্য জত বলি তাহা মণ্ডপ বাহিরে।
চন্তাই প্রক্ষালে পরে দেহাই প্রহারে॥
এই মতে সপ্ত দিন পুজা জদি হইল।
তুষ্ট হইযা দেব সবে রাজাকে বর দিল॥
এহি ভূমণ্ডলে তুমি মহারাজা হইযা।
জিনিবা সকল রাজা আমা বর পাইয়া॥
চন্দ্র সুর্য্য সম কাম সন্দান হবে বরে।
আসিব আমরা সব জবে পুজা করে॥
বর দিয়া দেব সব নিজস্থানে গেল।
সেই হতে বার্ষিক পুজার নিতি হৈল॥৪॥

ইতি চতুর্দ্দষ দেবপুজা॥৪॥

এহি মতে নরপতি ছিল কতকাল।
চারি পাষে ছিল কত খুদ্র মহিপাল॥

কাইফেঙ্গ চাথমা আর ফুলঙ্গ লঙ্গফাই।
তলাপ্ত ভৈয়াঙ্গবয়া আদি ঠাই॥
থানাংচি প্রতাপছি নামে জত আছে দেষ।
লিখা নামে রাজা আছে রাঙ্গামাটি সেষ॥
এহি সব রাজা জিণে করে তান পুজা।
পাত্র মন্ত্রি স্থানে জিজ্ঞাসিল মহারাজা॥
তা সভার অনুমতি লইয়া ত্রিলোচন।
জিনিবার আজ্ঞা করে ক্ষুদ্র রাজাগন॥
রাজানুসারে সব মন্ত্রনা করিল।
ক্রমে ২ সর্ব্বরার্য্য বিক্রমে জিনিল॥
এহিমতে মহারাজা হৈল অগ্নিকোণে।
জুদিষ্ঠিরে দেখিবারে গেলেন আপনে॥
ত্রিলোচন দেখিয়া বিস্তর হেন মানে।
মণুহর স্থান দিয়া রাখিল জতনে॥
দেখি তুর্জ্জোধন রাজা মনে পাইল ব্যথা।
ধৃতরাষ্ট স্থানে কহে ই সকল কথা॥
অগ্নিকোন হতে আইল ত্রিলোচন রাজা।
তার সঙ্গে আসিছে অসংক্ষ নিজ প্রজা॥
তার সঙ্গে আসিআছে মেখল নৃপতি।
জুদিষ্ঠির পুরেত হইছে উপস্তিতি॥
বহুমান পাইযা রাজা আইল নিজ দেষ।
চিরকাল রার্য্য ভোগ করিল নরেষ॥
পৃথীবিতে জত ধর্ম্ম করিতে উচিত।
করিল সে ষব ধর্ম্ম কৈতে বিপরিত॥
তুর্গাপুজা দোলজাত্রা চৈত্রে জলকেলি।
মাঘ মাষে পুজে রাজা হৈয়া কুতুহলি॥
শ্রাবণ মাসেত পুজা কৈল পদ্যাবতি।
গ্রাম মুদ্রা করিল চোন্তাই সুদ্ধমতি॥
পিতৃক্রিয়া করে রাজা রবি সংক্রমনে।
অনাথ দারিদ্র তোষে দিয়া নানা দানে॥

নিত্ত কাম্য ক্রিয়া জত এহি মতে করে।
বহু পুত্র হইল দ্বাদস পুত্র ঘরে॥
তান জেষ্ঠ পুত্র ছিল হেড়ম্বের দেষ।
কত দিনে মাতামহের কাল অবসেষ॥
পুত্রভাবে পালিছিল দহুত্র আনিয়া।
মিত্যুকালে দিল তারে রার্য্য সমর্পিয়া॥
শ্রাদ্ধাদি করিল সেহ পিতৃ অনুসারে।
ত্রিলোচন প্রধান পুত্র হেড়ম্ব নগরে॥
এহি মতে জেষ্ঠ পুত্র হইল নৃপতি।
একাদস পুত্র রৈল পিতার সংহতি॥
কালক্রমে ত্রিলোচন বড় বৃদ্ধ হৈয়া।
দক্ষিনেত রাজরার্য্য সব সমর্পিয়া॥
মত্যলোক ছাড়ি রাজা শিবলোকে গেল।
তাহান দক্ষিণ পুত্র ভাল রাজা হৈল॥
তাহান অনুজ দস সেনাপতি হইয়া।
জত সেনা ছিল সবে নিলেক বাটীয়া॥
পঞ্চ সহস্র সেনা পাইল একজন।
পুর্ব্বমত করিলেক নিতির পালন॥
বর্ণ সঙ্কর নিয়া রাজা ত্রিলোচন।
কলিতে ক্ষত্রিয় জাতি না রবে কারন॥
বেদ বেদাঙ্গ জানে দ্বিজে বিধি দিল।
সেই হতে একমাস অসুচ আচরিল॥
পিতার জতেক ধন ছিল নানা ঠাই।
সর্ব্ব ধন বাটী লইল একাদস ভাই॥
দ্বাদস হিসা ধন প্রমাণ করিয়া।
রাজাএ তুই অংস নিল হিসা জে করিয়া॥
এইরূপে অংস করি নিল ভাই সবে।
একাদস ভাই তবে পৃত হইয়া থাকে॥
পিতা স্বর্গ হইল ভ্রাতৃ রাজা হৈল।
শুনিয়া হেরম্ব রাজা মনতুক্ষ পাইল॥

প্রধান তনয় আমি ত্রিলোচন ঘরে ।
হেড়ম্বেকে দিছে পিতা প্রতিজ্ঞার তরে ।।
রার্য্য অধিকারি আমি হইতে উচিত ।
আমি বর্ত্তমানে তারা হইতে অনুচিত ।।*।।

ইতি ত্রিলোচন স্বর্গ আরোহণ ।।

তবে হেরম্বের পতি ভ্রাতিতে লিখীল ।
সমাচার পত্র লিখী পাঠাইয়া দিল ।।
দুতে গিয়া এহি কথা করিল গোচর ।
একাদস ভাই সুনি দিলেক উত্তর ।।
জে কথা লিখীছে রাজা সেই কথা হয় ।
প্রধান থাকিতে রার্যা অন্যে নহি পায় ।।
হেড়ম্বের নাথে তোমা পুত্র করি নিছে ।
পিতা বর্ত্তমানে তোমা নিবংসি করিছে ।।
জদি পিতৃআজ্ঞা হৈত তোমা রার্যা দিতে ।
কি মতে কাহার সাদ্ধ অন্যথা করিতে ।।
দক্ষিনকে দিল রার্যা পিতা স্বর্গ হৈতে ।
আমি সবে তোমাকে দিবাম কোনমতে ।।
কহিয়া এসব কথা দুত পাঠাইল ।
সুনিয়া হেরম্বপতি দুক্ষিত হইল ।।
নিজ পাত্র মন্ত্রি সঙ্গে মন্ত্রনা করিয়া ।
জধ্যেতে সাজিল রাজা বহু সন্য লইয়া ।।
সারথি পধাতি রথি কত সন্য সাজে ।
হইল তুমুল জুদ্ধ দুই সন্য মাঝে ।।
আছিল বিস্তর জদ্ধ সর্ব্ব সহোদরে ।
গজ কংসবের জুদ্ধ জৈন পুর্ব্বকালে ।।
বহু সন্য সংহারে হেড়ম্ব নৃপতি ।
সপ্তদিন পরেতে কাড়িয়া নিল ক্ষিতি ।।
কপিল নদির তিরে ছাড়ি রাজধানি ।
একাদস ভাই গেল থলংমাতে পুনি ।।

জত সন্য সকল তা সভার সঙ্গে গেল ।
বরবক্র নদি তিরে সকল রহিল ।।
সেই তিরে কৈল পাট দাক্ষিন নৃপতি ।
রহিল সঙ্গের লোক রাজার সংহতি ।।
একাদস ভাই তথা নিজ রার্জ্য কৈল ।
হেড়ম্বে রাজাএ পিত্রি রার্জ্জ জিনি নিল ।।
আঙ্গভোঙ্গ আদি করি জত আছে প্রজা ।
সিমা করি দিল তারে হেড়ম্বের রাজা ।।
বহুকাল সেই দেসে রহিলেক তবে ।
পরম আনন্দে লোকে নৃপতিকে সেবে ।।
বহু বিদ্যা বিসারদ হইল সজ্জন ।
খড়গ চর্ম্ম লইয়া বাকা খেলে ঢালিগণ ।।
বড় বাহু ভক্ষ বড় বিসাল বিক্রমেতে ।
চলিতে মেদনি কাপে বির পদঘাতে ।।
ত্রিপুর কুলেত বড় বির সব হইল ।
মধুরসে মত্ত হৈয়া কলহ জন্মিল ।।
বাক্য জদ্ধ অস্ত্র জদ্ধ হৈল সভাকার ।
রাজারে রাখীতে নারে হৈল অবিচার ।।
আপ্ত কোলাহল হতে মহাজদ্ধ হইল ।
বিস্তর পড়িল বির রক্তে নদি বৈল ।।
রনভোমে যোগনিদ্রা গেল বিরগণ ।
নৃপতির গর্ব্ব চুর্ন্ন হইল তখন ।।
পঞ্চাশ হাজার বির মরে সেই স্থান ।
বহু কোলাহল করি গেল জমস্থান ।।
এহি ভূমির এই গুন নৃপতি জানিল ।
জদু বংসের নাম জেন মুহুর্ত্তেকে গেল ।।
চিন্তাএ বিকল রাজা সর্ব্ব সন্য মৈল ।
ভাবিতে ২ সেই বোদ্ধি স্থির কৈল ।।
মহাবিরভূম ক্ষেত্রে বির জন্ম হয় ।
কিন্তু এহার বড় দোষ পুনি হয় ক্ষয় ।।

এহি স্থানে না রহিব জাব অন্য স্থান।
মনে চিন্তা কৈল জাব এহার উজাণ ॥
আজি কালি জাব বলি বাসনা না ছাড়ে।
কাল পাই সেই রাজা সেখানেতে মরে॥
দাক্ষিণের পরে রাজা তৈদাক্ষিন হৈল।
রাজস্থতে পুর্ব্বমতে প্রজাকে পালিল॥
গুণেতে প্রধান বটে রাজার কোঁয়র।
ধর্ম্ম কর্ম্ম শাস্ত্রজ্ঞান গুন বহুতর॥
বহুকাল সেইমত পালিলেক প্রজা।
মেখলি রাজার কন্যা বিহা কইল রাজা॥
তার পুত্র হইলেক স্থদাক্ষিন নাম।
অপরূপ রূপ ভূপ বহু গুণধাম॥
করিয়া সে রাজ্য ভোগ অবসেষ হইল।
তান পুত্র তদাক্ষিন বলবন্ত হৈল॥
তরদাক্ষিন নাম নৃপতি তনয়।
রার্য্যের পালন কৈল জথা জগ্য হয়॥
ধর্ম্মতর রাজা হইল তাহার নন্দন।
বহুকাল রার্য্য পালে প্রজা পরিজন॥
তার পুত্র ধর্ম্মপাল হইল নৃপতি।
স্বধর্ম্ম পালিয়া পালে কুলের সন্ততি॥
স্থধর্ম্ম নাম হইল তাহার তনয়।
তার সেবা অনুগত প্রজা সব রয়॥
তরবঙ্গে হৈল রাজা তাহার নন্দন।
তার পুত্র দেবাঙ্গে পালিল প্রজাগন॥
তার পুত্র নরাঙ্গি সে পরে হৈল রাজা।
ধর্ম্মাঙ্গদ পুত্র তার সে পালিল প্রজা॥
রুকাংঙ্গদ হৈল রাজা স্থমাঙ্গ তারপর।
লোকজোগ রাজা হইল পরাক্রমে বড়॥
তরজঙ্গ হইল রাজা তাহান তনয়।
তররাজ তার পুত্র স্থন মহাসয়॥

হামর জে তার পুত্র বড় রাজা হইল।
তার পুত্র বিররাজ জুদ্ধেত মরিল॥
শ্রীরিরাজ তার পুত্র অতি স্থধ্য ভাব।
না জানে সে ধনরত্ন কিবা হইছে লাভ॥
তাহার তনয় হইল শ্রীমন্ত নৃপতি।
লক্ষিতর রাজা হইল তাহার সন্ততি॥
লক্ষিতরের পুত্র রাজা তরলক্ষি নাম।
মাইলক্ষি পুত্র তার বড় গুণধাম॥
নাগেস্বর নামে হইল তাহার তনয়।
জোগেস্বর তার পুত্র সেযে রাজা হয়॥
ইস্বরফা নামে হইল তনয় তাহার।
করিল চৌরসি বর্ষ রার্য্যের বিচার॥
তার পুত্র রঙ্গফা নৃপতি স্থভাজন।
করিল বিস্তর কাল রার্য্যের পালন॥
ধনরাজফা নামে হইল তাহার তনয়।
মৃচঙ্গফা নামে রাজা হইল মহাশয়॥
মাইচোঙ্গ নামে হইল তাহার তনয়।
উণসষ্ঠি বস সেই রার্য্য ভোগ করয়॥
তাউরাজা নামে হৈল তাহার নন্দন।
তরকানাইফা হৈল গুণের ভাজন॥
তাহার তণয় হৈল নৃপতি স্থমন্ত।
তাহার পুত্র রাজা হৈল নামে রূপবন্ত॥
তাহার তনয় হৈল নামে তরহাম।
তাহার তনয় হৈল নৃপতি থাহাম॥
তাহার তনয় হৈল বতরফা নৃপতি।
বিষ্ণুতে নিতান্ত ভক্তি ধর্ম্মেতে স্থমতি॥
কালাতরফা নামে হৈল রাজার কোঁয়র।
আপনা জাতিতে পৃতি গুণের সাগর॥
চন্দ্রকানামে হইল রাজার তনয়।
চন্দ্রের সমান কান্তি লোকে জারে কয়॥

গজেশ্বর নামে হইল রাজার নন্দন।
পালিল য়নেক কাল প্রজা পরিজন ।।
তাহার তনয় হৈল বিরাজ নৃপতি।
তার পুত্র রাজা হৈল নামে নাগপতি ।।
তাহার তনয় হৈল নামে সিক্ষরাজা।
তার পুত্র দেবরাজা সে পালিল প্রজা ।।
তাহার তনয় রাজা ধুরসাই হৈল।
একান্ত ভাবেতে রাজা বিষ্ণুকে পুজিল ।।
তার পুত্র হইল সাগর নামে রাজা।
চিরকাল পুর্ব্বমত পালিলেক প্রজা ।।
মলয়জচন্দ্র রাজা তাহার তনয়।
সুর্য্যনারায়ণ রাজা তার পরে হয় ।।
হাউঙ্গফানাই নামে রাজা হইলেক পরে।
চঘতর নামে রাজা হৈল তার ঘরে ।।
অপুত্রা হেতু তার ভাই হইল রাজা।
হাচোঙ্গ নামেতে সেহ পালিলেক প্রজা ।।
বিমার হইল রাজা তাহার তনয়।
কুমার নামেতে রাজা তার ঘরে হয় ।।
শিবেতে নিতান্ত ভক্তি সেই নৃপবর।
শিবকে পুজিতে গেল সামুল নগর ।।
সুবড়াই থোঙ্গ আছে মহাদেবের স্থান।
সেখানে পুজিল শিব কৈল নানা দান ।।
সে দেসের বলি কিছু অপুর্ব্ব প্রসঙ্গ।
নিত্য আইসে মহাদেব করে কেলিরঙ্গ ।।
একদিন ধরিয়া রাখীল পশুপতি।
কুকির রমণি সে জে অতি গুনবতি ।।
নানা ঠাই বিচারিয়া আসিয়া পার্ব্বতি।
দেখিল কুকির রামা রাখে নিজপতি ।।
গলে চাপি মারে তারে ধরে কেসপাষে।
সেই হতে মাইয়া সব্দ ভাল নহে সে দেষে ।।

ছামুল দেসের আর সুন কিছু কথা।
লিঙ্গরূপ হইয়া সম্ভু বিরাজয়ে তথা ।।
রাত্রিত সয়ন করে কুকিনির সঙ্গে।
পাথর বলিয়া তারা হার ফেলে রঙ্গে ।।
শিব স্থানেতে জাইতে জত জন চলে।
সে শব গন হতে একজন বলে ।।
সঙ্গে করি নিয়া জাএ জত জনের ভক্ষ।
একজনের বাড়ে তাথে বুঝিতে অসক্ষ ।।
গুপ্তবেসে সেখানে আছএ পশুপতি।
হাস্য পরিহাস্য করে আইসে নিতি ২ ।।
কুমারের পুত্র হৈল সুকুমার নাম'
বহুকাল রার্য্য করে পুরি মনস্কাম ।।
তৈছরাই হইল তার পুত্র নৃপবর।
রায়্যেরপর নামে রাজা হৈল তারপর ।।
তবে দুই পুত্র হৈল অতি গুণবান
মহাবল পরাক্রম সুন্দর সুঠান ।।
জেষ্ঠ ভাই রাজা হৈল পিতার মরণে।
নানা দেবপুজা করে পুত্রের কারণে ।।
অনেক বৎসর সেই দেবপুজা কৈল।
দৈবের নির্ব্বন্দ তার পুত্র না জন্মিল ।।
আসাঢ় মাসের সুক্লা অষ্টমি তিথীতে।
পুজাঘরে গেল রাজা চন্তাই সহিতে ।।
চতুর্দ্দস দেব সব বৈসে নিজাসন।
ভক্তিতে রাজার পুজা করিল গ্রহণ ।।
বর মাগিলেক রাজা পুত্র হইবারে।
না হবে তোমার পুত্র শিবে বলে তারে ।।
ক্রোধ হৈয়া নরপতি মির্ত্যু না গনিল।
শিবকে মারিল তির সেহ বের্থ হইল ।।
ক্রোধ হইয়া মহাদেবে রাজাকে সাপিল।
সেই ক্ষণে সেই রাজা অন্দ হইয়া রৈল ।।

সাপের মোচন তবে জিজ্ঞাসে চন্তাই।
অধমে করিল দোস ক্ষেমহ গোসাই॥
তবে শিবে কহিলেক চন্তাইর প্রতি।
কলিজোগে লোক সব হৈল পাপমতি॥
তোকে বলি আমাব আব দেখা নহি পাবে।
পদচিন্ন পাইবেক জবে পুজা হবে॥
না হবে তাহাব পুত্র বাজা পাপমতি।
ই কর্ম্ম করিব তার হইব অক্ষ্যাতি॥
বলি সুন নববক্ত আনিযা অপাব
ভূতবলি দিবে তবে এহি ডুবাচাব॥
পুনি বমণিব সঙ্গে রহিতে না পাবে।
এহিরূপে বাচে জদি চক্ষু ভাল হবে॥
এ বলিযা মহাদেব গেল নিজস্থান।
বক্তেব কাবণে ভুত চলে ভ্রবমান॥
বক্তেব কাবণে ভুত নানা দেসে গেল।
মীছলি তাহাকে বলি বক্তেব ঠিকল॥
ত্রস্ত হইল নানা দেসেব জত প্রজাগণ।
ভযাতুব হৈযা সবে কবহে ক্রন্দন॥
পিতা না কবিল তখন পুত্রকে প্রতিতি।
পুরূসে নাবিতে ভেদ হইল অনিতি॥
অমঙ্গল সন্দ হৈল নৃপতিব দেসে।
ধবি নিতে সন্দ নাহি না দেখে চক্ষুসে॥
ভূত বলি দিযা তবে চক্ষু ভাল হৈলে।
কত দিন পবে তাবে গ্রাসিলেক কালে॥
মিছলি বাজা বলি তাকে লোকে কহিল।
তৈচোঙ্গফা তাব ভাই নৃপতি হইল॥
তাব পুত্র নবেন্দ্র ইন্দ্রকীত্তি পবে।
বিমান নামেতে রাজা হৈল তাব ঘবে॥
অনেক বৎসর সেই পালে লোকজন।
জস নামে বাজা হৈল তাহাব নন্দন॥

তার ঘরে পুত্র হৈল রাঙ্গ নামে রাজা।
আপনার নামে রার্য্য স্তাপিলেক প্রজা॥
তাব পুত্র হৈল বাজা বাজগঙ্গ বক্ষ।
তাহার তনয হৈল বাজা দাক্রো বায॥
প্রতিত নামেতে হৈল তাহাব তনয।
হেডম্ব বাজাব সঙ্গে হইল প্রনয॥
দুই জনে একতা সুনিযা অন্য বাজা।
জদ্ধেত নিযুক্ত কবে আপনাব প্রজা॥
মনে বড ভয পাইযা কবিযা সন্ধাণ।
দুই জনে কবাইল বড ভেদজ্ঞান॥
তবে বড জদ্ধ হইল দুই বাজাব বলে।
নিজ স্থান ছাডিযা প্রতিত বাজা চলে॥
বম্মনগব নামে ছিল এক ঠাই।
সেখানে আসিল বাজা সঙ্গে বন্ধু ভাই॥
বম্মনগবেব কথা সুন নৃপমণি।
বর্ম্মেব বসতিস্থান হেন অনুমানি॥
নিত্য জজ্ঞ তপ হোম অথিতী পুজন।
পবম আনন্দজুক্ত বটে সর্ব্বজন॥
সব্বদা ব্রাহ্মণ জাতি কবে বেদপাট।
নিদ্রা হনে চৈতন্য জন্মাএ বন্দি ভাট॥
গন্দজুক্ত পুষ্প বহু বসজুক্ত ফল।
অতি মিষ্ট ভোজ্যগুলা নির্ম্মল কমল॥
অধর্ম্মেব নাহি লেস পুণ্যেব ভাজন।
নানা গুনে রূপে জুক্ত বটে সব্বজন॥
সেই মনোবম স্থান কৈল রাজধাণি।
নিজ বাযা খণ্ড স্থান মধ্যে বৈল গুণমণি॥
পতিতেব পুত্র হইল মাবচি মহাবাজা।
তাব পুত্র হইল গগন মহাতেজা॥
তাব পুত্র নাওডাই হইল প্রধান।
হামতাবফা তাব পুত্র হৈল জ্ঞানবান॥

হামতারফার পুত্র পুনি জুঝারকা হইল।
বহু জুদ্ধ করিয়া সে রাঙ্গামাটী লইল ॥
পুর্ব্ব পুরুষের কথা স্তুনি মহিপাল।
আর জিজ্ঞাসিতে ইৎসা হইল বিসাল ॥শ্ল॥

ইতি রাজবংস নিন্যয় খলংমাত্যাগ ॥

শ্রীধর্ম্ম মানিক্য রাজা পুনি জিজ্ঞাসিল।
রাঙ্গামাটী দেস রাজা কিমতে পাইল ॥
ইহা স্তুনি দুল্লবেন্দ্র চন্তাই কুমার।
কহিল বৃত্তান্ত জত করিয়া বিচার ॥
রাঙ্গামাটী দেসে পুর্ব্বে ছিল লিকা রাজা।
দস হাজার সন্য লৈয়া সুখে পালে প্রজা ॥
আগে অধিকার ছিল রাঙ্গামাটী স্থল।
রাজকর না দি সেই হইছে পবল ॥
তাহার দুষ্টতা জত স্তুনিয়া ত্রিপুরে।
চতুর্দ্দস বলে চলে জুদ্ধ করিবারে।
নানা জাতি পদাতি জে চলে হস্তি ঘোড়ে।
সত্রু সঙ্গে জঝিবার জুদ্ধেতে বাহুড়ে ॥
ধ্বজ পতাকা দণ্ড উড়ে সতে সত।
আকাসে হইয়াছে সব্দ স্তুনি নানামত ॥
হইল তুমুল জদ্ধ কহিতে অপার।
লিকা রাজার সন্য সঙ্গে হৈল মহামার ॥
ভঙ্গ দিল লিকা রাজা ছাড়ি নিজ দেষ।
জঝার নৃপতি তথা হইল নরেস ॥
রহিল অনেক কাল সেখানে নৃপতি।
বঙ্গদেস কাড়িয়া লইতে হৈল মতি ॥
বিসালগড যাদি করি আছে জত স্থান।
নিজ অধিকার করি লইল বলবান ॥
সেই ২ ঠাই রাজা করে অধিকার।
কাল পাইয়া সেই রাজা গেল জমদ্বার ॥

নৃপতির চিতাস্থল হৈল সেই স্থানে।
তাহাকে বৈকুণ্ট পুরি বলে সর্ব্বজনে ॥
স্বসান উপরে মঠ করিল নির্ম্মান।
প্রাচির করিআ সব দিল সেই স্থান ॥
ডাঙ্গরফা নামে তার পুত্র হৈল রাজা।
সেখান চতুর্দ্দস দেব করিলেক পুজা ॥
ফেনি নদি তিরে আর মুহুরির তিরে।
স্বদেস পশ্চিমে আর লক্ষিপতি তিরে ॥
পশ্চিমে পুজিল পুর্ব্বে অমরাপুরিতে।
চতুর্দ্দস দেব পুজে কুলাচার মতে ॥
তার পুত্র দেব রায় রাজা হৈল তবে।
গো ব্রাহ্মণ বড ভক্তি সাধু ভাব সবে ॥
শিব রায় রাজা হৈল তাহার তনয়।
আছিল অনেক কাল সেই মহাশয় ॥
তার পুত্র ডডুঙ্গফা হইল প্রবল।
চিরকাল রাজ্য করে সেই নৃপবর ॥
খারুঙ্গফা হৈল রাজা তাহার তনয়।
ছেলঙ্গফা নামে হৈল রাজা সদাসয় ॥
তাহার তনয় নাই নিজ কম্মদোষে।
তার ভাই ললিত রায় রাজা হৈল সেষে ॥
কুন্দফা হইল রাজা তাহার তনয়।
কমলনারান রাজা তার পুত্র হয় ॥
কৃষ্ণদাস তার পুত্র হইলেক রাজা।
তার পুত্র জসফা হইল মহাতেজা ॥
তার পুত্র মুছঙ্গফা নৃপতি বলি কহে।
কম্ম দোসে বিধি রোসে তার পুত্র নহে ॥
তার ছোট ভাই ছিল সাধু রায় নাম।
চিরকাল রাজ্য করে পুরে মনস্কাম ॥
হইল প্রতাপ রায় তাহার তনয়।
বিষ্ণু প্রসাদ তার পরে রাজা হয় ॥

তার পুত্র বানেস্বর হৈল বড রাজা।
তার পুত্র বিরবাহু হইল মহাতেজা ।।
সম্রাট হইল পরে তাহার নন্দন।
তার পুত্র চাম্পা নামে অতি সুলক্ষণ ।।
মেঘ নামে তার পুত্র হইলেক রাজা।
ছেংক নামে তার পরে পালিলেক পজা ।।
ছেংওফা নামে হইল তাহার তনয়।
গৌড়ের সঙ্গতি জুদ্ধ জার সনে হয ।।
হিরাবন্ত খাঁ ছিল বঙ্গের চৌধুরি।
বিরধর্ম্ম করি সবে লুটে তার পুবি।
বৎসরেত এক নৌকা গড়েত জোগায।
হিরাদি নানা রত্ন জড়িযা নৌকায ।।
এক নৌকা ভেট দিযা মেহেরকুল খাএ।
লুটীযা আনিল পবে সে গৌড়েতে জাএ ।।
ই সব বৃত্তান্ত কহে গৌড় রাজা স্থানে।
রাঙ্গামাটী মারিতে অনেক ফৌজ আনে ।।
অসংখ্যাত আসিল দেখে গৌড়
রাজার বল।
মিলিতে বলিল রাজা হইয়া বিকল ।।
সে কথাতে পাত্র মন্ত্রি সম্মতি আছিল।
রাজাকে রানিএ সুনি বিস্তর ভর্ত্সিল ।।
সুন ২ মহারাজা ত্রিপুরের পতি।
রাজা হইয়া কেনে এমত কুমতি ।।
মাইয়া হইতে ছিল তোমা হতে ভাল।
তবে নিজ রার্য্যেতে জে হইত বিসাল ।।
ত্রিপুর কুলেত হৈব এত বড লাজ।
অন্যে জিনি নিব নিজরার্য্যের সমাজ ।।
কুলকলঙ্কেতে মরি জাই বামা হৈয়া।
তেই তোমাতে বলি বিমর্ষ বোজিযা ।। ধুয়া ॥

ই কাজ করিতে মরণ ভাল।
লোকে ঘোসিবেক নাম বিসাল।
নির্ম্মল কুলেত কলঙ্ক রাখা।
দিবাকরে জেন মলিন সাখা ।।
ধিক্যার রাখিলে ত্রিপুর কুলে।
কুমন্ত্রনাতে কি রাজাএ ভোলে ।।
থাক ২ তোমি বসিয়া থাক।
আমি জঝি তাকে ই কথা রাখ ।।
ই কথা বলিযা রাজার রাণি।
আনি সেনাগণ কহিল বাণি ।।
সুন বাচা সব তোমাকে বলি।
বিপদ দেখিযা জাবা কি ফেলি ।।
সুনি সেনা সব পাইল লাজ।
রণ করিবারে করিল সাজ ॥
সত্ত করাইল রাজার রামা।
জুদ্ধ বিনে কেহ না দিব ক্ষেমা।
প্রতিজ্ঞা সুনিযা হইল খুসি।
সেনাপতি ডাকে রাজমহিসি ।।
নানা বিধিমতে করাইল পাক।
বড়া ভাজি কত রান্দাইল সাক ।।
তবে সেনা সবে ভোজন করে।
মদ্য মাংস জল দিল অপারে ।।
খাইযা দাইয়া হইযা খোষ।
জুদ্ধেত সাজিল হইয়া রোস ।।
হাতিপরে তোলে বহুল দমা।
বাজি জে সাজিছে দেখীতে ভীমা ।।
সেনাপতি চড়ে তুরগ তাজি।
কাছে পাষে নাছে বিসাল বাজি ।।
ধ্বজ পতাকা উড়ে আকাষ।
রিপুবলদল হরিষ লাষ ।।

রানির বাণিতে চলিল নৃপ।
ঐরিকুলে সেই সোকের কুপ॥
জবে দেখা হৈল গৌড়ের বলে।
চিৎকার করিল ত্রিপুর দলে॥
মার ২ বলে মারিযা জায।
গৌড়নৃপ সন্যভঙ্গ দিল তায॥
ধাইয়া ২ কাটে বহুল বল।
দস দিগে ধাএ হইযা বিকল॥
সোনার কাবাই সোনার পাগ।
পড়ে গৌড়ভোমে হইযা দুই ভাগ॥
চতুর্দ্দস দেবে করিল রণ।
বসন্তেত [illegible]ন দহিল বন॥
দেব সবে জুদ্ধে কপট বেস।
লৈক্ষে ২ কাটী করিল সেষ॥
স্রুণিতে বহিছে নদিতবঙ্গ।
কুম্ভির ভাসিছে গজের অঙ্গ॥
স্রম হৈযা রাজা বসিল পাছে।
দেখিল গগনে কবন্দ নাছে।
দেখী নরপতি হইল বিস্মিত।
মনে ত ভাবিল বিসম রিত॥
পুরানে সুনিয়াছি এমত কথা।
মহামুনিজনে কহিছে গাঁথা॥
বুজি লক্ষজন পড়িছে রণে।
কবন্দ নাচিছে তেই গগনে॥
লোক সব দেখি মুরছা জায়।
দেখে সুনে নহি ই বড় দায়॥
এহি মতে জুধ্য করিল রাজা।
বিনাসিলে সব গৌড়ের প্রজা॥

ইতি জুধ্যায়॥*॥

পয়ার॥

এহি মতে রাঙ্গামাটী হইল সুস্তির।
পালিলেক প্রজা সব সেই মহাবির॥
আচেঙ্গে হইল রাজা তাহার তনয়।
খিচোঙ্গফা নামে রাজা তার পরে হয়॥
ডাঙ্গরফা নামে তার পুত্র হৈল রাজা।
নানা স্থানে নানা পুরি কৈল মহাতেজা॥
অষ্টাদস পুত্র হৈল সে রাজার ঘরে।
মনেত ভাবিল রাজা রার্য্য দিব কারে॥
প্রকৃতি রিতিতে ভাল সর্ব্ব ছোট জন।
রাজা মনে করে হৈব রার্য্যের ভাজন॥
আর সপ্তদস পুত্র সাক্ষ্যাতে থাকিতে।
কি মতে উচিত হএ তাকে রার্য্য দিতে॥
তবে সেই মহিপালে করে এহি কাজ।
সপ্তদস অংস করি দিল নিজ রায্য॥
রাজাফা নামে ছিল পুত্রের প্রধান।
রাজনগবেত রাজা কৈল তার স্থান॥
আচঙ্গ রাজা কৈল কনিষ্ঠ তাহার।
একজন গেল কাইচরাঙ্গ মাঝার॥
তারকস্থানেত অন্য করিল রাজন।
বিসালগড়েত রাজা কৈল পরজন॥
খুটীমুড়া পাইল অন্য রাজার নন্দন।
তাহার কনিষ্ঠজন পুত্রেতে অবর।
লাকিবাড়ি স্থল দিল ত্রিপুর ইশ্বর॥
আগরফা পুত্রেরে রাজা আঘরতলা দিল।
মধুগ্রামে অন্য পুত্র নৃপতি হইল॥
থানাংচি ঠাইতে রাজা হৈল অন্যজন।
না মানিল লোকে তারে অন্যায় কারণ॥
নোমাই নামেতে তান অন্য পুত্র ছিল।
বরগলের সিমা করি তাকে রাজা কৈল॥
তৈলারুগ স্থানে দিল আর একজন।

ধুপাপথের রৈল এক নৃপতি নন্দন ॥
আঁর এক পুত্র দিল মণিপুর স্থানে।
সতর পুত্রেরে রার্য্য দিলেক প্রমানে ॥
পৃতি করিবার রাজা গৌড়েস্বর সঙ্গে।
ছোট পুত্র পাঠাইল লোক দিযা রঙ্গে ॥
নানা তির্থ দেখিবেক আমার তনয়।
গঙ্গাজল স্নানদানে হবে পুণ্যচয় ॥
তান সঙ্গে দিল ছুই সহস্র সেনাপতি।
রত্নফা নামেত পুত্র পাঠাইল নৃপতি ॥
তান মাতৃ মন ছুঃখে কান্দিল বিস্তর।
সেই কথা করে গাথা গীত হৈল পব ॥
কথ দিনে তথা গেল নৃপতি নন্দন।
গৌড়েস্বরে বহুমান করিল আপন ॥
সভাতে সন্মান বহু পাত্র দিনে ২।
নিজ রার্ধ্য সমাচার জিজ্ঞাসে আপনে ॥
সক্র মিত্র সে সভাতে অনেক আছিল।
রাজপুত্ররিতী দেখি সবে তুষ্ট হৈল ॥
গৌড়েস্বরে জানে বড় রাজার কুমার।
জেন মতে সুনিআছে জসের প্রকার ॥
বহু দেস অধিকারি আমার সমান।
ই বলিয়া গৌড়েস্বরে করে বহু মান ॥
আপনার পুত্রমত তাকে দয়া করে।
এহি মতে রহিলেক রাজার কুমারে ॥
আর দিন জিজ্ঞাসিল গৌড় অধিপতি।
সরির স্নক্ষতা কেনে তোমার সম্প্রতি।
ভোজন করিতে বুজি কিছ নহি মিলে।
ই বলিয়া নানামত দ্রব্য তারে দিলে ॥
দেসেতে জাইতে মনে আছে কহ মুর তরে।
তোমার মনের কথা কহত সত্তরে ॥
তবে রাজপুত্রে কহে আপনার কথা।
নিজ রার্য্য নিরংসি করিল মোরে পিতা ॥
ই কথা সুনিয়া রাজা গৌড়েস্বরে পুছে।
আমা হতে কিবা কাজ হৈতে তোমা আছে ॥
আমার সকল সন্য দিব তোমা সাথে।
রাজা হয গীয়া তোমি আপনা রাখ্যেতে ॥
তাহাতে সম্মর্ত্ত হৈল রাজার কুমার।
গৌড়পতি সঙ্গে দিল কটক অপার ॥
বত্নফা বাজার পুত্র রার্য্য লইতে চলে।
আমির খাঁ গড়েতে আসি কত দিনে মিলে ॥
গড় মারি রাঙ্গামাটী জিনিযা লইল।
ডাঙ্গরফা নৃপতি তবে পর্বতেত গেল ॥
তান পাছে ২ পুত্র সবে দিল ভঙ্গ।
গৌড়েব কটক সব দেখিযা তরঙ্গ ॥
থানাংচি পর্ব্বতে রাজা কালে বস হৈল
সপ্তদস ভ্রাত্রি পুনি ধবিযা আনিল ॥
ভ্রাতৃ সব করিলেক আপনার বস।
সর্ব্ব রার্য্যকত্তা নিজে হইল বিসেষ ॥
এহি মতে রাষ্যসব অধিকার করি।
পুনরপি গেল গৌড়েস্বরের নগরি ॥
বড় ২ হস্তি ধরি নিল নানা জাতি।
দেখিযা সন্তোস হৈল গৌড় অধিপতি।
বড় রাজপুত্র এহি ইহা মনে হৈল।
আপনে গৌড়ের পতি পসংশা করিল ॥
রত্নফা নাম তার পিতা রাখিছিল
রত্নমানিক্য নাম গৌড়েস্বরে কৈল ॥
সে হতে মানিক্য নাম ধরে ত্রিপুরেস।
বিদায হইয়া রাজা চলে নিজ দেস ॥
দেসেত আসিল জদি রাজার কুমার।
প্রজা সকলের হৈল আনন্দ অপার।
রত্নমানিক্য রাজা সুখে ভোগে রার্জ্য।

দান ধর্ম্ম পুর্ব্বমত করে নানা কাজ ।।*।।

ইতি রত্নমানিক্য রার্য্য লাভ ।।

ধর্ম্ম মতি হইলেক সেই নৃপবর ।
রামকৃষ্ণ নারায়ণ জপে নিরন্তর ।।
হস্তি ঘোড়া হইল মিলিল সব্ব কুকি ।
তাহান রার্য্যের লোক সর্ব্ব হৈল সুখী ।।
চৌগাম খেলাতে বড় ছিল নৃপমণি ।
খেলার প্রসঙ্গ কিছ কহিব কাহিনি ।।
খেলার স্থানেত জাইয়া নৃপতি আপনে ।
সেই স্থান মধ্যে করে ধ্বজ আরোপণে ।।
ধ্বজেত কাপড়া সাজে মকমল চেলি ।
পণ মুদ্রা তাহাতে বান্দিছে কুতুহলি ।।
জে জনে জিনিতে পারে পাবে পণধন ।
ইহা বলি মহারাজ করিল ক্ষেপন ।।
রাজা আর প্রজা ই হইয়া দুই বল ।
জে গুটী আনিতে পারে সে হএ সবল ।।
এহাতে জিনিতে পুনি ঘোটক চাতুরি ।
কৌতুক দেখীছে কত নাগর নাগরী ।।
এহি মতে কত কাল রার্য্য ভোগ করি ।
কালে কলেবর তেজি চলে স্বর্গপুরি ।।
তাহার তনয় ছিল দুই সহোদব ।
নানা গুনে মণুহর পরম সুন্দর ।
পতাপ জেষ্ঠের নাম মু ১ট কণিষ্ঠ ।
রঙ্গে রঙ্গি দুই ভাই পরম বলিষ্ঠ ।।
মহারাজা পরলোক হইলেক জবে ।
দুরাচার প্রতাপ মাণিক্য হৈল তবে ।।
দস সেনাপতি তাকে মারে নিসাকালে ।
মুকুট মাণিক্য রাজা হইলেক ভালে ।।
বলবন্ত মুকুট মাণিক্য মহা বির

বহুদিন রার্য্য ভোগে হইয়া সুস্থির ।।
তাহার তনয় মহামানিক্য সুন্দর ।
ধর্ম্মেত পালিল রার্য্য অনেক বৎসর ।।
তাহার তনয় তোমি শ্রীধর্ম্ম মাণিক্য ।
রাজ বংস কথা তোমি সুনিলা অধিক ।।
ই সব কহিল জদি দুই দ্বিজবর ।
সুনিযা নিতান্ত তুষ্ট হৈল নরেস্বর ।
পুর্ব্বপুরূসের কথা সুনি আপনার ।
অসার জানিল রাজা সকল সংসার ।।
ধর্ম্ম বিনে পরে কেহ সঙ্গে নহি জাবে ।
অক্রিয়া সুক্রিয়া দুই কথা মাত্র রবে ।।
মনেত বিবেক রাজা ভাবিয়া বিস্তর ।
দুই দ্বিজ স্থানে জিজ্ঞাসেন নরেস্বর ।।
ত্রিলোচন নামে রাজা ত্রিপুরের কুলে ।
হবেনি তেমত রাজা দেখ সাস্ত্র বলে ।।
বানেস্বর সুক্রেস্বর দুই দ্বিজবর ।
রাজাকথা সুনি তারা দিলেক উত্তর ।।
জে বলিলা নৃপমনি কহি সাস্ত্র বলে ।
এক মহারাজা হবে ত্রিপুরার কুলে ।।
হরগৌরী সংবাদেত কহিছে সঙ্করে ।
রাজমালিকাতে আছে সুন নৃপবরে ।।
ই বলিয়া দুই দ্বিজে পুস্তক আনিল ।
হরগৌরী সম্বাদেত প্রমাণ জানাইল ।।
জানে পুস্তকে রাজা দেখিল প্রমাণ ।
তবে সত্তকথা জানিলেন গুনবান ।।
রাজাকে পুনশ্চ বলে দুই দ্বিজবর ।
কল্যাণ মাণিক্য হবে গুনের সাগর ।।
কতকাল পরে সে জন্মিয়া এই কুলে ।
বহু রার্য্য সাসিবেক নিজ বাহু বলে ।।
সঙ্গ্য ধর্য্য হইবেক ত্রিলোচন সম ।

করিবে অনেক জুদ্ধ অনেক বিক্রম ॥
ই কথা সুনিয়া রাজা বিস্মিত হইল।
গোবিন্দ চরণ জোগে চিত্ত সমর্পিল ॥
সেই রাজা মনে কৈল ধর্ম্ম মাত্র সার।
ইহা পরে জত কিছ জানিল অসার ॥
ভুমিদানের পুণ্যকথা সুনিয়া বিস্তার।
শুধীর ব্রাহ্মণ আনে দান জে দিবার ॥
ব্রাহ্মণ পুত্রেরে রাজা ভূমি কবে দান।
তাম্রপত্র করি দিল এহার প্রমাণ ॥
লিখীযা দিলেক রাজা ব্রাহ্মণের স্থানে।
তাম্রপত্র পাঠ বলি কর অবধানে ॥
চন্দ্রোবংসোদ্ভবো দাতা মহামাণিক্যজ স্বধী।
নাম্না শ্রীধর্ম্মমাণিক্যভূপো দাতব্যোযঃ ক্রিযানিধি
স্বন্যাকষ্টহরনেত্রৈকমিতে সাকে সংক্রমণে দিনে
ঊনত্রিংসদ্রোণমিতাং ভূমি বিপ্রবস্বেষঃ ॥
মদবংশপ্রভবো বান্যোয়ং কশ্চিতৎ নৃপতি ভবেত
তস্য দাযস্য দাসোহং মতকৃতেঃ পালকস্যচ ॥
তদবদি সেই ভূমি ভোগিল ব্রাহ্মণ।
ধর্ম্মসাগব দিল সেই মহাজন ॥
এহিরূপে মহারাজা শ্রীধম্মমানিক্য।
করিল জতে [কি] ধর্ম্ম কহিতে অসক্ষ্য ॥
পুর্ব্বে জত লিখীছিল ত্রিপুর ভাসাতে।
পযার করিল গাথা সকলে বুজিতে ॥
সভাসাতে ধর্ম্মরাজা রাজমালা কৈল।
পুর্ব্বপুরুসের নাম পুস্তকে লিখীল ॥
অমর মাণিক্য নাম নৃপতি আছিল।
ত্রিপুরবংসের কথা তৎপর সুনিল ॥
শ্রীধর্ম্মমানিক্য ছিল ত্রিপুর সন্ততি।
রাজবংস বিস্তারিছে রাজমালা পুথী ॥
পুস্তক লিখাইছে তেণি পুর্ব্ব রাজার কথা।
তান পরে রাজা সব না হইছে গাঁথা ॥
অমর মাণিক্য রাজা স্থির কৃরি মন।
জিজ্ঞাসা উচিত রণচতুর নারায়ণ ॥
একসত পঞ্চবর্ষ বয়স তুহার।
স্থিরমতি গুনবন্ত ধর্য্যতা অপার ॥
শুন ২ বলি রণচতুর নারায়ণ।
রাজবংস কথা কিছ কহত আপন ॥
বযসে বিসিষ্ট বট ত্রিপুরসন্ততি।
তোমি জান ভাল পুর্ব্ব রাজাগণ নিতি ॥
শ্রীধর্ম্মমানিক্য পবে জত বাজা হৈল।
জে রূপে সে রাজা সবে প্রজাকে পালিল ॥
কোন রাজা কিবা কর্ম্ম করিল তখন।
কহত সে শব কথা সুনিব অখন ॥
নৃপতিব বচনে কহন্ত সেনাপতি।
পুর্ব্বেব প্রসঙ্গ বলি সুন মহামতি ॥
শ্রীধর্ম্মমানিক্যাবধি জত রাজা হৈল।
অনুক্রমে সেনাপতি সকল কহিল ॥
চন্দ্রবংসে ছিল মহামাণিক্য নবেস্বর।
তাহার তনয হৈল পঞ্চ সহোধর ॥
বড় পুত্র তির্থে গেল সন্যাসি হইয়া।
উদাসিন সঙ্গে চলে রাজপুত্র হইযা ॥
নানা স্থানে নানাতির্থ রাজপুত্রে কৈল।
বারাণসি ক্ষেত্রে জাইযা সুস্থিব হইল ॥
একদিন বৃক্ষমুলে সুখে নিদ্রা জাএ।
সর্পে ফনা আস্রাদিল তাহার মাথাএ ॥
কৌতুক নামেত এক কনজ ব্রাহ্মণ।
সস্ত্রিক লইযা করে কাসির সেবন ॥
সর্পে ফনা ধরিআছে সন্যাসি উপরে।
ত্রস্ত হৈয়া জাগাইল সেই দ্বিজবরে ॥
বিপ্রে জিজ্ঞাসিল তোমি কোন দেসি লোক।

তোমার ই বেসে মোর মনে হএ শোক ।।
সন্ন্যাসি বলিল আমী জাতিতে ত্রিপুর ।
অগ্নি কোণে রার্য্য মোর বঠে বহু দুর ।।
ব্রাহ্মণে বলেন তোমি হৈবা মহারাজা ।
রাজা হৈয়া দেসে জাইয়া রাখ নিজ প্রজা ।।
ই কথা স্থনিয়া তবে হাসিয়া ইঙ্গিতে ।
জিজ্ঞাসিল আপনে কি জাইবা ম্র সাতে ।।
কৌতুক ব্রাহ্মণে বলে জাইব তোমা সঙ্গে ।
রাঙ্গামাটী থাকিব সম্রিক হইয়া রঙ্গে ।।
সত্য কৈল ব্রাহ্মণে রাজাকে দিব্য দিল ।
বিস্বেস্বর পুজা পরে বাসাতে চলিল ।।
এমত সমএ তথা ত্রিপুরার প্রজা ।
সন্ন্যাসি আনিতে গেছে করিবারে রাজা ।।
বারানসি স্থানে লোক গেলেক জখন ।
কৌতুক ব্রাহ্মণ সঙ্গে হইল মিলন ।।
রাজপুত্রে ধরিআছে সন্ন্যাসির রূপ ।
দেখিয়া দেসের লোক হইল বিরূপ ।।
নমস্কার করি কহে স্থন মহারাজ ।
রাজা হৈতে দেসে চল এথা নাহি কাজ ।।
তোমার জনক মহামানিক্য নৃপবর ।
সিতলবেন্ধে তে রাজা তেজে কলেবর ।।
দেসে আছে তোমার জতেক সহোদর ।
সেনাপতি না মানে না করে নরেস্বর ।।
দস সেনাপতি মধ্যে রাজা হৈতে চাএ ।
না মানে কাহারে কেহ প্রাণভয় পাএ ।।
পাত্র মিত্র সকলে তোমারে রাজি হয ।
পাঠাইব আমি সব স্থন মহাসয় ।।
সিঘ্র চল রাজা হৈতে স্থন্য হৈছে দেষ ।
বিলম্বের নাহি কাজ কহিল বিসেষ ।।
এহা স্থনি রাজপুত্র চলিলেক রঙ্গে ।
কৌতুকাদি অষ্ঠ বিপ্র লইলেক সঙ্গে ।।
কত দিনে মিলে আসি দেসের নিকট ।
সর্ব্ব পাত্র মন্ত্রি চলে লইযা কটক ।।
রাজপুত্র আগু হইয়া নিতে আইল সব ।
নানা বাদ্য নানাজন্ত্রে হইল স্থরব ।।
পঞ্চ সহোদরে করে প্রতি আলিঙ্গন ।
পদধুলি মাথে লৈল সেনাপতিগণ ।।
শুভ দিন স্থভক্ষণে করিলেক রাজা ।
পরম সন্তোষে থাকে তান নিজ প্রজা ।।
কালাফা গগন খাঁ ডোঙ্গ হামথুম ।
আমাত্য হইল তারা অতুল বিক্রম ।।
তের স আসি সকে শ্রীধর্ম্মমাণিক্য ।
রূপে গুণে শুচি রিতি কহিতে অসক্ষ ।।
করিল অনেক ধর্ম্ম সেই নৃপবরে ।
দেখিয়া সে সব ধর্ম্ম লোকে শিক্ষা করে ।।
সেনাপতি সবে কহে নিজ নিবেদন ।
তোমাতে কহিল রাজা ই সব কথন ।।
কাল বসে সিতলাছলে হইয়া জ্বরি ।
শ্রীধর্ম্মমাণিক্য রাজা গেল স্বর্গপুরি ।।
ধন্য আর প্রতাপ ছিল রাজার তনয ।
পরম স্থন্দর রূপ দুই মহাসয় ।।
প্রতাপমানিক্য রাজপুত্র রাজা হয় ।
দুরাচার দেখি তাকে মন্ত্রি করে ক্ষয় ।।
মহাবলবন্ত দেখি দিবসে না মারে ।
রাত্রি জোগে সবে মিলি মারে দুরাচারে ।।
এহি ভএ ধন্য তবে গেল পলাইয়া ।
পুরহিত স্থানে কহে বিনয় করিয়া ।।
আমাকে মারিতে সবে করে অনুমান ।
অতএব আসিআছি তোমা বিদ্যমান ।।
আপনার ঘরে আমি দায হইয়া রৈব ।

সেই স্থানে না জাইব রাজা নহি হৈব ॥
এগার বৎসর হৈছে আমার বয়স।
আমারে মারিলে তোমার হৈব অপজস ॥
তাহা সুনি পুরহিতে কহে বারেবার।
রাজা হইবা তোমি সুন তত্ত্ব সার ॥
পুরহিত ঘরে ধন্য রহে পলাইয়া।
রাজা করিবারে সবে চাহে বিচারিয়া ॥
এথা অরাজ্যক হৈল বিস্তর কুরিতে ॥
ধন্যকে লুকাইয়া রাখে রাজ পুরহিতে ॥
পরপর রাজা হইতে চাহে সেনাপতি।
না মানে কাহারে কেহ হইল অনীতি ॥
শ্রেষ্ঠ সেনাপতি তবে মনেত ভাবিয়া।
আপনা বিদয় মাঝে ভাবনা করিয়া ॥
ধন্য নামে আছে আর নৃপতি নন্দন।
তাহাকে করিব রাজা করি সুভক্ষণ ॥
ধাত্রিকে জিজ্ঞাসা করে রাজপুত্র কথা।
রাজা করিব তানে কহিল সর্ব্বথা ॥
তাহাকে আনিয়া দেহ রাজা করিবারে।
শুভক্ষণে সুভযোগে রাজা করি তারে ॥
ই কথা সুনিয়া ধাত্র বড় ভয় পাইল।
মারিবারে চাহে করি ভয় না কহিল ॥
আমি ত না জানি ধন্য গেল কোন ঠাই।
জদি সত্য কর তবে বিচারিয়া চাই ॥
সত্য করে সেনাপতি ধাতৃর গোচর।
বলিল সে আছে বলি পুরহিতের ঘর ॥
তবে দস সেনাপতি সন্য সর্জ্জ করি।
ধন্যকে আনিয়া করে দেস অধিকারি ॥
সকল চলিয়া গেল পুরহিত স্থান।
ধন্যকে আনিয়া দেহ সভা বিদ্যমান ॥
পুরহিতে এহি বাক্য সুনিয়া তাহার।
ধন্যকে আনিতে জাহে সভার মাঝার ॥
কাতর হইয়া ধন্যে করে নিবেদন।
রাজা আমি না হইব সুন সর্ব্বজন ॥
পুরহিতে কহে সত্য করাইছি আমি।
মনে ভয় না করিয় রাজা হয় তোমি ॥
তবে সেই রাজপুত্র হস্তে ধরি আনে।
পুরোহিতে আনিলেক সভা বিদ্যমানে ॥
ধন্যকে দেখীয়া তবে সর্ব্ব সেনাপতি।
প্রণাম করিল তানে জানিয়া নৃপতি ॥
দুরাচার হেতু তোমার ভাইকে মারিল।
রাজা করিবার তরে তোমা নিতে আইল ॥
তোমার পৈতৃক ধর্ম্ম স্মরিয়া আপনে।
রাখিবা সকল লোক জার জেই মানে ॥
পাত্র মন্ত্রি সবে শুভ দিন সুভক্ষণে।
রাজা করি তাহারে বৈসাইল সিংহাসনে ॥
তান অধিকারে লোক ধন্য হৈয়া রয়।
সেই হতে শ্রীধন্য মানিক্য নাম হয় ॥
বড় সেনাপতিতে দিল আপনার কন্যা।
মহেশী কমলা নাম ক্ষিতি তলে ধন্যা ॥
নানা দেসে নানা স্থান করিল নির্ম্মাণ।
বহু ধর্ম্ম কৈল ধন্যে নানা বিধি দান ॥
কত কহিতে পারি ধন্যদেবের কাহিনি।
নিজ ধনচয় দিছে জত পুষ্করিণি ॥
বিষ্ণু সম্প্রদান কৈল কমলা পুণ্যবতি।
কমলা সাগর বলি লোকে করে ক্ষ্যাতি ॥
কমলা সাগর তাকে জানিবা নিশ্চয়।
তৃণ নহি হএ জলে পরিপুন্ন রয় ॥
কমলা জতেক পুণ্য করিল ভোবনে।
তাহা কে বলিতে পারে আছে কোন জনে ॥*॥

ইতি ধন্যমানিক্য রাজোধ্যায় ॥

শ্রীধন্য মানিক্য রাজা কমলার পতি।
বৎসরেক এহিরূপে পালিলেক ক্ষিতি ॥
সেনাপতি সকলের অনুমতি বিনে।
কার্য্যমাত্র না করএ রাজা কোন দিনে ॥
এমতে বৎসর সেষ হইলেক জবে।
পুরোহিত সঙ্গে রাজা জুক্তি করে তবে ॥
সেনাপতি সকলের সন্য বহুতর।
রাজা মাত্র হইছি নিজে নাহিক দোসর ॥
পঞ্চ সহস্র কেহ দ্বিগুন পাইল।
সেনাপতি সবে অংস করি নিল ॥
ত্রিলোচন রাজা হতে বটে এহি ধারা।
জে রাজা ভাঙ্গিতে চাহে মারে সর্ব্বে তারা ॥
আপনা ইৎসাএ সবে রাজা করে মুরে।
এহাকে দেখিয়া মুর রিদয় অস্থিরে ॥
কটক সকল জদি হএ নিজ বসে।
তবে সেনাপতি হবে দুর্ব্বল বিসেশে ॥
অখনে বলেত পারি কটক আনিতে।
না জানি কিমত হয়ে পাছে বিপরিতে ॥
কোলাহল কি কারণে বাড়াইয়া চাই।
নৌখ ছেদে ত্রিন মাঝে কুঠার বসাই ॥
সুন পুরহিত মুর এহি নিবেদন।
নানা ভাবনাতে আমি স্থির কৈল মন ॥
মল্লবিদ্যা অভ্যাস করিব নির্য্যানেতে।
রাজা রুগী হইয়াছে কহ সকলেতে ॥
পুরহিতে বলে রাজা ভাল জুক্তি বঠে।
ইহা হতে অধিক মন্ত্রণা নহি ঘটে ॥
ধন দিয়া প্রীত করে পরিজন লোকে।
তিন মাস থাকে রাজা হইয়া পিড়া দুঃখে ॥
পীড়া হৈছে নৃপতি বলয়ে সর্ব্বলোকে।
সেনাপতি জত আইসে দ্বারে বসি থাকে ॥

রাজকাজ করহে প্রধান সেনাপতি ॥
মল্লবিদ্যা সিখএ নির্য্যনে নরপতি।
আপনা পত্নির সঙ্গে দেখা নহি আছে।
তান পিতা সেনাপতি কন্যাকে জিজ্ঞাসে ॥
আর দিন সেনাপতি কন্যাকে জিজ্ঞাসে ॥
কহত রাজার পিড়া কেমত হইছে ॥
কন্যা বলে আমি তানে না দেখি বিস্তর।
নির্য্যনে থাকেন রাজা আপনার ঘর ॥
সেনাপতি জানিলেক পিড়া বড় হৈল।
রাজাকে দেখিবার তরে দ্বিজেতে কহিল ॥
ই কথা সুনিয়া দ্বিজে রাজাতে কহিল।
রাজা বড় দুক্ষ পাইছে ই কথা কহিল ॥
ই কথা সুনিয়া রাজা দ্বিজ পাযে চলে।
দুইজনে মন্ত্রণা করে বসিয়া বিরলে ॥
তবে পরিজন লোক ডাকিয়া আনিল।
সংকেত বলিয়া তাকে দ্বারেত রাখিল ॥
জখনে কহিব আমি ইঙ্গিত আকার।
খড়্গ দিআ সিরছেদ করিবা তাহার ॥
ই বলিয়া দ্বারে ২ রাখে পরিজন।
রাত্রি প্রাতে আইল সর্ব্ব সেনাপতিগণ ॥
দস সেনাপতি আইল রাজা দেখিবারে।
পুরহিতে নিয়া চলে রাজার গোচরে ॥
মল্লবিদ্যা অভ্যাসেতে হইছে সুঠাম।
দেখি সেনাপতিগণে করিল প্রণাম ॥
মধুর কথাএ রাজা বিদায় করিল।
সর্ব্বতুষ্ট সেনাপতি গৃহেত চলিল ॥
ইঙ্গিত করিল রাজা নমস্কার কালে।
খড়্গ দিয়া পরিজনে মস্তক ছেদিলে ॥
মৃতা কলেবর তবে করিল অন্তর।
পুত্র পৌত্র মারিয়া লোটীল সর্ব্ব ঘর ॥

সেনাপতি মারি সব সেই মহিপালে।
সকল কটক পুনি আপণা করিলে॥
বারকুড়ি সেনাপতির মুদি তার নাম।
এহিরূপে সেনা সব করে গুনধাম ।।
হইল বিস্তর মৃদি নাহিক গণনা।
তদবধি রাজাবস হৈল সর্ব্ব সেনা ।।
তবে সেই মহারাজা ভাবি নিজ মনে।
বড়ুয়া বলিয়া নাম রাখে সে রাজনে ।।
অল্প ধন অল্প জন সেনাপতি হৈলে।
রাজ আজ্ঞা অণুসারে জথা তথা চলে ।।
এহি মতে সর্ব্বলোক করে নিজ বস।
শ্রীধন্য মাণিক্য রাজা পালে নিজ দেষ ।।
ইতি দুর্জ্জখণ্ডে স্ববিক্রম অধ্যায ।।*।।
কালক্রম মহারাজ বলবন্ত হৈল।
বঙ্গ অধিপতি হৈব মনে ইহা কৈল ।।
গঙ্গামণ্ডল পাটীকাবা মেহেরকুল নাম।
কৈলাসহর বেজোড়া আদি ভানুগাছ গ্রাম ।।
বিষ্ণুজুড়ি লাঙ্গলা জিনিল অনুক্রমে।
জিনিল ইসব দেস আপনা বিক্রমে ।।
বরদাখাত আছিল গৌড়ের অধিকারে।
নিজ বাহুবলে রাজা জিনিল তাহারে ।।
প্রতাপ রায় নামে তার জমিদার ছিল।
গৌড়েতে না মিলে সেই আইসে নিজ দল ।।
এহিরূপে নানা দেস জিনিল সকল।
নিজ ছত্র তলে তাকে না মিলে খণ্ডল ।।
তবে রাজা সন্য দিয়া বৈসাইল থানা।
লস্কর করিল রাজা নিজ এক জনা ।।
আমল করিয়া জদি সর্ব্ব সন্য আইল।
খণ্ডলের লোকে তবে লস্কর ধরিল ।।
গৌড় রার্য্যে লৈয়া চলে বান্দিয়া তাহারে।
কতদিনে দিল নিয়া গৌড় অধিকারে।
হস্তিতে মারিতে আজ্ঞা করে গৌড়েস্বরে।
তাহাকে মারিতে নিছে বান্দিয়া জিঞ্জিলে ।।
লস্করে জানিল তার মরণ নিশ্চয়।
একজনের হাত হনে খড়গ কাড়ি লয ।।
মারিল বিংসতি জন বিক্রম করিয়া।
মাহুতে টুয়াইল হস্তি অঙ্কুস মারিয়া॥
হস্তিহস্ত খড়েগ কাটে মারে তরয়ার।
ভঙ্গ দিল সেই গজে করিয়া চিৎকার ।।
আর মহামত্ত গজ দিল টুয়াইয়া॥
দন্তেতে মারিল চোট বিক্রম করিয়া ।।
ধন্য ২ বলি তাকে কহে সর্ব্বলোকে।
এমত বিক্রম লোক পর্ব্বতেত থাকে ।।
আর চোট মারিতে খড়গ ভাঙ্গি গেল।
পাড়িয়া হস্তির হাতে পরাণ তেজিল ।।
ই কথা স্তনিয়া পরে বলে গৌড়েস্বর।
আপনার কর্ম্মদোষে সেখানে মরিল ।।
শ্রীধন্য মাণিক্য রাজা ই কথা স্তুনিল।
অগ্নিসম হইয়া ক্রোধ জলিতে লাগীল।
রাইকছাগ সেনাপতি পাঠাইয়া দিল।
খণ্ডলের লোক তবে আসিয়া মিলিল ।।
খণ্ডল দেসেত ছিল দ্বাদস বসিক।
রাজার সাক্ষাতে নিল করিয়া রসিক॥
একদিন বলে রাজা রসিকের স্থানে॥
কালি তোমি সব আইস আমা বিদ্যমানে ।।
সংকেত সিখাইল রাজা সব ত্রিপুরাকে।
মারিতে কহিল রাজা সবে একে ২ ।।
মিত্রতা করিতে আমি বলিব জখনে।
তোমরা তারার সির কাটীবা তখনে ।।
আমিহ কাটীব তবে প্রধান বসিক।

আগে বসাইব মান্য করিয়া অধিক ॥
ই সব মন্ত্রনা স্তুনি রাজসন্যগণে।
সুসর্য্য হইয়া আইল আপনার মনে ॥
বসিক সকল আইল রাজা ভেটীবাবে।
সঙ্গে দুই হাজাব সেনা লৈয়া ধণু সবে ॥
বসিযাছে মহাবাজা সিংহাসন পবে।
বসিক সকল নিয়া বৈসাইল উপরে।
এক ২ ত্রিপুবেত এক বঙ্গজন।
পংক্তিক্রমে দাড়াইল বন্ধুতা কাবণ ॥
বাজআজ্ঞা অণুসারে দাড়াইল গিয়া।
ইসাবাতে কৈল সেলাম বাড দিযা ॥
প্রণাম কবিতে বসিক মস্তক লামায।
সেহ কালে মারণেব সময জে পাএ ॥
প্রধানকে নরপতি আগে দিল কাটা।
পবেতে ত্রিপুরে কাটে জাব জেই বাঁটা ॥
এহি মতে নাস কৈল খণ্ডলেব প্রজা।
সসন্যে খণ্ডল দেসে গেল মহাবাজা ॥
লুটীযা কাড়িয়া সব নির্দ্ধন কবিল।
তবে সে খণ্ডল দেস আপণা হইল ॥
দেসে আইসে ধর্ম্মবাজ ধর্ম্মে কবে নিষ্ঠা।
মঠ দিযা ধন্য সাগব কবিল প্রতিষ্ঠা ॥

ইতি উত্তর খণ্ডে বিজই ধন্যমাণিক্য
বিজোযধ্যায ॥৯॥

দুই বর্ষে সমাপন হইলে সাগঁর।
প্রতিষ্ঠা কালেত করে দান বহুতর ॥
ভূম্যাদি সোড়স দান করিল বহুল।
ধন দিয়া বিভাহ করাইল বিপ্রকুল ॥
সাগরের চারি পাষে বৈসে নানা জাতি।
নানা রঙ্গে বাস করে হইয়া মনপ্রীতি ॥

শ্রীধন্য মাণিক্য বাজা বড়তি প্রবিণ।
এহি মতে আনন্দে বঞ্চিল কত দিন ॥
ডাঙ্গরফার কালাবধি থানাংচি নৃপতি।
না মিলে ত্রিপুব সঙ্গে হইযা জাতি জ্ঞাতি ॥
থানাংচিব এক হস্তি ধবল আছিল।
হেডম্ব নৃপতি তারে মাগীযা পাঠাইল ॥
দূতে আসি কহিল আমাকে হস্ত দেয।
পাতৃব সেবক হৈলে মোব সেবক হয ॥
ইহা স্তুনি রুষ্ট হৈল থানাংচি নৃপতি।
তোব ভাইকে মিলি আমি সহজে পিবিতী ॥
সেবক হইব কেনে দূত দূবে চল।
জুদ্ধ কবি নেহ হস্তি জদি থাকে বল ॥
ই কথা স্তুনিযা হেডম্বেব পতি বোষে।
বেডিযা বহিল থানাংচিব চাবি পাষে ॥
ত্রিপুবেব দূতে আসি কহিলেক তাকে।
আমাকে না দিআ হস্তি দেহত ভ্রাতৃকে ॥
ইহা স্তুনি থানাংচি নৃপতি বলে তবে।
হেডম্ব ত্রিপুবে নিবা আমি মবি জবে ॥
একত্রবে সেই স্থান মধ্য পর্ব্বতেতে।
বহুজত্ন কাবলেক না পাবে লংহিতে ॥
ছয মাস থাকিযা হেড়ম্ব ফিবি চলে।
তথাপিহ থানাংচি ত্রিপুবে নহি মিলে ॥
কুকিহ আসিতে নারে তাহার কারণ।
আসিতে পথেত লুটে কুকিব জে জন ॥
শ্রীধন্য মাণিক্য রাজা বুদ্ধিতে অপার।
রাইকছাগ পাঠাইল তাকে মারিবার ॥
দস হাজার সেনা নৃপে দিল তার সঙ্গে।
রাইকছাগ সেনাপতি চলিলেক রঙ্গে ॥
সুভক্ষণে সেনাপতি প্রস্তান কবিল।
কতদিনে গীযা থানাংচিতে উত্তরিল ॥

দুতে গিয়া কহিলেক রাজাকে মিলিতে।
না মিলীল থানাংচি নৃপতি গনয়েতে ।।
আষ্ট মাস রহে সবে তাহাকে বেড়িয়া।
কোঠের উপরে লংঘিতে নারে জাইয়া ।।
চতুর্দ্দিগে গড় বড় না পারে লংঘিতে।
করিল বিসম গড় পাথর পর্ব্বতে ।।
কুড়ি ২ দুই কুড়ি দ্বারে থাকে সদা।
মধপানে গীত গানে গবেশীব কদা ।।
মদেতে মাথিয়া থাকে গড়ের উপর।
ক্রোধ হইয়া সেনাপতি ভাঙ্গিলেক গড় ।।
সেনাপতি রাজকাজে হইল কাতর।
বুদ্ধি স্থির নহে সেই লজ্ঘীবেক গড় ।।
কাতর দেখিয়া তাকে জগত জননি।
প্রসন্ন হইয়া স্বপ্ন কহিল আপনি ।।
কাতর হইয়াছ কেনে সেনাপতি তোমি।
ত্রিপুর রাজার কাজে বেস্ত আছি আমি ।।
কহিএ তোমারে আমি স্তন উপদেস ।।
পর্ব্বতগুহাতে আছি গুধিকার বেস ।।
সেই জে গুধিকা তারে ধরিব বিসেষে।
বান্দিবা বহুল বেত্র তার কটীদেষে ।।
তবে ছাড়িয়া দিবা উঠিতে পর্ব্বতে।
বেত্র ধরি তোমি সব জাবা সেই পথে ।।
এহি উপদেষ পাইয়া সেই মন্ত্রিবর।
আনন্দ সাগর মাঝে ডুবিল সত্বর।
সপ্ন দেখী সেনাপতি ভাঙ্গিল গুহাকা।
বিচারিয়া সেই স্থানে পাইল গুধিকা ।।
অষ্ট হস্ত পাষেতে দু হস্ত পরিমাণ।
বেত্র বন্দনেত তাথ করিল স্তপান ।।
ছাড়ি দিলেক তাতে গুধিকা চলি জায়ে।
দুই হাতে দুরে গেলে আর বেত্র জুয়ায়ে ।।

এহিরূপে চলে গোধা গড়ের উপর।
টানিয়া জানিল তাকে হৈল দ্রিড়তর ।।
দ্বারে ছিল জত লোক মদ্ধপানে ভোলা।
চারিদিগে বাত্তা নহি করে করি হেলা ।।
রাত্রিজোগে জধ্যা সবে খড়গ অস্ত্র ধরে।
বেত্রধন্থ চড়ে জাইয়া গড়ের উপরে ।।
ঢালি সকলের ঢালে হৈল সন্দাময়।
গবয়ে ঘর্ষণ করে লোক সবে কয় ।।
সাহমতে আরোহিতে এজনির সেষ।
বাদ্য পুবসবে পরে কাটীল বিসেষ ।।
পুরুস আছিল যত প্রাণে না রাখিল।
কোটের উপরে রক্ত তরঙ্গ হইল।
নারি সব লুটীয়া লইল অলঙ্কার।
হেলা করি না মারিল মাত্র সিশুভার ।।
এহিক্রমে মারি তবে দৈসাহল খানা।
রাজনিতি রাখিয়া রহিল এাকজনা ।।
দুর্গাপুজা করে সেইস্থানে রাজা নামে।
বাজিল বহুল বাদ্য স্তনিতে শুঠামে ।।
সেনাপতি লোক ভেজে রাজার গোচর।
দবা দিল জতেক আছএ মণহর।
ই কথা শুনিয়া রাজা সন্তোসেতে মজে।
সেনাপতি মোর পুত্র বলে মহারাজে ।।
প্রসাদ পাঠাইল রাজা রাজ অভরণ।
পরে বাইকছাগ গেল কিরাত ভুবণ ।।
পুর্ব্বে গীয়া তবে সব কুকি মিলাইল।
দক্ষিনেত ছিমদেশ জিনিয়া লইল।
ছামুল দেসে সেনাপতি রহিলেক গীয়া।
ছাইমার ছাইরেম দুত পাঠাইয়া ।।
ছাথাচের থামাচের লাঙ্গডোঙ্গবাসি।
ছাথার স্তুলথা মারাংখল পুর্ব্বকুলবাসি ।।

ভেটীল সকল আসি লইয়া পুর্ব্বকুকি।
নানামত বস্তু লয়ে হইয়া বড শুখি ॥
সেনাপতি কহিলেক পুর্ব্বাপর কথা।
ত্রিপুরার প্রজা তোমি আছে এহি গাঁথা ॥
অধর্ম্ম করিলে তোরা লংঘী নিজ ধর্ম্ম।
সেই হেতু দুক্ষ পাইলে করিয়া অকর্ম্ম ॥
রাজস্য দিলে হএ দেবতার পূজা।
তবেত হইবা সুখি তোমি সব পজা ॥
ইহা জদি সেনাপতি তাহাকে কহিল।
দেবতা সাক্ষ্যাতে দিয়া সত্য বাক্য দিল।
রাজাকে না দিয়া ভেট আগে না খাইব।
জদি ইহা নহি করি সত্যভ্রষ্ট হৈব ॥
শিবালয় শুবড়াই থুঙ্গ সেই স্থানে ॥
উৎসব করিল তথা মিলি সর্ব্বজনে ॥
এহিমতে সেনাপতি সত্য করাইয়া।
রাজার গোচরে সব দিল পাঠাইয়া ॥
সুন্দর গবয় ছাগ খোঙ্গ কাংস থাল।
রক্ত কৃষ্ণ শুক্রবর্ণ সয়নি বিসাল ॥
সুগঠন পিকদান তাম্রের কঙ্কণ।
অগর্বাদি দেবদারু সুগন্দির গণ ॥
কিরাতের খড্গ আর পিত্তল বাঁসধারি।
উপাযণ পাঠাইয়া দিল সব দিয়া ভারি ॥
নানামত দব্য কত লইয়া বহুতর।
প্রণাম করিল গিয়া রাজার গোচর ॥
ভেট দেখী নরপতি সন্তোষ হইল।
সেনাপতির ভেদ কেহ রাজাতে কহিল।
দুই বৎসর হইল সেনাপতি গেল।
রাজা হবে বুজি ইহা ভাবি না যাসিল ॥
বড় যা লোকের কন্যা বিভাহ করিয়া।
সম্ভোগ করিছে তথা সুখেতে থাকিয়া ॥

ই কথা সুনিয়া রাজা উপহাস্য করে।
রাইচাগ পুত্র মোর অজ্ঞক্ত বল তারে ॥
পত্র পাঠাইল তথা রাইচাগ আসিতে।
বার্ত্তামাত্র সেনাপতি আসিল তুরিতে ॥
ছামুলেত লস্কর রাখিয়া একজন।
বহুতর ভেট লইয়া চলিল তখন ॥
কতদিনে রাজধানি উর্ত্তরিল গিয়া।
উপাযণ রাজার গোচরে দিল নিয়া ॥
বড তুষ্ট হইল দেখিয়া মহিপালে।
খলের বহুল নিন্দা করিল বহুলে ॥
রাজার গোচরে করে আপ্ত নিবেদন।
আমার ভেদ কিছু কহিছে দুর্জ্জন ॥
হাসিয়া নৃপতি আর বহুমান করে।
বস্ত্র পুষ্প হস্তি দিয়া পাঠাইল ঘরে ॥
বহুতর শ্রমে হইল রাজপুত্র সম।
দুই সেনাপতি রাইকচাক রাইকছম ॥

ইতি দ্বয়া খণ্ডে ধন্যমাণিক্য পুর্ব্ববাজ্য প্রাপ্তী ॥*॥

শ্রীধন্য মাণিক্য রাজা চাটীগ্রাম চলে।
চৌদ্দ স পাচত্রিস সকে নিজ বাহুবলে ॥
চাটীগাম বিজই বলি মোহর মারিল।
গৌড়েস্বরের সন্য সব ভঙ্গ দিয়া গেল ॥
হোসন সাহা গৌড়পতি ই কথা সুনিয়া।
গৌরাই মল্লিক ভেজে বহু সন্য দিয়া ॥
দ্বাদস বাঙ্গলা দিল মল্লিকের সাতে।
বহুল কট[কি] দিল নিজে ছিল জাতে ॥
বহুতর তরিবর গোমতি কারণ।
গজ বাজি বহু সাজে করিবারে রণ ॥
সাহফ মেহেরকুল আসিলেক বল।
গজ কাছে বড় নাচে পাইয়া রঙ্গস্থল ॥

কোট ফাটে চোট মারে হইয়া আনন্দ ।
রাজার প্রেজার মাঝে হৈল নিরানন্দ ॥
সার মারে ধারে কারে পড়ে রাজসেনা ।
চলে বলে দলে করে চণ্ডিগড় থানা ॥
পাছে ২ কাছে ২ গেল গৌড় সেনা ।
গোড়াই ভেড়াই হৈল না মারিযা থানা ॥
ছিল খোজা দিলে বোজা বন্দিতে গোমতি ।
কাটে মাটী পরিপাটী জত্ন পাইতে অতি ॥
মনে করে চান্দ ধরে জক্তি কৈলে সারা ।
ছিল নদি দিলে বিধি মরিবে ত্রিপুরা ॥
তিন দিন মতিহিন রাহিল গোমতি ।
চারি দিনে ভাঙ্গিয়া চলয়ে বেগবতি ॥
পাঠান স্থঠান নহে চাবুক লইয়া ।
বারে ২ মারিবারে কর্কস বলিয়া ॥
শুদ্ধ রোস ভর সেষে পাঠান বর্ব্বর ।
রঙ্গে নদি ভাঙ্গে বিধি কাঁপে থরথর ॥
এত স্থনি নৃপমণি হইয়া বিস্ময় ।
মারে ধরে মনে করে সরিবে না সয় ॥
রাখে পজা ডাকে রাজা গুরু পুরহিত ।
অরি তরে অবিচারে কার্য্য কর নিত ॥
পরে তরে অবিচারে করিতে লাগিল ।
গুরুস্থতে বিধিমতে কর্ম্ম আরম্ভিল ।
সপ্ত দিবা গুপ্ত কিবা মণ্ডপে রহিল ॥
জজ্ঞ সেষে কুণ্ডদেসে চণ্ডাল কাটীল ॥
রায়বারে করে করে চণ্ডালের মাথা ।
মলিক হলিক জথা গড়ে নিয়া তথা ॥
সর্ব্বরিতে বর্ব্বরে জে পাহে মহাভয় ।
নাসিল আসিল রাজসন্য এহি কয় ॥
রব উঠে সব লুটে গোরাই ভাঙ্গিল ।
ছাড়ি কাজে বড় লাজে দুরেত নাসিল ॥

কাপুরুস না পৌরস তারে বেহ করে ।
স্থনিয়া ঘুলিযা গৌড়পতি নিলে তারে ॥
কহিল সরির জেন তেন তিরস্কার ।
হইল রহিল তার চন্দ্রের খাঁখার ॥

ইতি দুগ্য খণ্ডে গোরাই মল্লিক
ভঙ্গ ॥৹॥

পুনরপি শ্রীধন্য মাণিক্য মহারাজা ।
চাটীগ্রাম লইবারে পাঠাইলে প্রজা ॥
মারনে কাটনে ভঙ্গ দিল গৌড়সেনা ।
রসাংমর্দ্দন নারায়ণকে বৈস ইল থানা ॥
রুমু আদি ছরসীকে মারিয়া লইল ।
রসাঙ্গ নিকটে জাইযা পুস্করনি দিল ॥
রসাঙ্গ মরিতে গীয়াছিল সেনাপতি ।
সেই হতে রসাঙ্গ মর্দ্দন নাম খ্যাতি ॥
রাইবছাগ রাইবছম দুই সেনাপতি ।
তাহাকে ভেজিলে তথা ত্রিপুরের পতি ॥
চৌদ্দ স ছত্তিস সকে চাটীগ্রামে গেল ।
স্থনিয়া হোসন সাহা বড় ক্রোধ হৈল ॥
উড়িযা আসাম কোচ জিনিয়া লইল ।
ত্রিপুরা না জিনি মোর মনদুক্ষ হইল ॥
ই বলিযা হৈতন খাবে তৈনাথ করিল ।
করবে খাঁন পাঠানেরে তার সঙ্গে দিল ॥
রাঙ্গামাটী জিনিবারে হৈতন খাঁ চলিল ।
গৌড়পতি বহু সন্য তাব সঙ্গে দিল ॥
একসত হস্তি পঞ্চ সহস্র ঘোটক ।
লৈক্ষ পদাতি চলে অসংক্ষ কটক ॥
দ্বাদস বাঙ্গলা চলে হৈতন খাঁর সাতে ।
বিদায় করিল দিব্য সিরপা বা মাথে ॥
চলিলেক হৈতন খাঁন মহি কম্পমান ।
কত দিনে উত্তরিল দেস সন্নিধান ॥

সরালি দেসেতে সে বাঙ্গলা পথ পাইল।
কৈলাগড়ে উত্তরিয়া বিসাল গড়ে আইল॥
জামিরখাঁণি গড়েতে ত্রিপুরা রহে জবে।
প্রভাতে পাঠান গেল সেই গড়ে তবে॥
খড়্গা রষে আদি করি আছিল ত্রিপুর।
করিয়া অনেক জুদ্ধ মারিল প্রচুর॥
মারিলেক সেই গড় হৈতন খাঁ পাঠান।
ছয়কড়িয়া গড় গেল রাজা বিদ্যমান॥
গগন খাঁ নামে ছিল রাজসেনাপতি।
মহাঘোরতর জুধ্য কৈল মহামতি॥
আপ্তপর ভেদ কিছু না করে বিচার।
এহি মতে ঘোর জুদ্ধ হইল অপার॥
তিন পাহর পরে জুদ্ধে গগন খাঁ ভাগীল।
হৈতন খাঁর সন্যমধ্যে জয় সব্দ হৈল॥
জসপুর ছাড়ি রাজা রাঙ্গামাটী আইল।
হৈতনখাঁ সেই পথে তথাতে আসিল॥
গঙ্গানগরেত গিয়া ডোমঘাটীর পথে।
গড় ধরি হৈতন খাঁন রহিল তথাতে॥
এক মহাদিঘি দিল আপনার কাছে।
না খাইল গোমতির জল বিস মাখি দিছে॥
সেই হেতু তুরুকদিঘি দেসেতে প্রচার।
শ্রীদেবমাণিক্যে তাহা করিলে প্রচার॥
তবে মহারাজা রহে ছলগঙ্গার পারে।
আর জত সেনাপতি রহে থরে ২॥
ছলগঙ্গা ত্রিবেগেতে দেবস্থরে নাম।
তারকতবাকলামাত্র মাছিঝা উপাম॥
রাজা আইল গড় পরে চাইতে সক্রবল।
দেখিলেক মণুরম উচ্চ এক স্থল॥
নিচের বাকেতে গৌড় কটক রহিছে।
উচ্চেতে ত্রিপুরার গড় নির্ম্মাণ করিছে॥

বসিলেক নরপতি বৃক্ষছায়াতলে।
ক্রোধ হইয়া বলে রাজা ডাইন সকলেরে॥
আমার দেসের লোক খাইতে ভাল পার।
হৈতন খাঁরে এবে কেনে তোমরা না মার॥
নৃপতির বাক্য স্থনি বলাংমা তখনে।
প্রণাম করিয়া কহে রাজা বিদ্ধমানে॥
মঙ্গল বারেতে আমি স্তম্বিব গোমতি।
সপ্ত দিন এহি মতে রাখিব সমতি॥
বলাংমা কথাতে নৃপতি তুষ্ট হইল।
দুই কুল বোহু জগে বান্দিয়া উড়িল॥
দুই সত উচ্য হৈল পাথর কিনারা।
উড়িয়া পড়িল মধ্য নদি হৈল চরা॥
উজানে চলিল ভাটী ভাটী হইল চর।
দেখিয়া গৌড়ের সন্য তুষ্ট হৈল বড়॥
হোসন সাহার ভাগ্যে নদি হৈল চর।
চরে জাইয়া মরা সবে করিবাম ঘর॥
নদিতীরে পাথরের প্রতিমা করিয়া।
হিন্দুসবে পুজা করে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া॥
মাছিঝা বলি সেই স্থান কহে সর্ব্বলোকে।
রাগে রঙ্গে গৌড়সেনা নিদ্রা জায়ে শুখে॥
সাড় বান্দি আজ্ঞাতে সাড় বান্দিল বিস্তর।
তিন ২ পুতলা দিল সাড়ের উপর॥
দুই ২ লুকা দিল পুতলার হাতে।
হাজারে ২ লুকা পুতলার হাতে॥
জল হতে বলাংমা উঠিল তখনে।
মহাসব্দ করি স্রোত উঠিল গগনে॥
হাজারে ২ সাড় আসিতে লাগিল।
সহস্রে ২ লোক তখনে দেখীল॥
গৌড়পতির সন্য সব সুখে নিদ্রাজায়ে।
সেই কালে নদিবেগে সকল ডুবাএ॥

হস্তি ঘোড়া উট আদি ভাসিল বেগেতে।
নিব্বল মণুস্য পারে তাতে কি করিতে ॥
জলিছে আলোকা সব পুতলা হস্তেতে।
তা দেখি বলিল ত্রিপুর আসিল মারিতে ॥
গৌড়সেনা নিকটে আ ছল এক বন।
সেইকালে তাতে অগ্নি দিল একজন ॥
নানামতে সব্দ তথা বানরে করিল।
ত্রিপুর আসিল বলি ভয় ভঙ্গ দিল ॥
সর্ব্বসন্য প্রলয় করিল নদিস্রোতে।
পিতাএ পুত্র না জিজ্ঞাসে ভাঙ্গে এহি মতে ॥
হৈত [ন] খাঁ ববাব খাঁ সহিতে না পারে।
তবেহ বাজিল সেষ ঘোটক উপরে ॥
কা[।]টীতে ২ চলে ত্রিপুরার সেনা।
এক রাত্রি মধ্যে তারা লেল চারি থানা ॥
বহু অশ্ব গজ পার পাইল সেইখানে।
হৈতন খাঁ বটক সঙ্গে ছিল সেইস্থানে ॥
ছয়কড়িয়ার ঘাটে যাইয়া সত্ত করি কয়।
এত সন্য আসি আমি হৈল পরাজয় ॥
এহার অধিক সন্য জে জনে পাইবা।
সে জন নির্ভয়রূপ এ দেসে আসিবা ॥
এহা হতে অল্প সন্য জাহার নিকটে।
সত্য ২ বলি আমি না পড় সঙ্কটে ॥
জে সব পাঠান জাতি জে মোর বান্দব।
সন্যভিনে জেই আইসে সে পুনি গর্দ্দব ॥
ই বলিয়া হৈতন খাঁ গৌড়ে চলি গেল।
গৌড়েস্বরে নিষ্ঠুর বহু তাহারে বলিল ॥
শ্রীধন্যমানিক্য রাজা জদ্ধে জই হৈয়া।
চতুর্দ্দস দেব পুজে নানা বলি দিয়া ॥
পুর্ব্বেতে ত্রিপুর রাজার নরবলি ছিল।
শ্রীধন্যমানিক্য হতে নিষেদ করিল ॥

সকল বিজই হৈয়া সেই মহিপাল।
নানা সুখে রার্য্য ভোগে রহে বহুকাল ॥

ইতি শ্রীধন্যমানিক্য দুর্য্যয়
খণ্ডে দেববিজয়ধ্যায় ॥*॥

ধন্যমানিক্যের পরে ধর্ম্মমতি হৈল ॥
প্রতিমা ভুবনেস্বরি সুবর্ন্নে গঠিল ॥
এক মন সোনা দিয়া প্রতিমা গঠিয়া।
জিবন্যাস করিলেক সাধক আনিয়া ॥
প্রতিমাতে হইল দেবির অধিষ্ঠান।
সপ্নে দর্শন পায়ে রাজা পুন্যবান ॥
রাজার পুত্রেও মূর্ত্তি দেখিতে না পারে।
গুপ্তরূপে রাখিলেক জথা পুজা ঘরে ॥
পরে বিষ্ণুমঠ রাজা করয়া নির্ম্মাণ।
বেদবিধিমতে কৈল দেব সম্প্রদান ॥
আর এক মঠদিতে আরম্ভ করিল।
বিষ্ণু কামনাতে মঠ সঙ্কল্প করিল ॥
ভগ[ব]তি সপ্ন তাকে কহে নিসাকালে।
এহি মঠে আমাকে স্থাপহ মহিপালে ॥
চাটীগ্রামের চাটেস্বরি তাহার নিকটে।
সিলামূর্ত্তি আছি আমি বড়হি সঙ্কটে ॥
আনিয়া আমাকে পুজ এহি মঠ মাজে।
অভিমত বর পাইবা সুন মহারাজে ॥
সপ্নের বৃত্তান্ত রাজা দ্বিজেতে কহিল।
ব্রাহ্মন সকলে সেশে সাধুবাদ কৈল।
রসাঙ্গমর্দ্দননারায়ণ নৃপতি আজ্ঞাতে।
সপ্নে কহিছে জথা মিলিল তথাতে ॥
সেই স্থান হতে জগন্মূর্তিকে আনিল।
নিকটেত জাইয়া রাজা প্রণাম করিল ॥
প্রস্তুত হইল মঠ দেখিলেক জবে।
পুন্যদিনে কালি সম্প্রদান কৈল তবে ॥

জনম সাফল হইল কালিকা পুজিয়া।
মনমত পুজিলেক নানা বলি দিয়া॥
মঠপরে পাথরেত কবিতা লিখীল।
প্রকৃতি পুরুসে রাজা ই কথা ভাবিল॥

শ্লোক

মায়াম্মুরারেরিয়মম্বিকায়া
মুম্ব ত্যাংমষ্যানিস্বটংন কুত্রে॥
প্রান্তে ভবন্যধ্রুবমাসকেশবঃ
শ্রীধন্যমানিক্যবিশ্চিতিরিয়ং।
চৌদ্দ স ব্যাব্বিস সকে॥ ১৪৪২॥

মুরারী মায়া এহি হইছে প্রেকট।
ছাড়িতে না পারে হরি তাহার নিকট॥
মায়াতে জড়িত হইলে পুজিবার হয়।
মায়াযুক্ত না হইলে নিরঞ্জনময়॥
প্রকৃতি ভাবিলে পাবে পুরুষ তৎকাল।
কালিকাকে দিল মঠ সেই মহিপাল॥*॥

ইতি কালিকা মঠ প্রেসঙ্গ॥

শ্রীধন্যমানিক্য রাজা আর মঠ দিল।
রত্নপুরে চতুর্দ্দস দেবতা স্তাপিল॥
সেই মঠে পুজা করে শ্রীধন্যমানিক্য।
ক্রমদীস্বর দির্ঘী আছে দক্ষিণের দিগ॥
ক্রমদীস্বর দেখী রাজা মোহর মারিল॥
চাটীগ্রাম সহরে মোহর নির্ম্মাণ হইল॥
এহি কালে স্নুনিল কুকির সমাচার।
কুকীপত্তি সঙ্গে শিব করহে বেহার॥
এত স্নুনি পাঠাইল হোপাকানাউরে।
রাজার জামাতা সেই অভিমান ধরে॥
কত দিনে উর্ত্তরিল শিবের ভোবন।
শিবলিঙ্গ জত্ন করি ধরিল তখন॥

বাটার ভিতরে রাখি কাপড়ে জড়িল।
মোহর করিয়া পরে রাজাকে ভেটীল॥
শিবলিঙ্গ নিয়া রাজার সাক্ষাতে জ ইতে।
বাটা হতে নিকলিল শিবলিঙ্গ পথে॥
মণু নদির সিমা হতে বাটাতে আছিল।
সেই নদি পার হৈতে পুনি না রহিল॥
ই কথা স্নুনিয়া রাজা বিস্ময় হইয়া।
মনে ২ নরপতি বলিল ভাবিয়া॥
ব্রহ্মাতে দেখিতে নারে জেই পরানন্দ।
তাহাকে ধরিতে চাহি আমি মতিমন্দ॥
এহি মতে চারি মঠ সেই রাজা দিল।
নানা বিধিমতে তাকে প্রেতিষ্ঠা করিল॥
পরম য়ানন্দে রার্জ্য ভোগে সেই রাজা।
নানামতে ধর্ম্ম করে পালে নিজ প্রজা॥
দৈবগতি সেই রাজা উপসর্গ দোসে।
তেজিল মানবতনু হৈল কালবসে॥
সিতলা দোসেতে রাজা স্বর্গলোকে চলে।
মণ্বন্তর পবিত্র সর্ব্বলোকে বলে॥*॥

ইতি তৃত্যখণ্ডে ধন্যমানিক্য
স্বর্গারোহণ॥*॥

হরিনাম স্রবনে নৃপতি স্বর্গে গেল।
তান পুত্র শ্রীদেবমানিক্য রাজা হৈল॥
শ্রীদেবমানিক্য রাজা বড় স্নুভাজন।
ভুলুয়া জিনিয়া করে সমুদ্রে গমন॥
ধ্বপাসা কহিআ সেই স্থানকে কহিল।
সেখানেতে মহারাজা মোহর মারিল॥
ক্রমদীস্বর তির্থেতে হইয়া উপনিতে।
স্নান দান তর্পণ করিল বিধিমতে॥
পুণ্যস্থান নানা দান করিয়া বিসেষ।

চাটীগ্রাম থানা রাখি আসিলেক দেব ॥
জত রার্য্য পিতৃসত্ত আছিলেক পুনি।
সকল সাসিল সুখে সেই নৃপমণি ॥
লক্ষীনারায়ণ নামে মিথিলাতে ঘর।
আগমাদি নানা শাস্ত্র জানে দ্বিজবর ॥
দিক্ষিত হইল তাতে মহাবিদ্যামণু।
পুরশ্চর্য্যা বহু কৈল সেই রাজাশুনু ॥
বিজ সাধন কর্ম্ম করিল পশ্চাত।
ছল করি করিলেক অধর্ম্ম সাক্ষ্যাত ॥
চিতাসাধনের কাজে রাজপুত্র জাএ।
সেইকালে সেবকেতে ব্রাহ্মণে সিথাএ ॥
বৃক্ষতলে থাকি তুই রাজাকে কহিবে।
সেনাপতি বলি দিলে তবে দেখা হবে ॥
এহা সুনে নৃপে বলি দিল সেনাপতি।
রাজা তরে আর সেনাপতি চাহে নিতি ॥
সপ্ত অষ্ঠ সেনাপতি বলিদান করি।
না দেখিল মহারাজা ত্রিপুরসুন্দরি।
সাধু বধ পাপে রাজা কষ্ঠবন্ন হইল ॥
সেবকেরে স্নানকালে নিশ্চয় কহিল ॥
দেখ নৃপ নিজ তনু হইয়া গেল কাল।
নিজ প্রেজা মারি রাজা হবে কত ভাল ॥
মঘ পাঠান সক্র প্রেবল হইল।
সেনাপতি মারি নিজে বিরসুন্য হইল ॥
রাজ্য সুন্য হইছে রাজা সুনহ সম্বাদ।
ব্রাহ্মণে করিল তোমা এতেক প্রমাদ ॥
দেসেতে জে প্রেজা আছে বড় ভয় পায়।
কারে কোনে রাত্রিতে শ্বসানে নিয়া জায় ॥
আপনার বল রাজা আপনে ভাঙ্গিয়া।
সর্ব্বনাশ কৈল রাজা ব্রাহ্মণ রাখিয়া ॥
ইহা শুনি রাজা কিছু না দিল উত্তর।
সাধন করিতেগেল স্বসান উপর ॥
ই কথা সুনিয়া বিপ্রে মনে ভয় পাইল।
রাজাকে ধরিয়া বিপ্রে স্বসানে মারিল।
মির্ত্ত হইল মহারাজা স্বসান মাঝার।
সুনিয়া ব্রাহ্মণ সঙ্গে গেল আনিবার ॥
মৃতা রাজা দেখি সবে ক্রন্দন করিল।
কেমত দারুণ বিধি এমত লিখীল ॥
বিজয় পুত্রের মাতা চন্তাইর কণ্যা।
সতি হৈল রাজকন্যা রূপে গুনে ধন্যা।
অন্য রাজপত্নি ইন্দ্রমাতা কনিয়সি।
পুত্রের স্নেহেতে রহি গেলেন রূপসি ॥
রাজ্যের হইল কর্ত্তা বিপ্র দুরাচার।
কনিষ্ঠ করিল রাজা করে অবিচার ॥
রাজার প্রধান পুত্র বয়োধিক ছিল।
বিজয় নামেত তাকে কএদে রাখিল ॥
ইন্দ্রকে করিল রাজা ইহা মনে করি।
সিসুকে করিলে রাজা আমি অধিকারি ॥
দৈত্যনারায়ণ আদি জত সেনাপতি।
মন্ত্রনা করিল সর্ব্বে হইয়া সম্মতি ॥
কথা হনে আইল বেটা বিপ্র নাম ধরে।
রাজাকে মারিল বেটা ব্যাদবৃত্তি করে গী।
আর দেখ অবিচার জেষ্ঠকে বান্দিয়া।
কনিষ্ঠকে রাজা করে আপনা লাগীয়া ॥
সেনাপতি জত ছিল করিআছে নাশ।
রাজার জতেক রাজ্য করিল বিনাষ।
তাহাকে মারন বিনে নাহি দেখি ভালে।
ব্রহ্ম হত্যা না হইব ইহারে মারিলে ॥
রাজা বধি মহাপাপি এহি দুরাচার।
আমরা সকলে তাকে করিব সংহার ॥
মন্ত্রনা করিয়া সবে একত্তা হইল।

সকলে বেড়িয়া তবে তাহারে মারিল ॥
বাদ্ধভাণ্ড করিআ জতেক সেনাপতি।
রাজার প্রধান পুত্র আনে সিগ্রগতি ॥
ইন্দ্রমানিক্য রাজা কত দিন পরে।
কালবস হইয়া রাজা তেজে কলেবরে ॥
তাহান জননি মৈল পুত্রসোক পাইয়া।
বহু দান কৈল রাজা তাহান জে ক্রিয়া ॥
শুভক্ষন করিয়া বসিল সিংহাসন।
প্রণাম করিল তবে সৈন্য সেনাগণ ॥
আপনার কন্যা বিহা দিল সেনাপতি।
বিজয়মানিক্য নাম হইল নৃপতি ॥
পণ্ডিত রাখিয়া দিল রাজা পঠিবার।
সেবক ছই সত দিল স হতি তাহার ॥
আনন্দে পঠএ রাজা কিছু নহি জানে।
রাজকাজ জত করে দত্যানারায়ণে ॥
হস্তি ঘোড়া সামন্ত জতেক রাজনিতি।
আপনা দ্বারেত সহ রাখে সেনাপতি ॥
রাজাকে পণাম করে সন্যের সংহতি।
এহি মতে সেনাপতি করে রাজনিতি ॥

ইতি উত্তর হুর্দ্যায খণ্ডে
বিজয়মানিক্য নৃপধ্যায় ॥ * ॥

বিজয মানিক্য রাজা কাল অনুক্রমে।
বহু সাস্ত্র জানিলেক ব্রাহ্মণের সমে ॥
সাশুড়িএ নিত্ত আসি রাজপুত্র দেখে।
কিমতে ভোজন করে কিবা রূপে থাকে।
পুন্যবতি নাম তান অতি সুচরিতা।
ধর্ম্মে মতি সত্যবতি অতি পতিব্রতা ॥
দান ধর্ম্ম বিনে আর কর্ম্ম নহি জানে।
দেবগুরু দ্বিজ সেবা করে সুদ্ধমনে ॥
সপ্তগ্রাম করিল ব্রাহ্মণ সম্প্রদান।
পুস্করনি দিয়া রাখে পুণ্যবতি নাম ॥
অন্য জল বহুল নানা দান জে করিলে।
তাম্রপত্র সমে ভূমি দিল বিপ্রকুলে ॥
ত্রিপুরার কুলে সেই সুভক্ষনা কন্যা।
পুণ্যবতি জন্ময়া পৃথিবি কৈল ধন্যা ॥
হুমনাবাদেত দিল বহুতর গ্রাম।
তিসিলাতে দিল আর গ্রাম অনুপাম ॥
তাম্রপত্র লিখীলেক পুণ্যবতি নামে।
অতি পুণ্যবতি সেই কাল অনুক্রমে ॥
নানা স্থানে নানা দান পুণ্যবতি কৈল।
পুণ্যবতি নাম পুনি সার্থক করিল ॥
ব্রত জজ্ঞ জত কৈল কত কৈব তার।
লিখীলেহ নাহি সীমা ক্ষেমা কৈলে সার ॥
দত্যানারায়ণে জগন্নাথ মুর্ত্তি যানে।
মঠেত স্থাপনা কৈল পাইয়া পুণ্যদিনে ॥
দ্বাদস মাসের জাত্রা করে বিধিমতে।
বহুতর ভক্তি করে পুজে নিতি নিতে ॥
প্রাতঃকালে রাজাকে প্রণাম করে জাইয়া।
সায়ংকালে জগন্নাথ প্রণমে আসিয়া ॥
কত কালে সেই মঠ ভূমিকম্পে ফাটে।
জানিলেক দেবমায়া পড়িবে সঙ্কটে ॥
জুবা হৈল রাজপুত্র সোড়স বৎসর।
রাজনিতি দেখে দত্যানারায়ণ ঘর ॥
হস্তি ঘোড়া বাদ্যভাণ্ড চাইলে সে পাএ।
না চাইলে সেনাপতি না দেএ ইৎসাএ ॥
কহে আজি রাজদ্রব্য আছে আমা ঘরে।
আমি মৈলে নিয়া জাব রাজপুত্র তরে ॥
ইহা শুনি নরপতি ভাবিছে অন্তরে।
চাহিলেহ নহি দিবে কি করিব তারে ॥

ইহা বিবেচনা করি নৃপতি রহিল।
এমত সময় আর জঞ্জাল হটীল ॥
সত্যনারায়ণের ছিল ভাই একজন।
মহা দুষ্ট তার নাম দুল্লভনারায়ন ॥
পরের রমণ হরে সেই দুরাচার।
জাহা ইৎসা তাহা করে মনে যেই তার ॥
মাধবতলার হাট পরম স্বন্দরি।
কচুরির সাক বেচে দারিদ্রের নারি ॥
দোলাতে চড়িয়া জাএ দুল্লভনারায়ন।
বলকরি নিয়া গেল সুন্দরী তখন ॥
তার স্বামি কহে গিয়া রাজার সাক্ষাত।
না ছাড়িল তথাপিত ভ্রাতৃবলজাত ॥
এত সুনি মহারাজা মনে ভাবে সোক।
কেমত করিয়া মোর বার্য্যে রব লোক ॥
আমি রাজা হৈল বোজি পাপের কারণ।
এহি পাপে হৈব মোর নরকে গমন ॥
একে নিব অন্য নারি এত অবিচার।
রাজা হৈয়া আমি তাবে নারি বুজিবার ॥
দুঃখিত হইল রাজা কিছু নহি কহে।
মনেত বিরূপ ভাবি মৌন হৈয়া রহে ॥
মাধব নামেত ছিল দৈত্যের জামাই।
রাজাএ ডাকিয়া তবে কহে তার ঠাই ॥
সুনহ মাধব তোমি আমার বচন।
নামে আমি রাজা বটী লুটে অন্য জন ॥
মাধবে বুজিল পুনি রাজার ইঙ্গিত।
করজোড় করি কহে ইহা অনুচিত ॥
সম্মুখে করিছে ভোগ শুকতর লোক।
ইহার কারণ মহারাজা কিবা কর শোক ॥
জদি কিছু করিবারে থাকে আপন মনে।
অঙ্গিকার কর রাজা অন্য পরিজনে ॥

তাহান তনয়া বটে রাজ মহাদেবি।
করিব তোমারে বস নিত্য ২ সেবি ॥
মাধব মরিব পাছে তোমি রাজা হৈবা।
আমি মরি গেলে রাজকথাতে সে পাবা ॥
দুই দিগ চাহিতে হৈল মরণ নিশ্চয়।
কিন্তো সেনাপতির দয়া মোরে অতিসয় ॥
আমি দিলে খাএ পুনি সেই মহাজন।
আমি বিনে কার হাতে না করে ভোজন ॥
প্রধান জামাতা আমি পর্য্যক রছে।
বিশ্বাসঘাতকি পাপ হএ মোর পাছে ॥
ইহলোক পরলোক দুই লোক খাব।
তোমার হইব রার্য্য মাধব মরিব ॥
ই কথা সুনিয়া রাজা সত্য কহে তারে।
হোমনাবাদ তোমারে করিব লস্করে ॥
আমার হুকুম চিঠি কিছু না মানিবা।
আমার সমান মান্যে তোমিহ থাকিবা ॥
হিরা বহুতর মোর খাস জে মোহর।
ইহাকে দেখিলে তোমি আসিবা গোচর ॥
নামারিব তোমারে প্রনিয়া কার কথা।
মাধব চলিল তবে সেনাপতি জথা ॥
খুধাএ পিড়িত হৈয়া পাই বড় ব্যথা।
না খাইছি তোমি বিনে জানিয় সর্ব্বত ॥
তবে নানাবিধি অন্য দিল বহুতর।
অতি তীব্র মদ্ধ দিল অগ্নি সমোসর ॥
মদ্য পানে বিহেবাল হইয়াপড়ে খাটে।
খড়্গ হাতে মাধবে তাহার মাথা কাটে ॥
কাটীয়া দিলেক অগ্নি মণ্ডরম গৃহে।
গৃহদাহে সেনাপতি মরিল বলি কহে ॥
বড় অগ্নি দেখী হাহা করে সর্ব্বলোক।
সেনাপতি পুড়ি মরে কহে সর্ব্বলোক ॥

অশ্বারোহণে মহারাজা সাগ্র গেল।
অগ্নিতে পুড়িছে সব নৃপতি দেখীল।।
হস্তি ঘোড়া সামন্ত জতেক রাজনিতে।
সকল আনিল রাজা আপনা পুরেতে।।
বিজয়মানিক্য রাজা প্রবল হইল।
নিজবস করি রাজা প্রজাকে পালিল।।
দত্যনারায়ণ কন্যা লক্ষী নামে রানি।
মাধবে মারিল পিতা মনে অনুমানি।।
তাহারে মারিতে রানি করি সন্দান।
লোক পাঠাইল তথা থাকে জেই স্থান।।
রাজার অঙ্গুরিমত অঙ্গুরি করিয়া।
পরিজন হাতে দিল সঙ্কেত করিয়া।।
প্রেসত লোকের হাতে অঙ্গুরি দেখিয়া।
ভক্তিতে প্রণাম করে মাধবে আসিয়া।।
সেই অবসরে তার মস্তক কাটীল।
তিন দিন পরে তত্ত নৃপতি সুনিল।।
ক্রোধ হৈল নরনাথ অগ্নির সমান।
কেবা এ হ কাজ কৈল তাকে ধরি য়ান।।
রাজার আদেশে তাকে ধরি আনিল।
নৃপতি জিজ্ঞাসে তোকে কেবা নিজজিল।।
ভয় কাপে থর ২ কাহতে লাগীল।
রানির আদেশে মোরা তাহাকে মারিল।।
ইহা সুনি মহাদেবি দিল বনবাষ।
হিরাপুরে দিল নিয়া মনে করি নাষ।।
বিভাহ করিল রাজা বালা মহাদেবি।
লক্ষি রহিল হিরাপুর বনবাস সেবি।।
বড় ২ মন্ত্রি সবে রাজাতে কহিল।
পুনর্ব্বার মহারাজা লক্ষীরে আনিল।। *

ইতি উত্তর তৃত্যখণ্ডে বিজয়মানিকা
নিশ্চঙ্গ রার্য্য লাভ।।

বিজয়মানিক্য রাজা প্রথম জৌবন।
উত্তর দক্ষিণ জিনিবারে কৈল মন।।
দক্ষিন রার্জেত জত সেনাপতি ছিল।
জিনিতে উত্তর দিগ তাকে নিজ্জীল।।
কালা নাজির আদি করি জত সেনাপতি।
উত্তর জিনিতে তবে করিকেল গতি।।
আজ্ঞারাম আদি জত খাসিয়ার রাজা।
সকল ভাগীয়া গেল ছাড়ি নিজ প্রজা।।
শ্রীহট্ট দেসেত ছিল জত জমিদার।
পরাভব হৈয়া আইসে রাজা ভেটীবার।।
খাসিয়ার রাজা তবে আপনে মিলিল।
রাজা দেখীবার তরে আপনে আসিল।।
তাহাকে খিলাত বহু দিল নৃপমনি।
পঞ্চ হস্তি দস ঘোড়া দিলেক আপনি।।
দুগ্দ খাইতে সিশু হস্তি দেখী মণুহর।
খাসিয়া রাজায় তবে মাগীল সত্তর।।
ইসিদ হাসিয়া তবে ত্রিপুরের মণি।
হস্তিনিরে সঙ্গে দিতে আজ্ঞা দিল পুনি।।
খাসিয়ার রাজা তবে বিদায় হইল।
প্রসাদ পাইয়া তবে নিজ দেষে গেল।।
নিজদেসে গীয়া রাজা লোকেতে ভাসাএ।
হস্তি ভেট দিছে মোরে ত্রিপুর রাজাএ।।
করর সহিতে আর হস্তিন পাইল।
ই সকল কথা রাজা দেসেত কহিল।।
ব্রাহ্মণ ভিক্ষুক ছিল জয়ন্তি নগরে।
মহারাজা সুনে এহা ই সকল দ্বারে।।
ই কথা সুনিয়া রাজা বড় ক্রোধ হইল।
জয়ন্তি লুটীতে হাড়ি সন্য আজ্ঞা দিল।।
জত সন্য হাড়ি আছে নৃপতির দেসে।
চাটীগ্রাম সোনারগ্রাম শ্রীহট্ট বিসেষে।।

দ্বাদস হাজার হাড়ি ত্তালিক করিল।
জে দেসে জে মুক্ষ হাড়ি সেনাপতি কৈল ॥
দ্বাদস হাজার হাড়ি নিজ অস্ত্র লৈয়া।
সাজিস হাড়ির সেনা জোদ্ধেত্ত রঙ্গিয়া ॥
চারি মাস মহিনা যে হাড়ি এ প ইল।
পথের কারণে মদ্য সুকর লইল ॥
গড়গড়ি সব্দ করি দগড়ি বাজায়।
মার্জ্জনী নিসান দিয়া হাড়ি সন্য জায় ॥
উত্তরের হাড়ি আগে লইয়া চলে বানা।
মধ্যদেসি হাড়ি সবে মধ্যে করে থানা।
দক্ষিন দেসের হাড়ি পাছে থানা করে।
গড়গড়ি দডমড়ি বাজিছে থরে ২ ॥
মদ্য পানে মাথিয়া নাচিছে উর্দ্ধ হাতে।
সুকর খেলান লাটী পকাইয়া মাথে ॥
কত দিনে সন্য গেল জয়ন্তি নগর।
সুনিয়া খাসিয়ার রাজা বড় পাইল ডর ॥
সিগ্র করি পত্র লিখে হেডম্ব রাজাতে।
দূত এক পাঠাইয়া দিলেক তুরিতে ॥
বিস্তর কাগুতি করে জয়ন্তিা রাজা
অল্প অপরাদে মোর এত হৈল সাজা ॥
তবে হেড়ুম্বের পতি নির্ভয়নারায়ণ।
পত্র এক ত্রিপুরেত্ত লিখাল তখন ॥
হেডম্বের পতি তবে হাসিয়া লিখয়।
রাজা মারা ধর ভাই উচিত না হয় ॥
হাড়িএ রাজারে মারে জয়ন্তিতে কথা।
আমারে দেখাতে ভাই ক্ষেমহ সর্ব্বথা ॥
তোমার বংসেত পুনি স্বরন লইলে।
বড় অপরাধ হেলে দূরে নহি ফেলে ॥
ইহা বোজি মহারাজা ক্ষেমা কর সার।
অজ্ঞানে অসক্ষ কৈয়া সাস্তি পাইল তার ॥
এহিমতে লিখীস নির্ভয়নারায়ণা।
পত্র পাইয়া মহারাজা হাসিল তখন ॥
হেড়েম্ব নৃপতি আমি ত্রিপুরের ধারা।
দিন জাবে কথা রবে এহিমাত্র সারা ॥
ইহা বিবেচনা করি ত্রিপুরার রাজা।
লোক দিয়া ফিরাইল আপনার প্রজা ॥
জার জেই দেসে জাইতে বিদায় করিল।
ত্রিপুরের থানা শ্রীহট্টে বসাইল ॥
এহিমতে কালা নাজির তথাতে রহিল।
দৈব জোগে নৃপতিব অস্বাস্থ্য হইল ॥
সেই হেতু রাজা চলে চাটীগ্রাম তরে।
দুই হাজার প ঠা[ন] ছিল নিজেত চাকরে ॥
চাটীগ্রাম পাঠান হাজার গেল সঙ্গে।
উজিরের সঙ্গে সহস্র থাকে রঙ্গে ॥
দুই মাস মাহেনা বাকি সেষ বার ছিল।
উজিরের ঠাই তারা বরাত পাইল ॥
আজি দিব কালি দিব বলি তাহা ভাড়ে।
সে হেতু উজিরকে পাঠানেরা মারে ॥
প্রচণ্ডনারায়ণ উজির মেহেরকুলে মৈল।
প্রতাপনারায়ণ তান পুত্র ভঙ্গ দিল ॥
আত্মরক্ষা করিলেক বনে পলাইয়া।
পাঠান সকল রৈল সক্রুবত্ত হইয়া ॥
বাড়ির পেড়ি সব গড় ধরি রৈল।
সেই হেতু পাঠানে তাহা লুটীতে নারিল ॥
তবে চাটীগ্রামে সেই পাঠানের বলে।
রাজাকে মারিতে জুক্তি করিল সকলে ॥
মদ্যপানে তারা সব বিকল হইয়া।
কোন জনে এহি তত্ত নৃপেতে কহে গীয়া ॥

নিশ্চয় করিয়া রাজা জিজ্ঞাসিল পুনি।
সত্য কি এসব কথা কহ দেখি শুনি ॥
পুনরপি সেই কথা রাজাতে কহিল।
এমত শুনিয়া রাজা পাঠান ধরিল ॥
সহস্র সোয়ার ছিল পাঠান বর্ব্বর।
চতুর্দ্দশ দেবতারে দিল নরেশ্বর ॥
সিগ্র করি নরপতি রাঙ্গামাটী আইল।
উজির মরণকথা পথেত সুনিল ॥
শুনিয়া নৃপতি তবে বঙ্গেত আসিল।
এসব বৃত্তান্ত সবে পাঠানে শুনিল ॥
ভঙ্গ দিয়া গেল সবে গৌড়পতি স্থানে।
সকল কহিল পাতসাহা বিদ্যমানে ॥
ক্রোধ কার গৌড়পতি দিল বহু সন্য।
চাটীগ্রাম চলিল সে সব অগ্রগন্য ॥
সমারক খাঁ নামে গৌড়পতির সালা।
মহাবিরপরাক্রম জুদ্ধে তেজ ভালা ॥
তিন হাজার ঘোড়া আইল তাহার সংহতি।
দস হাজার চলে আর ধানুক পদাতি ॥
তা সবার সন্য তবে চাটীগ্রাম গেল।
ত্রিপুরার জত সন্য সব ভঙ্গ দিল ॥
এত স্থুন বিজয়মানিক্য ক্রোধ হৈল।
সেনাপতি সকলেকে ফজিহত কৈল ॥
কালা নাজির রহিলেক শ্রীহট্টের তরে।
বাম বাজুর সন্য আইল পাঠানের ডরে ॥
সেনাপতিহিন হৈল ত্রিপুরার থানা।
পাঠানে লইল আসি চাটীগ্রাম থানা ॥
পাঠান চাকর ছিল হইল পরবস।
গৌড়পতি সঙ্গে মিলিল নিজ দেস ॥
ইহা স্থুনি নরপতি সন্য সাজাইয়া।
জুদ্ধ করিবার তরে দিল পাঠাইয়া ॥

আষ্ট মাস জুদ্ধ করিল তারা সবে।
চাটীগ্রাম জিনিবার না পারিল তবে ॥
ইহা স্থুনি মহারাজা বড় ক্রোধ হইল।
সেনাপতি সকলেরে বিস্তর গাঞ্জিল ॥
কালা নাজিরের তরে চিঠি পাঠাইল।
চিঠি পাইযা সর্ব্ব সন্য সঙ্গে চলি গেল ॥
বহু মান করি তথা পাঠাইল নাজির।
সন্য সঙ্গে চাটীগ্রাম গেল মহাবির ॥
প্রভাত সময় গিয়া জুদ্ধ আরম্ভিল।
আদ্যের সলিকা সব পাছেতে পাড়িল ॥
দুই সন্যে মহাজুদ্ধ হৈল বহুতরে।
তিরে বন্দুকে আগে পাছে খড়গ ধরে ॥
রক্তময় হইল সব অশ্ব নর দেহে।
হস্তি ঘোড়া নর দেহ স্থানে ২ রহে ॥
দুই দলের মধ্যেত বহুল সন্য মরে।
অগম্য হইল পুনি রণভূমি তরে ॥
স্থানে ২ মত্ত গজ দন্তে ২ ভিড়ে।
মহামেঘ সদ করে জেন ঝড় পড়ে ॥
অশ্ব হস্তি থরে ২ পংতি হৈয়া রহে।
পদাতি ২ লড়ে সমরে দুর্জ্জয় এ ॥
কেহ পুন সিমা কার লংঘন না করে।
এহিমতে দিন গেল দুর্জ্জয় সমরে ॥
চারি দণ্ড বেলা আছে সন্ধার সময়।
আগে জুঝে কালা নাজির সন্য সমুচ্চয় ॥
পাঠানেরে মন্দ বহু নাজিরে বলিল।
সেনাপতি বলি সর্ব্ব পাঠানে বেড়িল ॥
পৈশুন্য না হৈল আগে সেনাপতির গণ।
জুদ্ধেত নাজির বির পড়িল তখন ॥
জুদ্ধ জয় হৈল বলি পাঠান বর্ব্বর।
শ্রান্ত হৈয়া সব গেল কোটের ভিতর ॥

বহু জুদ্ধ করি ক্ষ্যাত হৈছে সর্ব্ব গাএ।
ভোজন করিছে সবে পিড়িত খুধাএ॥
কেহ জিন খুলে কেহ ঘোটক ফিরাএ।
হস্তিরে বান্দিছে কেহ বান্দিবার জাএ॥
রন্দনে আছিল কেহ ভোজনের তরে।
এহি কালে ত্রিপুর সকলে জুক্তি করে॥
রাজার পালক পুত্র নাজির পড়িল।
কি উত্তর দিব জাইয়া গজভিম কৈল॥
জুক্তি করি সবে মিলি নিশ্চয় করিল।
সন্ধ্যাকালে কোটতলে সুরঙ্গ করিল॥
হাতে ২ রন্দ্র গোটা খোদে সিগ্রগতি।
চড়িল কোটের পরে সর্ব্ব সেনাপতি॥
ত্রিংসত হাজার সন্য হাতে খড়গ ধরে।
কাটীল পাঠান সন্য না করে বিচারে॥
ভঙ্গ দিল পাঠান বিস্তর তথা মৈল।
মাত্রি সঙ্গে নামরক মুলারা চড়িল॥
পলাইয়া রহে গীয়া মুলার উপর।
চারিদিগে ত্রিপুরা করহে ধর ২॥
মুলারা বেড়িল গিয়া ত্রিপুরার থানা।
সমারক আইসে বলি কহে কত জনা॥
খড়্গা চর্ম্ম লইয়া সন্য মুলারা চড়িছে।
ধরিতে না পারি তারে পথ চাপিয়াছে॥
অগ্নি দিয়া পোড় তাকে কহে কত জন।
ইহা শুনি তার মাতা কহিল তখন॥
অগ্নিতে পুড়িলে পুনি মাটী না পাইবা।
জুদ্ধেতে পড়িলে পুনি ভিস্তেতে জাইবা॥
মাতৃর বচনে সে জে বলিছে ডাকিয়া।
সত্য কর তোরা অমি মিলীব আসিয়া॥
ত্রিপুর সকলে বলে না মারিব তরে।
রাজার গোচরে নিব করি পুরস্কারে॥

সত্য কথা সুনিয়া সে উত্তরিল জবে।
লোহার পঞ্জরে ত্রিপুরে রাখে তবে॥
কাফির বলিয়া সে অনেক কটু কৈল।
ত্রিপুর সকলে তারে ধরিয়া আনিল॥
থানাদার চাটীগ্রাম গড়েত রাখিল।
পাঠানের জত দ্রব্য সকল লুটীল॥
হস্তি ঘোড়া খড়্গা চর্ম্ম আর জে সকল।
সর্ব্বধন লুটে তবে ত্রিপুরার বল॥
সুবর্ন্ন কুষ্মাণ্ড জত সোরক প্রমাণ।
সকল লইয়া চলে রাজা বিদ্যমান॥
দৈবগতি কোনজনে এক গোটা নিলে।
শুণ্ডির দিয়া তাকে মদ্য পান কৈলে॥
পিণ্ডের স্থানেতে সুবর্ন্ন পুনি দিল।
এক আনা ভরে একসের সোনা দিল॥
এহিরূপে কত গোটা জনে ২ নিয়া।
মদ্য পান করিলেক শুণ্ডিঘরে দিয়া॥
অবসিষ্ট দল নিয়া রাজার গোচর।
সুবর্ন্ন কুষ্মা ইহা জানিলেক পর॥
বিষ্ময় হইয়া বলে রাজার গোচর।
পিণ্ডল জানিয়া নরা দিল শুড়িঘর॥
অষ্ট সের সোনা নরা করি আছি পান।
এহিমতে বলিল নৃপতি বিদ্যমান॥
ইহা শুনি নরপতি কতয়াল দিল।
কুষ্মাণ্ড সহিতে শুড়ি ধরিআ আনিল॥
এহি মতে পঞ্চ গোটা কুষ্মাণ্ড পায়া।
লইলেক নৃপতি সকল কৌড়ি দিয়া॥

ইতি তৃত্যখণ্ডে বিজয়মাণিক্য
জুদ্ধজয়োধ্যায়॥*॥

তবে সমারক খাঁকে পঞ্জরে ভরিয়া।
সোনা দ্বারের কাছে রাখিল আনিয়া॥
কহিলেক গিয়া তবে নৃপতি গোচর।
মহারাজে বলে তারে আনহ সত্তর॥
পঞ্জর হতে খসাইতে নৃপে আদেসিল॥
বিচিত্র বসন তারে রাজায়ে জে দিল॥
রাজার আজ্ঞাএ তার হইল মোচন।
না পৈরিল নৃপতির জতেক বসন।
নৃপতি দেখিয়া সে জে সেলাম করিল।
ইহা দেখী সর্ব্বলোক বিস্ময় হইল।
কিছু না করিল রাজা পৃত ভাব করে॥
প্রহরি সকল দিয়া রাখীল নাজিরে॥
রাজার মনেতে ইৎসা রাখিতে কারণ।
দাউদ পাদসাহার স্যালক মহাজন॥
চন্তাই আছিল জয় দুল্লভ নারাযণ।
সেই সে হইল তার মিত্রর কারণ॥
রুষ্ট হইযা বলে সেই নৃপতির স্থানে।
চতুর্দ্দষ দেববলি রাখ কি কারণে॥
নৃপতি বলিল গৌডপতির স্যালক।
কি বলে মারিব বড়লোকের বালক॥
চন্তাই বলিল রাজা ভাল না বোজিলা।
চতুর্দ্দষ দেববলি কি কাহে রাখিলা॥
বলি দিতে আমি পুনি নিবাম তাহারে।
জানাইল তোমারে দেবতাএ মোরে ধরে॥
মৌনে রহিল রাজা অনুমতি পাইল।
সমরক খানেকে তবে রত্নপুরে নিল॥
চতুর্দ্দষ দেবতার দ্বারে বলি দিল।
চন্তাই দেহুডাই সবে বিধিমতে কৈল॥
সাতদিনা পরে আইল গৌডেস্বরের লিখা।
সমারক খাঁন ছোড় তোমী হয় মোর সখা॥

পদ্মাবতি কুলেত আছএ জত লোক।
সিমা করি দিল তারে তোমি কর ভোগ॥
দিল্লির কটক সংহে জুঝিবাম আমি।
আনন্দেতে নিজ রাজ্য সুখে ভোগ তোমি॥
পত্র সুনি নরনাথ হইল বিস্মিত।
চন্তাইকে কটু কহে সভার বিদিত॥
সমারক বলি দিলা আমাকে [না] বলিয়া।
অজস হইল মোর জগত ভরিয়া॥
অতঃপর ভাবিলে না হএ কোন কাজ।
উত্তর লিখীয়া পাঠাও গৌডের সমাজ॥
কনকে রচিত পত্র বিস্বাসে লিখীল।
গৌডপতি স্থানে তবে পত্র নিযা দিল॥
শুনিয়া দুক্ষিত তবে গৌড হইল।
কাল পাইযা বুজিব এ কথা সেই কৈল॥
পুনরপি গৌড়পতি দুত পাঠাইল।
দিল্লির সন্যের সঙ্গে জদ্ধ আরম্বিল।
পরিবার রাখীবারে রাজার আদেসে।
দুতে আসি বলিলেক ই কথা রাজাতে॥
তুষ্ট হৈযা নরপতি কৈল অঙ্গিকার।
অন্য দিনে সে দুতে জিজ্ঞাসে পুনর্ব্বার॥
নরপতি জিজ্ঞাসিল দুতেরে সত্তর।
গৌডপতির বৃতান্ত আমাতে কহ দড॥
একাব্যর পশ্চিমে আমি পুর্ব্বভাগে।
পাদসাই কিমতে থাকে সদা অনুরাগে॥
ই কথা সুনিয়া দুতে দিলেক উত্তর।
মোর পাদসা পুনি বড বিরত্তর॥
দুই দিগে দুই পত্নি রাখি গৌডপতি।
শুখে নিদ্রা জাইতে পুনি সুন নরপতি॥
ইহা সুনি ক্রোধ হইল ত্রিপুর ইস্বর।
দুতকে মারিতে আজ্ঞা করিল সত্তর॥

পদাতি সকলে তারে সেই ক্ষণে নিল।
গজভিম নারায়ণে দাড়াইয়া কৈল।।
দুতকে মারিতে জুক্ত না হএ রাজন।
পাঠান বর্ব্বর জাতি না জানে কথন।।
ঘাট পার করি দিতে হোঁক অঙ্গিকার।
সেই ক্ষণে লোকে তারে করে ঘাট পার।।
গৌড়পতি স্থানে জাইয়া ই কথা কহিল।
সুনিয়া অনেক সাস্তি তাহারে করিল।।
তোকে পাঠাইয়া দিল করিতে প্রণয়।
তাহাকে করিলে তুই বিস্তর অবিনয়।।
বোজিল পাঠান হতে পাদসাই জাব।
মগলে পাইব রার্য্য অধিকারি হৈব।।
এইখানে বিজয় দেবে এহি অবসরে।
সশন্যে সাজিয়া চলে বঙ্গদেস তরে।।
এক লৈক্ষ কটক নৃপতি সঙ্গে চলে।
বিরদর্পে প্থিবি হইল টলমলে।।
মহাবল পরাক্রম ধাণুকি সকল।
জাহার তিরেতে ভেদে পাথর সকল।।
আর জত জুধ্যা চলে খড়গ চর্ম্ম হাতে।
মত্ত গজের দন্ত কাটে জাহার আঘাতে।।
নানা জন্ত্র নানা বাদ্য হইল বহুল।
রাজার প্রস্তান কালে হইল তুমুল।।
প্রথমে করিল গিয়া ব্রহ্মপুত্র স্নান।
ধ্বজঘাটে জাইয়া করে নানাবিধি দান।।
তির্থরাজ লোহিত্য দেখিয়া পুণ্য স্থলে।
স্নান তর্পণ দান করে কুতুহলে।।
পরশুরামের ধ্বজ ছিল জেই স্থানে।
সেখানে শুবর্ন্ন ধ্বজ করে আরোপনেঃ।
উৎসর্গ করিয়া বিপ্র সকলেরে বাটে।
বিজয়মাণিক্য কির্ত্তি রৈল ধ্বজঘাটে।।

পঞ্চ দ্রোন ভূমি দিল ব্রাহ্মণেরে দান।
সেই হনে পাচদ্রোণা হৈল গ্রামের নাম।।
ধ্বজঘাট নিকটেত পাঁচদ্রোণাগ্রাম।
নিষত করিয়া দিলেন রাজা গুনধাম।।
তাহার পরেত রাজা লক্ষ্যাতে নামিল।
লক্ষ্যাতে করিয়া স্নান বহু দান কৈল।।
ব্রহ্মপুত্রস্নায়ী বলি মোহরমারিল।
ধ্বজঘট্টপদ পুনি মোহর লিখীল।।
লক্ষ্যাস্নায়ী বলি মোহর মারিয়া।
ইছামতি নদিপথে পদ্যাবতি গীয়া।।
জাত্রাপুরে গীয়া পুনি কবিলেক স্নান।
সেখানেতে নরপতি করে বহু দান।।
পদ্যাবতিস্নায়ী বলি মোহর মারিল।
সসন্যেতে মহিপালে ভোজন করিল।।
কত দিন নরপতি রহিল তথাতে।
গোপ্তে গৌড়েস্বরলোক আসিল দেখীতে।।
এক মহাবৃক্ষপরে উঠে দুই জন।
আলোকন করিছে রাজার সন্যগণ।।
এহিকালে রাজচরে দেখিল তাহারে।
ধরিয়া আনিল তারে রাজার গোচরে।।
জিজ্ঞাসিল নরপতি সত্য করি কহ।
কাহার প্রেসক তোমি কোন স্থানে রহ।।
রাজাব বচন সুনি সেই চরে কহে।
তোমাকে চাহিতে গৌড়পতিএ পাঠায়ে।।
ই কথা সুনিয়া চর বিদায় করিল।
ই সব কহিতে গীয়া প্রাণে না মারিল।।
তবে রাজা দুই ভাট বিদায় করিয়া।
শুবর্ন্ন গ্রামেত পুনি আসিল ফিরিয়া।।
শুবর্ন্ন গ্রামের জত সুন্দরি সকলে।
ত্রিপুরার নিন্দা করে মন কুতুহলে।।

ইহা স্মনি মহারাজা কিছু হৈল রোস।
সেই হেতু তা সভারে করিল বহু দোস।
জতেক ত্রিপুর সেনা গীয়াছিল সাথে।
তা সভারে আজ্ঞা দিল শুন্দরি লংঘিতে ॥
রাজ আজ্ঞা পাইয়া তবে পরিজন লোকে।
স্মবর্ণ্ন গ্রামেত করে ইৎছাচার ভোগে ॥
তবে সরালির পথে কৈলার গড়ে আইল।
ইথানে আসিয়া তবে নদি কাটাইল ॥
ত্রিপুরার খাল বলি নাম জে রহিল ॥
নাম রাখে বিজয়নদি সেই জে নদির।
শ্রীহট্টেত গেল তবে রাজা মহাবির ॥
তরাপ জাঙ্গাল বান্দে রাজার আজ্ঞায় ॥
ত্রিপুর জাঙ্গাল বলি লোকে তারে গাএ ॥
জিনার পুরেত গীয়া খাল কাটাইল।
ত্রিপুরার খাল বলি নাম জে রহিল ॥
পঞ্চখণ্ড দেখী ক্রমে ইটাদেসে আইল।
ভানুনারাযণ তাথে তালুকদার ছিল।
চারিদিগের জমিদারে দুঃখ দিছে তারে।
সেই ভূমি দান লৈতে নৃপেত ভিক্ষা করে ॥
সেই ভূমি করিল ব্রাহ্মণ সংপ্রদান।
তাম্রপত্র করি দিল রাজা পুন্যবাণ ॥
সেই হতে চৌধুরী হইল দ্বিজবর।
পুনরপি নৃপতিতে কহিল সত্তর ॥
সর্ব্বভূমি পাইল আমি প্রতিগ্রহ তরে।
আজ্ঞা হৈলে চতুর্থাংস দিব রাজ করে ॥
পুত্রসাণুক্রমে মোর ভোগ হবে তবে।
নতুবা দুষ্টের কাছে পাছে দুষে পাবে ॥
তবে রাজা বলিল করিবা জথা মন।
করদান করিলেক ব্রাহ্মণে তখন ॥
তথা হতে নরপতি চৌয়াল্লিসে আইল।
সেখানেতে মহারাজা মৃগয়া করিল ॥
বহুদিন সন্য সঙ্গে তথাতে রহিতে।
অনাজ্ঞাতে কত লোক গেলেক লুটীতে ॥
সুর্য্যখাঁড়া নামে ছিল দুই হাজার জন।
খড়্গ চর্ম্ম জাঠি হাতে করিল গমন ॥
পরিশ্রম নাহি ধাইতে বড় তাতে পারে।
ধিরে ২ হাটীলেহ জাহে বহু দুরে ॥
সপ্তবার ধন্যসাগর ফিরিতে জে পারে।
সুর্য্যখাড়াই তা বলি বিস্রাম না করে ॥
দিবা রাত্রি সে সকল দ্বারেত প্রহরি।
দৃঢ় মুষ্টি বড় বাহু বিক্রমে কেসরি ॥
তাহার একজন গেল গ্রামেত লুটীতে।
ভঙ্গ দিল গ্রামলোক দেখীযা কুবিতে ॥
এক বাঙ্গালের নারি পাএত পড়িল।
কেসেত তাহার পাএ বন্দন করিল ॥
পাএ বান্দা গেল সে জে ধাইতে না পারে।
এতি কালে তার স্বামী আসিলেক ঘরে ॥

স্বঅক্ষর শ্রীরামনারাযণ দেবস্য

এক বাড়ি মারিলেক তাহার মাথাযে।
সুর্য্যখাড়াইত প্রাণ ছাড়ে সেই ঘায়ে ॥
রাজার গোচরে তত্ত আসিল তখন।
মহাক্রোধ হৈল তবে নৃপতিনন্দন ॥
গ্রাম সমে ধরিয়া আনিতে আজ্ঞা কৈল।
ধরিল কতেক লোক কতেক ভাঙ্গিল ॥
তথা হতে বালিসিরা আইল মহারাজা।
বিজয়পুর নাম গ্রাম বৈসাইল প্রজা ॥
কতদিন তথা থাকি উনকুটী গেল ॥
একে উনকোটী লিঙ্গ তথাতে দেখীল ॥
লঙ্গলাএ রাজা ধর্ম্মপুরেত উত্তরি।
পুজিলেক বিধিমতে তথা হরগৌরী ॥

ডাঙ্গরফার বাড়িতে রহিয়া কত দিন।
কমলার বাগ সব দেখীল প্রবিন্য॥
সেখান হনে নরপতি তমকানে আইল।
ডাঙ্গরফার অন্য বাড়ি তমকানেত ছিল॥
সেখান ত্রিপুরপতি কত দিন রহিয়া।
রাঙ্গামাটী আইল রাজা জসপুর দিয়া॥
নিজস্থানে আসি রাজা তুলাপুরুস কৈল।
আর এক দিন রাজা কল্পবৃক্ষ হৈল॥
এহি মহা দুই দান আদি ক্ষুদ্র দান।
হিরাপুরে মঠ দিল দিঘি দুইখান।
হিরাপুরে গোপীনাথ শ্রীমুর্ত্তি স্থাপিযা।
তাম্রপত্র করি দিল গ্রাম উৎসর্গিযা॥
ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মবৃত্তি বহুতর দিল।
তাম্রপত্র লিখী তাতে কবিতা লিখীল॥

শ্লোক॥

ধন্যমাণিক্যভূপালো বভূব ভূবি দুর্লভঃ।
তৎপুত্র দেবমাণিক্য তৎপুত্রবিজযঃ স্মৃতঃ॥
রাজবৃন্দশিরোরত্ন নিঘৃষ্টচরনাম্বুজ।
শ্রীমদ্বিজযমাণিক্যরাজরাজো বিরাজতে॥
ইত্যাদি শ্লোক লিখীল তথাতে।
পযারেতে পুতি বাড়ে পাবা তামার পাতে॥
দুই পুত্র হইলেক নৃপতির ঘরে।
ডুঙ্গফা অনন্ত এহি দুই সহোদরে॥
কুচরিত্র হৈল দুই নৃপতি জানিযা।
জাতপত্রীফল বুজে দৈবজ্ঞ আনিয়া॥
দুই কুষ্ঠি বিচার করিল চতুর্ব্বেদ।
নানা সাস্ত্র নানামত দেখে নানা ভেদ॥
ডুঙ্গরফার কুষ্ঠিতে দেখীল ছেদজোগ।
অনন্ত পত্রিতে পাইল রার্য্য ভোগ॥
ইহা সুনি নরপতি মনে বিবেচিয়া।
ডুঙ্গরফারে জগন্নাথে দিল পাঠাইয়া॥
ক্ষেত্রের রাজার স্থানে লিখীল নৃপতি।
বিনয় করিয়া বহু ত্রিপুরের পতি॥
আমার তনয় জাইতে শ্রীমুখ দেখীতে।
তাহাকে রাখীবা রাজা নিজ পুত্র মতে॥
মুকুন্দ দেবেত রাজা লিখাল লিখন।
ডুঙ্গরফা পুত্রেরে রাজা করাইল গমন॥
অনেক সুবর্ণ দিল আজন্ম খাইতে।
জগন্নাথ পুজিতে দিলেক সতে ২॥
এহি মতে তথা গেল ডুঙ্গরফা কুমার।
অনন্ত পুত্রকে রাখে রাজা করিবার॥
সে সুতের কুচরিত্র দেখীযা নৃপতি।
মনে ভাবে রাজ্যের জে কিবা হবে গতি॥
তবে রাজা ভাবিযা নিশ্চয কৈল মনে।
সমন্দ করিব গোপীপ্রসাদের সনে।
তাহার যাছিল কন্যা অতি রূপবতি।
বিভাহ করাইল রাজা আপনা সন্তুতি॥
গোপীপ্রসাদকে রাজা কহিল বিস্তর।
আমার বচন সুন সেনাপতি বর॥
অতিপুর্ব্বে ছিলা তোমি সকলের ছোট।
আমা হতে হৈলা বড় অন্য হৈল খাট॥
ধ্বজ বজ্র রাজচিহ্ন দেখী তোমা করে।
সেই হেতু সেনাপতি করিল তোমারে॥
সেই হেতু তোমা সঙ্গে কৈল কুটুম্বিতা।
আমার পুত্রের তোমি হৈবা পালাইতা॥
ইহারে সুনিয়া গোপীপ্রসাদে সত্য করে।
সালগ্রাম হরিবংস তবে পর্ষ করে॥
এহি দিব্ব কৈল আমি সুন মহারাজ।
জথাসক্তি করিব তোমার পুত্রের কাজ॥
সত্তবাক্য সুনি তবে ত্রিপুরের পতি।

তাহার হস্তেত দিল আপনার সন্ততি ॥
পুত্রকে তোমাতে দিল স্নুন সেনাপতি।
জে রূপে সে রাজা হএ করিবা সেমতি ॥
প্রণাম করিল সে যে ভূমিগত হৈয়া।
করজোড়ে নিবেদিল রাজাকে দেখীয়া ॥
নিবেদন করি কিছ মহারাজার পায়ে।
নিজ দাসকে এত কথা কৈতে না জুয়ায়ে ॥
এহিরূপে মহারাজা পুত্র সমর্পিল।
ব্যাল্লিস বৎসর রাজা রার্য্য ভোগ কৈল ॥
সাতচল্লিস বৎসর বয়স হৈল জবে।
দৈবগতি রাজার সিতলা হৈল তবে ॥
কবিরাজে তিকিৎসা করিল বহুতর।
তথাপি দারুন রোগ না হৈল অন্তর ॥
রোগেতে হইল রাজা সরির জর্য্যর।
রাম রাম স্বরণে তেজিল কলেবর ॥
কোলাহল হইলেক রাজার মরণে।
ভূমিত পড়িয়া সব করএ ক্রন্দনে ॥
স্নুস্তির হইয়া তবে কতক্ষন পরে।
তান পুত্র অনন্তমানিক্য রাজা করে।
তার পরে নৃপতিরে স্নান করাইল ॥
পুরবাসি লোক সবে মহারোল হৈল ॥
নানা অভরণ বস্ত্র বিবিধ প্রকার।
পৈরাইল রাজারে জেমত ব্যবহার ॥
বাদ্যভাণ্ড দুন্দুভি কর্ণাল মৃদঙ্গে।
হস্তি ঘোড়া সন্য চলে চতুর্দ্দোল সঙ্গে ॥
মহাদেবি আছিল জুগ্য রাজভোগ্যা।
শ্বসানেত চলে তাইতে জে জোগ্যা ॥
বৈকুণ্ট পুরিতে স্থান সঙ্করে করিল।
স্রাদ্ধাদি করিয়া মঠ শ্বসানেত দিল।
মুক্তিসিলা নাম তার লোকেতে রহিল।
এহিমতে তান কির্ত্তি লোকে জে ঘোসিল॥*॥

ইতি দুর্য্যখণ্ডে বিজয়মাণিক্য
স্বর্গারোহণ ॥*॥

বিজয়মাণিক্য রাজা পরলোক পরে।
তান পুত্র অনন্তমাণিক্য নাম ধরে ॥
গোপীপ্রসাদ নারায়ণ রার্য্যের প্রধান।
রাজাকে ভোজন করাএ আপনার স্থান ॥
জেই দিন তার ঘরে রাজা নহি আইসে।
ভোজন করাএ নিত্য আসিয়া বিসেসে ॥
নিতি ২ আইসে রাজা তার ঘরে খাইতে।
তার কন্যা রাজপত্নি বিরোদ্ধ এহাতে ॥
রাজা হৈয়া পরগৃহে নিত্ত কেনে জায়।
আপনার নাম তোমি আপনে ঘাটায় ॥
ই কথা স্নুনিয়া রাজা কহিল তখনে :
সমুরে ডাকিয়া নিতে রহিব কেমনে ॥
পিতাএ সমর্পিয়া গেল তাহার হস্তেতে।
তান আজ্ঞা লংঘীয়া রহিব কেন মতে ॥
এহি মতে নরপতি অনন্তমানিক্য।
দানে ধর্ম্মে রূপে গুণে দেখিতে অসক্য।
কতদিন পরে রাজা কর্ম্ম অণুসারে।
জ্বরদসাতে রাজা ত্তেজে কলেবরে ॥
অধিকারের প্রজা সব হইল ফাফর।
গগন ভাঙ্গিয়া জেন পড়িল উপর ॥*॥

ইতি অনন্তমাণিক্য স্বর্গধ্যায় ॥*॥

গোপীপ্রসাদ নারায়ণ সেনাপতি ছিল।
অনন্তমাণিক্য পরে সেই রাজা হইল ॥
গৌরীপ্রসাদ নারায়ণ নাম ছিল জার।
উদয়মাণিক্য রাজা নাম হৈল তার ॥
উদয়মাণিক্য রাজা চন্দ্রপুরে গেল।
নিজ গৃহ সিংহাসন সেখানে করিল ॥

গৌড়েশ্বরে সুনিল বিজয় দেব মৈল।
চৌদ্ধ স চৌরান্যৈ সকে অন্য রাজা হৈল॥
রাজবংস উপযুক্ত রাজা নহি সুনি।
চাটীগ্রাম লইতে কটক ভেজে পুনি॥
উদয়মাণিক্য রাজা এহি তত্ত পাইয়া।
রনাগল নারায়ণকে দিল পাঠাইয়া॥
দাড়রা দেসের পথে রাজসন্য আইসে।
তোমি চল সেনাপতি সেখান বিসেষে॥
বড় ভগ্নির পতি রনাগল নারায়ণ।
সেনাপতি কৈল তাকে আপনা কারণ।
বায়ন্য হাজার সন্য তার সঙ্গে দিল।
আর জত সেনাপতি তার সঙ্গে নিল॥
চন্দ্রদর্পনারাণ চন্দ্রসিংহনারায়ণ।
উড়িয়ানারায়ণ আর ভিমনারায়ণ।
ইত্যাদি করিযা সেনাপতি লৈয়া সঙ্গে।
জুদ্ধ করিবার বৃদ্ধ চলিলেক রঙ্গে॥
খণ্ডনেত গীয়া তারা গড় করি ছিল।
পাঠান আইসে বলি সাবহিত হইল॥
ঘাট আদি পথক্রম পাঠানের গণ।
চাটীগ্রাম জাইব হেন বোজীল লক্ষণ।
এহি জুক্তি মনে করি রনাগল বুড়া।
পাটনার নিকটে গেল লৈয়া হস্তি ঘোড়া॥
বিজয়মাণিক্য কালে মারিছে পাঠান।
তাহাতে বৃদ্ধের মনে বড় অপমান॥
মারিব পাঠান জেন শৃগাল খেদাএ।
অহংকারে মত্ত হৈয়া রাত্রিজোগে জাএ॥
স্থানে ২ বৈসাইল জত হস্তি ঘোড়া।
সন্যের বিভাগ করি রাখীলেক বুড়া॥
এহিরূপে নানাস্থানে সেনা জদি গেল।
গড়েতে পাঠান সন্য আসিয়া মিলিল॥
গড় মারি লহিলেক পাঠানের বল॥
বৃদ্ধ রনাগল তবে হইল বিকল॥
ভঙ্গ দিল রাজ সন্য আপনা ইংছায়ে।
হস্তিনির পরে বৃদ্ধ বনেত পলায়ে॥
দুর হতে দেখীলেক পাঠানের বল।
পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া জাএ পাঠান সকল॥
বিক্রম করিয়া তারা পাছে ২ চলে।
বহুল ত্রিপুরা কাটে পাঠানের বলে॥
ত্রিপুরে পাঠানে তবে বহু জুদ্ধ করে।
মহা ২ বির সব জুদ্ধ করি মরে॥
পাচ হাজার পাঠান সন্য পড়ে সেই রণে।
চল্লিস হাজার পড়ে ত্রিপুরার গণে॥
রণ সেষে জত ছিল সব গেল ঘরে।
চাটীগ্রাম লইলেক পাঠান দুস্করে॥
গৌড়পতি সুনিলেক এহি সব কথা।
আনন্দ হইয়া অন্য সন্য ভেজে তথা॥
পিরোজ খাঁ উলিয়ার খাঁ আর সন্যগণ।
পাঠাইল গৌড়পতি বহু করি মান॥
দ্বাদস বাঙ্গালা দিল তাহার সহিত।
ই সকল সন্যে করে জুদ্ধ বিপরিত॥
নিজ সন্য ভঙ্গ দিল সুনি নরপতি।
জুদ্ধ জিনিবারে কৈল অন্য সেনাপতি॥
অরিভিমনারায়ণ ছিল সেনাপতি।
তখনে হইল রাজা পালিবারে ক্ষিতি॥
তোমি জুদ্ধ সেখান করিলাবহুতর।
তোমার রণেত সক্র মরিল বিস্তর॥
উদয়মাণিক্য রাজা জানিয়া আপনি।
রাজবিজ্যে জন্ম তোমার লোক মুখে শুনি॥
জুদ্ধেত বিক্রম তোমার দেখীয়াবিসাল।
সেই হেতু সমাদর কৈল মহিপাল॥

অমরমাণিক্যে তবে জিজ্ঞাসিল পুনি।
আমার জন্মের কথা কি কহিলা তোমি ॥
বিসেসিয়া কহ স্তুনি অহে নারায়ণ।
আমার জন্মের কিবা জান বিবরণ ॥
রাজার আজ্ঞার পরে কহে সেনাপতি।
অবধান কর রাজা ত্রিপুরের পতি ॥
শ্রীদেবমাণিক্য নৃপ একদিন রঙ্গে।
নৌকাবেহারেত গেল আমি ছিল সঙ্গে ॥
তাহাতে তোমার মাতা অতি স্তুচরিতা।
নদিস্নানে আসিছিল দেহড়াইত্বহিতা ॥
অতি রূপবতি কন্যা দেবকন্যা তুলে।
তাহাকে দেখীয়া রাজা পড়ি গেল ভোলে ॥
স্তুন্দরি দেখীয়া তানে করিল গ্রহণ।
তাহাতে রহিল গর্ব্ভ অপুর্ব্ব লক্ষণ ॥
সেই গর্ব্ভে তোমি হৈলা দসমাস পরে।
প্রকাস না কৈলে রাজা মহিসির ডরে ॥
বিজয়মাণিক্য রাজা পরে ইহা স্তুনি।
ভ্রাতি বলি তোমারে রাখীল মহামানি ॥
রাজার তনয় তোমী এহি আমি জানি।
পঞ্চ বর্ষে সকল জে বোজিলা আপনি ॥
উদয়মাণিক্য রাজা দেখীয়া বৃতান্ত।
জানিয়া তোমারে স্রদ্ধা করিত নিতান্ত ॥
সেই রাজা পঞ্চ বর্ষ রায্য ভোগ্ন কৈল।
করিল নানাণ ভোগ প্রতিজ্ঞা পালিল ॥
উদয়মাণিক্য ছিল অতি অণুপাম।
চন্দ্রসাগর রাখিলেক দিঘিকার নাম ॥
বহুল করিয়া জত্ন এক মঠ দিল।
চন্দ্রগোপীনাথ নাম শ্রীমুর্ত্তি স্থাপিল ॥
রাঙ্গামাটীর নাম উদয়পুর কৈল।
উদয়মাণিক্য রাজা উদয়পুরে মৈল ॥

তার পুত্র লোকতরফা জয়মাণিক্য হইল।
বৃর্দ্ধের হস্তেত তারে সমর্পিয়া গেল ॥

ইতি উদয়মাণিক্য সমাপ্তধ্যায় ॥*॥

এত জদি রণচতুর নারায়ণে কৈল ॥
অমর মাণিক্য রাজা সন্তোস হইল ॥
পুর্ব্ব ২ নৃপতির স্তুনিলেক কথা।
দত্যখণ্ড পুথি তবে করিলেক গাঁথা ॥
ত্রর্য্যখণ্ড বলিয়া পুস্তক নাম রাখে।
শ্রীধর্ম্মমাণিক্য হতে রাজা তাতে লিখে॥
সেই পুস্তক পরে গোবিন্দদেবে পাইল ॥
তাহার পরে রাজা পুস্তক গাঁথিল ॥

ইতি ত্রর্য্যখণ্ড সমাপ্ত ॥

গোবিন্দমাণিক্য রাজা বড় পুণ্যবান।
পুর্ব্ব ২ রাজা সবের স্তুনিয়া বাখান ॥
শ্রীধর্ম্মমাণিক্য রাজা পুর্ব্বে জিজ্ঞাসিল।
ত্রল্লভেন্দ্র চন্তাই তাহাতে কহিল ॥
তার পরে অমরমাণিক্যে জিজ্ঞাসিল।
রণচতুরনারায়ণে তাহাতে কহিল ॥
পুর্ব্বরাজাগুণগানে পুস্তক লিখীল।
অমর মাণিক্য হতে রাজা না লিখীল ॥
তারপরে জে জে রাজা হইল ত্রিপুরে।
কেবা কোন কর্ম্ম কৈল কহ মন্ত্রিবরে ॥
পুর্ব্ব নরপতি সবের প্রসঙ্গ বিস্তারি।
কহিব তোমার স্থানে স্তুন মন করি ॥
অবধান কর রাজা পুর্ব্ব রাজনীতি।
অমরমাণিক্য হতে কহিব সম্প্রতি ॥
উদয় মাণিক্য রাজা মরণ হইল।
তাহার তনয় জয়মাণিক্য রাজা হৈল ॥
বৎসরেক রাজা হৈয়া ছিল সেই জন।
দৈবজোগে তান পুনি হইল মরণ ॥

অমর মাণিক্য রাজা তার পরে হৈল।
বহু সুখে চিরকাল রার্য্যকে পালিল ।।
এক দিন মহারাজা বৈসে সিংহাসনে।
এহি কালে কহে রণচতুর নারায়ণে ।।
তোমার রার্য্যেত বহু শুখে আছে প্রজা।
বহু দেস অধিকারি হৈছ মহারাজা ।।
নানা দেসি রাজা তোমা করে বহুমানে।
তরপের জমিদারে তোমারে না মানে ।।
ইহা সুনি মহারাজা বড় ক্রোধ হইল।
নিকটে থাকিয়া বেটা আমা না মানিল ।।
অমর মাণিক্য রাজা বিস্বা[সে]তে পুছে।
দিঘিকা কাটীতে কেবা কত দাড়ি দিছে ।।
কৃষ্ণচন্দ্রনারায়ণ বিস্বাস প্রধান।
রাজার সাক্ষ্যাতে কহে দাঁড়ির প্রমান ।।
সহস্র পদাতি সঙ্গে সুসর্য্য করিয়া।
ইছাখাঁম সনন্দ আনি দিছে পাঠাইয়া ।।
চান্দ রায় জমিদার বিক্রমে কেসরি।
সপ্ত সত প্রমাতে দিয়াছে দাঁড়ি ।।
বাকলার বসু দিছে সপ্ত সত জন।
ভূষণারা দিয়া আছে দাঁড়ি তত জন ।।
ভাওয়ালি দিছে ইছাখাঁর অনুমতি।
আষ্টে গ্রামে পঞ্চসত সুনহ নৃপতি ।।
বানিয়াচেঙ্গেতে দিছে দাঁড়ি পঞ্চসত।
রাজরাওয়ানিয়া দিছে দুইপঞ্চসত ।।
সরাইল ভুলুয়া দিছে পঞ্চ হাজার।
সকলে দিয়াছে দাঁড়ি জত জমিদার ।।
অমর সাগর কাটীতে সর্ব্ব দাড়ি দিছে।
দ্বাদস বাঙ্গালাএ দিছে তরপে না দিছে ।।
শুনিয়া নৃপতি তবে বড় ক্রোধ হৈল।
রাজধরনারায়ণ পুত্রকে পাঠাইল ।।

দ্বিপদি ॥

রাজধর নামে রাজার বেটা।
সোনালি কাবাই সোনালি পাটা ।।
রঙ্গে ২ পৈরে রাজতনয়।
এমন রূপ কি ভুবনে হয় ।।
সঙ্গে জাইতে সাজে বাইস হাজার।
সজাতি অজাতি জুদ্ধা দুর্ব্বার ।।
সেনাপতি জত সঙ্গেতে লৈল।
তার নাম কিছু কহিতে হৈল ।।
চন্দ্রদর্প আর ছত্র নাজির।
চন্দ্রসিংহ অবিভিম শুধির ।।
সুরাষ্টনারান সিবপ্রতাপ।
চলিয়া বলাইলে সত্রুর প্রতাপ ।।
রাজার স্যালক রণগীরি।
বিক্রমনে সরি সমান করি ।।
রণভিম চলে সন্য পালিয়া।
রণজুঝার চলে রণরসিয়া ।।
গজঝম্প চলে গজগমনে।
অর্জুন ২ সমান রণে ।।
হরিচক্র নারায়ণ চলে।
হরির চক্র মত দহিতে পারে ।।
গজসিংহ চলে সিংহের মত।
বিক্রমনারায়ণ বিক্রম তত।
পতাপ সিংহেহ করিলে গতি।
জার ভয়ে কাপে গৌড়ের পতি ।।
চন্দ্রহাস চলে সুন্দর ধির।
সুর্য্যপ্রতাপ জে বড় শুধীর ।।
হিঙ্গুলনারায়ণ রক্ত সরির।
রণসিংহ চলে রণেত বির ।।

আসাবস্তু চলে করিয়া আসা।
রণেতে ঐরিকে করে নিরাসা ।।
সমর বিজয় চলিল পরে।
জারে দেখীয়া ঐরি মরিবে ডরে ।।
এহি আদি করি সেনার পতি।
রাজার বেটার চলে সঙ্গতি ।।
সত সেনাপতি ত্রিপুর বলে।
বঙ্গ সেনাপতি অন্য আছিলে ।।
বাঙ্গালেত বড় প্রতাপ রায়।
জার দুই হাজার সেনা নপুর পায় ।।
ঢাল বান্দে পাছে খড়গ সাজে।
জাঠা করে ২ নপুর বাজে ।।
গড়ুরনারায়ণ করিল বুহ।
গড়ুরের মতে সন্য সমুহ ॥
চক্ষুদেসে রাখে এক প্রবল।
দুই সেনাপতি মস্তকস্থল ।।
গৃবাতে রহিল কতেক জনা।
উদরে ভরিল কতেক সেনা ।।
আর ভরিলেক ঘোড়া হাতি।
সেখানে রহিল দুই সেনাপতি ।।
উদর করিল জুবক দিয়া।
বির সক[লা] থাকে বহু সোভিয়া ॥
দুই পদে রৈল পদাতিগণে।
হাতে রহিলেক রাজনারাণে ॥
আর জত বির সাজাইয়া ভাল।
ত্রিপুরকটক চলে বিসাল ।।
রাজার আদেস ইছা খাঁ স্থনে।
বহুলোক সঙ্গে চলে আপনে ।।
দ্বাদস বাঙ্গলা লইছে সাতে।
ইছা খাঁ আসিয়া মিলিল পথে ।।

তবে তরপের মুছে লস্কর।
আর বির নাম বৈকুণ্টেস্বর ।।
ধরিয়া দুজন ভরিয়া কোটে।
ত্বরা পাঠাইল রাজা নিকটে ।।
পরে রাজধর রাজকুমার।
চলিল শ্রীহট্ট দেস মাঝার ।।
ফতে খাঁ পাঠানে ই কথা শুনে।
জুদ্ধ দিতে আইল বিরূপ মনে ।।
পঞ্চসত ঘোড়া তাহার সাতে।
জুদ্ধ করিবার আসিল পথে ।।
অল্প দেখে তবে পাঠান বলে।
সোয়ার উপরে হাতিক পেলে ।।
ইহা দেখী তবে জতেক ত্রিপুর।
হাতিতে চড়িয়া চলিল স্থুর ॥
পঞ্চসত ছিল পাঠানবলে।
একা হৈয়া সত হাতিকে পেলে ॥
দেখিয়া পাঠান হইয়া রঙ্গ।
তিরেতে ভেদিল গজের অঙ্গ ।।
তিরবৃষ্টি করে তার উপরে।
চর্ম্ম মর্ম্ম ভেদে পসে শরিরে ।।
তির বরিসনে সুর্য্যকে ঢাকে।
অন্দকার হৈল কিছ না দেখে ।।
ক্ষেনেক পরে সেই জে বির।
ঐরি বল দল করিল অস্থির ।।
হস্তি ফিরাইয়া নিজ সেনাতে।
আসিলেক পুনি ঐরাবতেতে ।।
রাজধরপুরে রাজকুমারে।
সিরপায় দিল মন্ত্রিবরে ।।
তবেত পাঠান একতা হৈয়া।
মত্ত গজ সব আগে করিয়া ।।

জদ্ধ দিতে আইল রণের মাঝার।
ইহা দেখীয়া রূসে রাজকুমার ॥
সেনাপতি সব রূসিত মনে।
দস চন্দ্রবান করে সন্দানে ॥
চন্দ্রবান বহে পাঠান বলে।
বহুল দেখীয়া ত্রিপুর দলে ॥
ভয়েত য়াসিয়া পাঠান মিলে।
আনন্দ হইল ত্রিপুর দলে ॥
ইহা দেখীয়া ত্রিপুর রাজা।
না মারিল তারে মিলিল প্রজা ॥

ইতি শ্রীহট্ট বিজই অধ্যায় ॥

রাজধর নারায়ন শ্রীহটে গেল।
আদি রাজধরি নামে দিঘিকা দিল ॥
শ্রীহট মলারার উচা ভাঙ্গা গেল।
শ্রীহট বিজই বলি মোহর খুদাইল ॥
পনর স চারি সকে পৌষ সেষে রহিয়া।
মাঘের পনর দিনে ফতে খাকে লৈয়া ॥
রাজধরনারায়ণ ছুলালির পথে।
ইটানি হইয়া গেল উনকুটী তির্থে ॥
স্নান দান করি তথা রাজার কুমারে।
পিতা দরসনে গেল উদয় নগরে ॥
ভাল দিনে মিলাইল ফতে খা পাঠান।
হস্তি ঘোড়া সনে দিল বসিবার স্থান ॥
এহিরূপে ফতে খাঁ তথাতে রহিল।
ত্রিপুরের পতিতে সমস্ত নিবেদিল ॥
বার্ষিক পঞ্চাস ঘোড়া তাহার খাটীব।
পরিমিত রাজার নিকটেত থাকিব ॥
এহি সব কথা জদি রাজাতে কহিল।
খিলায়ত দিয়া তাকে বিদায় করিল ॥

পসাদ পাইয়া তবে ফতে খাঁ পাঠান।
প্রণমিয়া গেল তবে আপনার স্থান ॥
তরপের জমিদার মৃছে লস্কর ছিল।
পসাদ পাইয়া সেই বিদায় হইল ॥
অমর মাণিক্য রাজ চক্রবর্ত্তি হৈল।
তান কালে বারবঙ্গ পণয় মিলিল ॥
চৌদ্দ স উনসত সকে অমর দেব হইল
পনর স পুরা সকে ভুলুয়া লুটীল ॥
দুল্লভ নারায়ণ শুর ভুলুয়া জমিদার।
রাজার সমান সে জে তেমত সংশার ॥
পতি পুরূস তারা ত্রিপুরেত মিলে।
এহার পুর্ব্বে উদয় মাণিক্যেত না মিলে ॥
উদয় মাণিক্য রাজা ছিল সেনাপতি।
সেই হেতু না মিলিল ভুলুয়ার পতি ॥
উদয় মাণিক্য রাজা পাঠাইল লিখন।
তাহাকে উত্তর লিখে দুল্লভ নারায়ণ ॥
সেনাপতি রাজা হৈছ উদয় মাণিক্য।
দুল্লভ মাণিক্য আমি তোমা সম পক্ষ ॥
ইহা শুনি উদয় মাণিক্য ক্রোধে জলে।
করিতে না পারে কিছু জুঝে গৌড়বলে ॥
পরে জদি অমর মাণিক্য রাজা হইল।
মাণিক্য না লিখ নাম তাহাকে লিখীল ॥
না মানিল আজ্ঞা সে জে মত্ত মান হএ।
তোমি না হইতে রাজা মোর নাম হএ ॥
বিজয় মাণিক্য রাজার জমিদার আমি।
তাহান বড়ুয়া লোক আছিলা আপনি ॥
আপনে হইছ রাজা বড়ুয়া তনয়।
এহাতে আতঙ্গ কর কিবা অতিসয় ॥
এহি সব কথা আসি কহিলেক দুতে।
কাপিলেক নরপতি ক্রোধ অদভূতে ॥

সেই ক্ষণে আজ্ঞা করে ত্রিপুরের পতি।
হস্তি ঘোড়া সঙ্গে চলে বহুল পদাতি॥
আপনে চলিল রাজা চরি পুত্র সঙ্গে।
সর্ব্ব সন্য সাজিয়া চলিল মণ্রঙ্গে॥
সিংহসরভনারায়ণ চলিল উজির।
রাজার শ্যালক চলে ছএনাম নাজির॥
উত্তরিল নরপতি ভুলুয়া দেসেতে।
লুটীতে লাগীল সন্য জার জে উচিতে॥
দুল্লভ রায় তিন সত ঘোটক লইল।
পাঠান চাকর রাখী জুঝিতে আসীল॥
নৃপতির সন্যে তাকে বেড়িল সত্তর।
ভঙ্গ দিল তারা সব ঘোটক উপর॥
দুল্লভ মাণিক্য তবে বাকলাতে গেল।
কন্দর্প রায় জমিদারে তাহাকে মারিল॥
স্থনিয়া অমরদেবে তাহাকে শুনিয়া।
লুটীল সকল দেস হরসিত হৈয়া॥
গো মহিস আদি মণুস্য লুটীল।
বিক্রম করিতে তাকে রাজা আজ্ঞা কৈল॥
গো মহিস বেচিলেক মুল্য চারিপণ।
মণুস্যের মুল্য হৈল জনেকে কাহণ॥
শ্রীহট্টের লোকে কিনে রাজার আজ্ঞায়।
এহি মতে নর নারি সব বিক্র জায়॥
রাজার প্রধান পুত্র দুল্লভ নারায়ণ।
সেনাপতি সনে দুল্লভ নারায়ণের রণ॥
বড় পুত্র বহু সন্য সঙ্গে দিয়া তথাতে।
মহারাজা আসিলেক উদয়পুরেতে॥

ইতি ভুলুয়া জয়ধ্যায়॥

রাজদুল্লভ নারায়ণ প্রধানকুমার।
ছয় মাষ আছিলেভূক ভুলুয়া মাঝার॥
লোনা জলেস্বরিতে মহা কষ্ট হৈল।
স্থনিয়া অমরদেবে পুত্রকে আনাইল॥
জসোধরনারায়ণকে থানাতে রাখীয়া।
রণবল্লভ নারায়ণ উত্তরে আসীয়া॥
তার কত দিন পরে বাঙ্গালা লইতে।
দিল্লির অমরা আইল বঙ্গে আকস্মাতে॥
ভঙ্গ দিল ইছা খাঁ প্রভৃতি বাঙ্গালাতে।
উদয়পুর আসিলেক রাজার সাক্ষাতে॥
রাজার সাক্ষাতে গীয়া শুভ দিনে মিলে।
আপনার দুঃখ সব রাজাতে কহিলে॥
তাহার কাকু দেখি রাজা করুণা হইল।
জেষ্ঠ পুত্র সঙ্গে তান বন্ধুতা করাইল॥
কত দিন এহি মতে আছিল তথাতে।
নিত্য জাহে নৃপ স্থানে কটক চাহিতে॥
জবেত বারাম হএ দ্বারে বসি থাকে।
অভ্যুত্থান নহি করে সেনাপতি লোকে॥
দুক্ষিত হইয়া পুছে বাজিত খাঁর ঠাই।
বাজিত খাঁ বলে অন্য দেস তোমা নাই॥
রাজা ভালবাসে তোমা করে সমাদর।
সম্ভাসা না করে তারা গুমান বিস্তর॥
কিছ কায্য নাহি তোমা ই সকল সাতে।
প্রণয় করহ তোমি উজির সঙ্গেতে॥
তাজ খাঁ বাজিত খানে ই কথা কহিল।
তাহা স্থনি ইছা খাঁনে মনেত ভাবিল॥
রাজমহেসির আমি সরন লইব।
তবে সে আপনা কার্য্য করিতে পারিব॥
জননি বলিয়া ভক্তি অনেক করিল।
আপনা দুক্ষের কথা সকল কহিল॥
মহাদেবি স্থবারিস করিল রাজাতে।
বায়ন্ন হাজার সন্য তার সঙ্গে দিতে॥

ই কথা শুনিযা বাজা আদেস করিল।
ইছা খাঁন মসনন্দ আলি পদবি হইল॥
মসনন্দ আলি বলিযা লোকেত ক্ষ্যাতি হৈল।
পঞ্চ হস্তি দস ঘোডা ইনাম পাইল॥
সিংহ সব্ব নাবাযণ উজিব সহিতে।
বাযন্ন হাজাব সন্য দিল তাব সাতে॥
সন্য লইযা ইছা খান দেসেত আসিল।
ইহা স্রুনি বঙ্গসন্য ভঙ্গ দিযা গেল॥
জবনেব ভঙ্গ হেল হছা খানে স্রুনি।
দ্বাদস বাঙ্গলা একতা হইল পুনি॥
পাইল আপনা দেস হছা খান তেজা।
শুনিযা একান্ত তুষ্ট হেল মহাবাজা॥
নানা সুখে মহাবাজা প্রজাগণ পালে।
কত দিনে নৃপতিব জেষ্ঠ পুত্র মৈলে॥
সুক অতিসয পাহে নৃপতি তখন।
জববাজ কবিল বাজধবনাবাযণ॥
বণবল্লভ নাবাযণ কৈলাব গডে ছিল।
সন্য সঙ্গে তথা গীযা লস্কব হইল॥
এক দিন মহাবাজা দিপবেব পাত।
সিকাব কবিতে গেল সঙ্গে সেনাপতি॥
কৈলাব গডপথে বাজা সবালিতে গেল।
দাউদপুব আসি বাজা বাঙ্গলা মিলিল॥
সেখানে মিলিল তাবা সিলঘাট নাম।
মিলিযা সকল গেল জাব জেই গ্রাম॥
তবে রাজা সিকাব কবিযা বহুতব।
তিতাস পাব হইযা গেল সবাইল ভিতব॥
ব্যাল্লিষ গ্রাম আছে অবণ্য অপাব।
বেডিল অনেক জন্তো তাহাব মাঝাব॥
মহিস গবয গণ্ডা মৃগ জাতি যাব।
সকল গণনা করে চতুর্দ্দষ হাজাব॥

পনব স এক সকে সিকার কবিল।
সেই বল বাজধব বৈসাইতে লাগীল॥
স্নিলেক মহাবাজা পুত্রেব বচন।
সনদ কবিযা বাজা দিল ততক্ষণ॥
কৈলাব সিমানা কবি পিতাতে চাহিযা।
বৈসাইল ব্যাল্লিস গ্রাম আপনা পাটা দিযা॥
বাজধবনাবাযণ বাজা হইলেক জবে।
মজিলিষ খা জমিদাবে মাগীলেক তবে॥
তুষ্ট হেযা সেই গ্রাম বাজ তাকে দিল।
সেহ হতে ব্যালিস গ্রাম সবালিতে গেল॥
অমব মাণিক্য বাজা সিকাব কবিযা।
পুনবপি দেসে আইল সর্ব্বসনা লৈযা॥
জই সকে মহাবাজা সিকাব কবিল।
সেই সকে জস মাণিক্য জন্ম হেল॥
নৃপতিব পুত্র হৈল আনন্দ অপাব।
মাঘ মাষে বাণিজোগে জন্মিল কুমাব॥
তাহাব কুষ্টিব কথা শুন দিযা মন।
লিখীল জন্মেব ফল অপব্ব কথন॥
ককট লগেত জন্ম মেসেত মঙ্গল।
মকবেত ববি বুধ ধনু শনি বল॥
তুলাতে বৃহস্পতি কুম্ভে চান্দ বাহু।
আব স্রুক্র কহে দৃষ্টি না কবিযা বহু॥
চান্দ বাহু স্রুক্র অষ্টমেত বহে জবে।
নিশ্চয তাহাব ছেদজোগ হএ তবে॥
মঙ্গল আছিল মেসে এই বাজজোগ।
দ্বাবিংসতি বৎসবেত ফলিব বাজভোগ॥
এহি ফলে জন্মপত্রি তাহাকে লিখীল।
বাসত্তবি বৎসবে সে জে মথুব্ধ পাইল॥
জস মাণিক্যেব জন্ম অথনে কহিল।
বাজ্য ভোগ কথা জত অথনে বহিল॥

পনর স দুই সক ভাদ্র মাস জবে।
বৈকালে কৈল্যাণ মাণিক্য জন্ম হৈল তবে॥
অমর মাণিক্য রাজা দুই রাজা জানি।
জসোদেব শ্রীযুত কৈল্যান নৃপমণি॥
জসোমাণিকের অষ্ট মাষের অন্তর।
জন্মিল কল্যাণ মাণিক্য নৃপবর॥
তান জন্মপত্রির ফল স্থন সর্ব্বজন।
অপূর্ব্ব সময় সর্ব্ব অপূর্ব্ব লক্ষণ॥
ভাদ্র মাসে দিবা দুই প্রহর সময়।
অভিজিত মূহুর্ত্ত তাকে জোতিশেতে কয়॥
সেই সময়েত পুনি লগ্নেতে বৃশ্চিক।
তাহাতে জন্মিল রাজা কল্যাণ মাণিক্য॥
লগ্নেত শুস্থির দেবগুরু বৃহস্পতি।
মকরেত সনি কুম্ভ রাহুর জে স্থিতি॥
আরদ্রা মিথুনে চন্দ্র সুক্র কর্কটেতে।
রবি আর ধরনিশুত আছিল সিংহেতে॥
লগ্ন একাদস স্থানে সানিপুত্র ছিল।
সিংহে রাহু নবগ্রহ আছিলেক ভাল॥
শনি রবিজ জদি থাকে তৃতীয ভূবনে।
কর্ম্মেত বৃহস্পাত হৈলে রাজজজ্ঞগণে॥
কর্ম্মেত বিস্তর গ্রহ আসি বব বাচে।
উনচল্লিষ বর্স পুনি রাজ্যভোগ আছে॥
পনর স বিরাসি সকে জৈষ্ঠ মাসে।
সপ্ত দিন মাষের থাকিতে অবসেষে॥
তিথী কৃষ্ণা নবমি মঙ্গলের দিনে।
মহারাজা করিলেক বৈকুণ্ট গমনে॥
তাহার জর্ম্মের কথা এবে কিছ কৈল।
রার্য্যভোগ সব কথা অথনে রহিল॥
মাতামহগৃহে কৈলাগড়ে জন্ম হৈল।
রণভুল্লভনারায়ণ মাতামহ ছিল॥

অতিবৃদ্ধি স্থুক্লবর্ন্ন রোম সব হৈছে।
দৈবগ্যে লিখীয়া পত্রি তার পাষে দিছে॥
কহিল পত্রির কথা রাজজোগ বঠে।
সাম্বযোগ এহিমত অন্যেতে না ঘটে॥
শুভক্ষণে দহুত্র দেখীয়া ততক্ষণে।
বিবেচনা করে রণ বল্লভনারায়ণে॥
রক্ত বর্ণ দীর্ঘ চর্ম্ম হস্তের তালুকা।
মধ্যম অঙ্গ লি মধ্যে অপূর্ব্ব যে রেখা॥
মধ্যম অঙ্গলী মধ্যে রেখার প্রমাণ।
তর্য্যণি অঙ্গুলি থাকে রেখার সমান॥
গোড়া ছোট্ট নৌখ ঠট তর্য্যণি মাঝারে।
গ্রাস মুখে দিতে পুনি সে থাকে বাহিরে॥
দুই হস্ত তর্য্যায় এমত ছিল তার।
আকার দেখীএ জেন রাজার কুমার॥
আর বিলক্ষণ বাম হস্তের অঙ্গুলে।
মধ্যমাকে জিনি দীঘ অনামিকা ছিলে॥
ধ্বজকুণ্ড রেখা হস্তে ত্রিকোণ দণ্ডসমে।
মধ্যম অঙ্গ লি জিনি অনামিকা ছিলে॥
জেমত পাঘর বীজ পক্যতা পাইল।
তেমত আকার ছিল দুই করতল॥
অপূর্ব্ব হইছে বক্ষ স্কন্দ সুলক্ষণে।
দেখীলে সে তাহাকে বাজিতে পারে আনে।
সামুদ্রকে লিখে যত সুলক্ষণ ক্রম।
তাহার সকল ছিল অতি অণুপাম॥
পদের আকার তার কহিতে বহুল।
বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ খাট দীর্ঘ তর্য্যনি অঙ্গল॥
উর্দ্ধরেখা দুই পদতলেত প্রচার।
অতিকর্সলিয় পদ দেখীতে তাহার॥
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুস চিহ্ন ছিল পদতলে।
অতি সোভা রক্তবর্ণ জিনিয়া কমলে॥

তালুকাতে নাই কেস অতি সুলক্ষণ।
নিজ হস্তে চাবিহস্তে দিকপতি লক্ষণ॥
এহাকে দেখীয়া রণবল্লভ নারায়ণ।
আপনাকে ধন্য মানে আনন্দিত মন॥
পবিত্র হইব কুল এহি সিশু হতে।
পত্রিকা গোপনী রাখে অন্যে না স্তনিতে॥
দৈবগ্যেত করে মানা ই কথা কহিতে।
দৈবজ্ঞকে ধন কিছু দিল জতোচিতে॥
তান মাতামহে পুনি হরসিত মনে।
কল্যাণফা নাম তার রাখীল আপনে॥
তাহার জেষ্ঠ হএ ডুল্লভরায় নাম।
কনিষ্ঠ কল্যাণরায় অতি অণুপাম॥
মহামাণিক্যের পুত্র গগনফা নাম।
তাহান ধারাতে জন্ম কছফা শুনাম॥
তাহান পুত্র কল্যাণমাণিক্য রাজা ছিল।
মহাভাজ্ঞবন্ত সেই প্রজাকে পালিল॥
সিশুকালে মিষ্টকথা কহে ডুইজনা।
মাতামহে স্তনিবারে বাড়িছে বাসনা॥
কত দিন পরে ডুই মাতামহ ঘরে।
রঙ্গে সংঙ্গির সঙ্গে নানা খেলা করে॥
আর সব শিশু জাইয়া অন্য খেলা খেলে।
কল্যাণ মাণিক্য শিব বিষ্ণু পুজে ধুলে।
অন্য সিশু ডাকে তাকে সেখানে না জায়ে॥
শিবডুর্গা বিষ্ণু পুজে আঙ্গিনাতে খেলায়ে॥
অপুর্ব্ব লক্ষন দেখে জত পৌরজন।
আনন্দ সাগর মাঝে ডুবিয়াছে মন॥
ইতি দ্বয্যখণ্ডে অমর মাণিক্য রাজত্বকালে
জসো মনিক্য কল্যাণ মাণিক্য জন্ম প্রসঙ্গ॥৯॥
মাতামহ গৃহে তাত পঞ্চবর্ষ হৈল।
বৃদ্ধ হইয়া রণবল্লভ নারায়ণ মৈল।
শ্রাদ্ধাদি করিয়া তবে উদয়পুরে গেল।
কতদিন সিশুকালে সেখান রঞ্ছিল॥
মদন তিথীতে রাজা অমর মাণিক্য।
জলে মঠখেলা হেতু গেল পুর্ব্বদিগ॥
চতুর্দ্দোল চড়িছে প্রচণ্ড কলেবর।
বৃদ্ধকাল বটে রাজা খেলিতে সুন্দর॥
কল্যাণকে সিখাইল মাসি পিসীগণে।
রাজার সরিরে জল দেহত আপনে॥
পঞ্চ বৎসরের সিশু জল দিতে গেল।
কিছু জল দিতে পুনি অন্যে জে ধরিল॥
সাহস দেখীয়া রাজা হাসিতে লাগীল।
কার বলে জল দিলা নৃপে জিজ্ঞাসিল॥
কুছফা তনয় এহি কৈল সর্ব্বজনে।
ভাগ্যবন্ত হবে এহি রাজা অনুমানে॥
কত দিন পরে অমর মাণিক্য রাজার।
কর্ম্মগুণে পিড়া হইয়া হৈয়া ডুঃখভার॥
ফুলকোয়রি নদি নামে রাজবাড়ির কাছে।
তার।তরে মহাবটবৃক্ষ ডুই আছে॥
অনেক কালের সেই বটবৃক্ষ'পরে।
তাহাতে থাকিয়া ভুতে লোকপিড়া করে॥
দিবসে চারি পাচ ভুতে করে মিলামেলা।
উলটীয়া গাছ মাঝে সবে করে খেলা॥
ডুর্গোৎসব চণ্ডিপাঠ এক দ্বিজবর।
ছাগমাংস লইয়া জাএ আপনার ঘর॥
তাহা দেখী ভুতে বলে শুনহ ব্রাহ্মণ।
ছাগমাংস কিছু দেহ করিতে ভোজন॥
চণ্ডি পুথি হাতে তোর রক্ষার কারণ।
সেই হেতু ইথান হনে জাইবা ব্রাহ্মণ॥
বিপ্রে বলে দিতে নারি রাজার জেএ বাটা।
এহারে খাইতে চাহ তোমি ডুষ্ট বেটা॥

ভূতে বলে শুন অহে কঠিন ব্রাহ্মণ।
মহাস্তব আতে তোমার রক্ষার কারণ ॥
পথেতে চাহিল বিপ্রে না দিল কিঞ্চিত।
স্বভাব বাঙ্গাল বিপ্র মাংসের লোভিত ॥
অন্য লোক সব সেই পথে চলি জাযে।
ভূত সবে তাকে ডাকে রাখিয়া পাকায়ে ॥
নৃপতির কনেষ্ট পুত্র জুঝার সিংহ নাম।
তাহার নিকটে বাড়ি করে অনুপাম ॥
পুত্রস্নেহে গীয়া রাজা আপনে চাহিল।
ভাল বাডি হৈছে বলি নৃপে বাখানিল ॥
তখনে লোক সবে বলে এহি কথা।
শুনিয়া নৃপতি তবে লাড়িলেক মাথা ॥
ই সব বৃত্তান্ত জদি সকলে কহিল।
অমর মাণিক্য রাজা কহিতে লাগিল ॥
জসপুর হতে আমী গোয়াল গ্রাম আসি।
সন্দার সময় তাথে ভয নাহি বাসি ॥
বিজয় মাণিক্য রাজার চাকরি কারণ।
বিংসতি বৎসর ছিল বয়স তখন ॥
এহি কালে ভূত বেটা আইল মোর আগে।
পথ চাপি রহিলেক দেখী ভয় লাগে ॥
ধম্মকে স্বরীয়া আমি তখনে কহিল।
অন্তর না হএ তারে খড়েগ প্রহারিল ॥
দুই খণ্ড হৈয়া ভূত ভুমিতে পড়িল ॥
ধোড়া কাকরূপ হৈল আমার বিঁদিত।
তাহার বধের কথা কহিল নিশ্চিত ॥
সেই মাত্র ছিল ভূত স্থন সর্ব্বজন।
কিছ রূধির না লাগীল খড়েগতে তখন ॥
এহি বলি নরপতি দিল অনুমতি।
দুই বৃক্ষ কাটীয়া ফালাহ সিগ্রগতি ॥
স্থনিয়া ফেলিল বৃক্ষ মূল কাটী সমে।
জতেক পথিক লোক চলিতে সুগমে ॥
ভঙ্গ দিল ভূত সব জত বৃক্ষ বাসি।
দুই বৃক্ষ কাটে সন্যে করে রাসি ২ ॥
মূল উপাড়িতে পুনি পুস্করিনি হৈল।
কথা হতে জল আইসে বুজিতে নারিল ॥
ফুলকোযরি ছরা পুনি অনাদি সব রিত।
তাহাতে ত্রিপুরে পুজা করে নিত্য নিত্য ॥
তবে সেই দুই বৃক্ষ কাটীয়া নৃপতি।
সেই হেতু কর্ন্নমূলে পিড়া হৈল অতি ॥
জিবন সংসয় রাজা বড় কষ্ট হৈল।
মহাবৈদ্য সবে তাতে প্রয়োগ করিল ॥
বৃক্ষেত নিবাসি জত ছিল ভূতগণে।
জন্মাইল মিথ্যা কথা নাগরিক স্থানে ॥
ছয বিংস ছয সিশু নৌকাতে ভরিয়া।
ডুবাই মারিলে ফুলকুয়রিতে নিয়া ॥
তবে ভাল হবে রাজা জানিয় নিশ্চয়।
কর্ন্নে ২ এহি কথা সর্ব্বলোকে কয় ॥
নিশ্চয জানিতে নারে সর্ব্বলোকে বলে।
নগরে ২ ভয় জানিযা আকুলে ॥

ইতি তৃয্যখণ্ডে অমরমাণিক্য
উৎপাত প্রসঙ্গ ॥

অমঙ্গল কথা সব উঠীল দেসেতে।
নানান অসক্ষ কথা স্থনিতে কুৎসিতে ॥
রাজার বাড়িতে ব্যাঘ্রে মনুস্য মারিব।
শৃকাল কুকুর সবে নর বস্থ খাইব।
উদয়পুর সর্ব্ব জবন আসিব।
দুইটী মনুস্য শরু অবসিষ্ট রৈব ॥
তার কত দিনপরে এক রাজা হৈব।
সে পুনি সকল লোক উধ্যার করিব ॥

বালক হইয়া সে জে পলাইয়া আছে।
কত কাল পরে সে জে রাজা হবে পাছে ।।
ই সকল কথা পুনি কহে পরস্পর ।
মহাভয় পাইছে সব নগরে নগর ।।
জলেতে ডুবিব দেস ই কথা স্থনিয়া।
কলাগাছ কাটী রাখে ভেরুয়া বান্দিয়া ।।
বালক ডুবাবে রাজা ছয় কুড়ি ছয় জন।
এহাকে শুনিয়া ত্রস্ত হএ সর্ব্বজন ।।
জার ২ ছালিয়া সব আছিলেক ঘরে।
কুটুম্ব সম্পর্কে নিয়া রাখে বহু দুরে ।।
ই কথা স্থনিয়া তবে কল্যাণের মাতা।
তাহাকে রাখীল নিয়া তান ভ্রাতি জথা ।।
গামারিয়া ঘাটেত তাহার অবস্থিতি।
সিকদারি করিছে সেই সেখনে প্রতি নিতি।
কল্যাণের মাতুল ছিল সেখানে প্রধান।
তার কিছু নিতি বলি কর অবধান ।।
অনেক আছিল তার সিকদারির চালা।
প্রাতঃকালে খাইতে বৈসে করে বহু বেলা ।।
পাকস্থানে সর্ব্বদা রাখিছে এক জন।
উস্ম অন্য না হইলে না করে ভোজন ।।
পুনশ্চয় সন্দাকালে আরম্ভ করিলে।
ভোজনের সমাপন নিসাকাল হৈলে ।।
এহিরূপে হয় তার ভোজন পুরন।
আর কত ছিল তার অপুর্ব্ব লক্ষণ ।।
তাহার ভগীণি ছিল কল্যাণের মাতা।
কল্যাণফাকে গোপ্তরূপে রাখীলেক তথা ।।
জার জে বালক সব লোকে লুকাইল।
ই সব বৃতান্ত তবে নৃপতি স্থনিল।
মিথ্যা কথা হৈল দেসে কহে কোন জন।
ধরিয়া আনহ তারে কাটীব অখন ।।

সতে ২ চর ধাইছে রাজার আজ্ঞাএ।
মিথ্যা কথা কহে কেবা ধরিতে না পাএ ।।
কত দিন পরে রাজার পিড়া দুর হৈল।
ধর্ম্ম বহুতর বলি নৃপতি বাচিল ।।
করিয়া আরোগ্যস্নান রাজা মহাজন।
দান ধর্ম্ম করিয়া বসিল সিংহাসন ।।
বহু দিনে নিজ সন্য দেখী মহারাজা।
রসাঙ্গ মারিতে ইৎসা করে মহাত্তেজা ।।
শুভক্ষণে সন্য সব জাত্রা করাইল।
রাজধরনারায়ণ সন্য অধিপতি হৈল ।।
অন্য পুত্র অমর দুল্লভ নারায়ণ।
সেনাপতি করি রাজা দিল ততক্ষণ ।।
চন্দ্রদর্প নারাযণ চন্দ্রসীংনারায়ণ।
ছএ নাজির চলে রণে বিচক্ষণ ।।
বাদস বঙ্গের সন্য লইয়া সহিতে।
সর্ব্ব সন্য সাজিলেক রসাঙ্গ মারিতে ।।
ফেরেঙ্গি সকল চলে নৌকাতে ভরিয়া।
মহাতুষ্ট হৈল রাজা কটক দেখীয়া ।।
চাটীগ্রাম গীয়া সর্ব্ব সন্য উত্তরিল।
কর্ন্নফুলি নদি বান্দি সন্য পার হৈল।
রামস্তু আদি ছয় থানা অধিকারি কৈল।
দেয়াঙ্গ উড়িয়া থানা লৈতে মনে কৈল ।।
মন্ত্রণা করিছে সবে রাস্তুয়ে বসিয়া।
এহি কালে মগে জুদ্ধ দিলেক আসিয়া ।।
ত্রিপুরের সন্য দেখী মগে ভঙ্গ দিল।
ফেরেঙ্গির সঙ্গে মগে প্রীত আরম্ভিল।
ফেরিঙ্গিয়ে থানা ছাড়ি দিল ততক্ষণ।
মগে আসি পুনি সন্য কাটীল তখন ।।
মগে চতুদ্দিগের রসদ বন্দ কৈল।
ত্রিপুরের সন্য সব অন্নবাদে মৈল ।।

ফিরিল ত্রিপুর সন্য সাগর সমান ।
পাছে ২ মগ আইসে করি অভিমান ।।
ফিরিয়া ত্রিপুর সন্য চাটীগ্রামে আইল ।
অন্ন না পাইয়া বহু পথেত মরিল ।।
অন্ন ভাবে রাজপুত্রে ঘোগাং পুড়ি খাইল ।।
সেই স্থান ঘোগাংমুড়া লোকেত রহিল ।।
তথা ছাড়ি আইল কর্ন্নফুলির উজান ।
ধোপাপাথর দিয়া করে নদিতে পযান ॥
সত্তরে আসিযা কন্ন ফুলি পার হৈল ।
তবে মগ সেনা সব পাছে ২ আইল ।।
অণ্য খাইবার জে ই পার না হইল ।
সেই সব লোক তবে মগে সংহারিল ।।
এমত দেখীযা তবে ত্রিপুরার সেনা ।
মোচাঙ্গ থানেত তাব্ধ ধরে এক থানা ।।
প্রাতঃকালে আসি মগসন্য উত্তরিল ।
ত্রিপুরের সন্যে সব মগ সংহারিল ।।
ভঙ্গ দিল মগসন্য ভযযুক্ত হইযা ।
অমর দুর্লভ জাইছে কাটীযা ২ ।।
প্রতাপনারাযণ তান তনযের মিত্র ।
মগসন্য মারে সেই দেখীতে বিচিত্র ॥
সুরাষ্টনারাণ ছিল বিক্রমে বিসাল ।
সেহত মারিল বহু জেন জম কাল ॥
এহি তিন সোয়ারে কাটীযা জাইছে পথে ।
প্রাণভয মগসন্য ছাড়িয়া জাইছে ॥
সাত গড় ছাড়াইযা লইলেক তিনে ।
দুই প্রহর বেলা হৈল মনে অণুমানে ॥
ফিরিযা আসিল তিন অঙ্গে রক্ত ভরা ।
আসিতে ২ পুনি দিবা হৈল সারা ॥
রাজধর সঙ্গে ছিল জেই সব সেনা ।
বিস্ময় হইযা একে বলে আর জনা ॥

সহস্রেক মগ মারি জয় পাইল রণে ।
দুই সোয়ার গেল কথা রাজপুত্র সনে ॥
অমরদুল্লভ সঙ্গে সন্য তিন জন ।
এত ভাবি বিস্মিত হইল সন্যগণ ॥
মুণ্ড সব বিচারিযা চাহিল বিস্তর ।
এহি তিন মুণ্ড নাহি তাহার ভিতর ॥
উৎসাহ ছাড়িযা সব ধন্দ হৈল মনে ।
নৃপতিতে কি বলিব ভাবে সন্যগনে ॥
অমরদুল্লভ মৈল কি উত্তর দিব ।
সুনিলে অমরদেবে প্রাণেতে মারিব ॥
এমত ভাবিতেছিল সর্ব্বসন্যগণ ।
এই কালে দেখীলেক আইসে তিন জন ॥
তিন সোযার আইসে রক্তপুন্ন হৈযা ।
সন্তোষ হইয়া সব আগুবাড়ে গীযা ॥
দুর হতে জিজ্ঞাসিল কুসল সম্বাদ ।
কুসল বলিযা কহে জয ২ বাদ ॥
ডাকিযা কহিল তারা কুসল সর্ব্বজন ।
বাসাতে আসিল তবে নৃপতি নন্দন ॥
রক্তে জড়া হাতে খড়গ না খসে তখন ।
দুই হস্তে উষ্ণ জল ঢালে ততক্ষণ ॥
তবে সে হস্তের খড়গ খসাইতে পারিল ।
স্রম সান্তি করি তিন তথাতে বসিল ॥
এহি কথা সুনে তবে মগধের পতি ।
লিখন লিখীযা দুত ভেজে সিগ্রগতি ॥
লিখন লিখীল সে জে ত্রিপুরপতিতে ।
মহাজুদ্ধ হবে পুনি তোমার সহিতে ॥
অমরমানিক্য রাজা এহি তত্ত পাইয়া ।
তাহার উত্তর পত্র লিখীল ভেজিযা ॥
জে কথা লিখিছ তোমি তাহা সত্য বটে ।
যুধ্যা মগ মুক্ত না হইলে কিবা ঘটে ॥

তোমার জুধ্যেতে মগ আইসে জত জন।
ভবাণি পুজাতে সব হবে বলিদান॥
এহিরূপ লিখন লিখী ভেজিল উকিল।
রাজধর নারায়ণ তখনে আসিল॥
সসন্যে আসিয়া পিতৃপাদপদ্ম দেখে।
হরিস বিসাদে রাজা জিজ্ঞাসে পুত্রকে॥
জেমতে সমর জিনে রাজধরে কয়ে।
স্থনিয়া অমরদেবে মৌন হৈয়া রযে॥
শ্রমজুক্ত দেখীলেক সেনাপতিগণ।
বিদায় করিল সব জাইতে ভোবন॥
শুখে গেল সন্য সব জার জেই ঘর।
অমঙ্গল দেখী দেসে হইল বিস্তর॥
নগরে ২ কান্দে কুঃকুর শৃগাল।
গ্রামের দেবতা কান্দে নিসিতে বিকল॥
উল্কাপাত হএ নিত্য ভূমি কম্পমান।
জগন্নাথমঠে কত হইছে রোদন॥
বলভদ্র চক্ষু দিয়া জলধারা বহে।
ব্রাহ্মণে মৃছিযা ফেলে তবহ না রহে॥
ব্রহ্মদস্য সকে দেবঘরে চুপি যাএ।
পুজক ব্রাহ্মণ সবে তাহাকে ডরাএ॥
হেনমতে বহুতর অমঙ্গল হৈল।
এহি মতে কতদিন মাঘ মা গেল॥
ফাল্গুনেত বার্ত্তা আইল কল্মিগড় হনে।
মগদ আইসে সেকান্দর সাহা সনে॥
চাটীগ্রামে মঘসন্য আসি উত্তরিল।
ই কথা স্থনিয়া রাজা বড় ক্রোধ হৈল॥
সেই দিন সর্ব্বসন্য দিল পাঠাইযা।
রাজধর পুত্র গেল সেনাধিপ হৈয়া॥
অমরদুল্লভ আর রাজপুত্র ছিল।
সমাদর করি রাজা তাহাকে ভেজিল॥

জুঝারসিংহ নারায়ণ তাহার কনিষ্ঠ।
ক্রোধ হইয়া জুধ্যে চলে সে বড় বলিষ্ঠ॥
নৃপতি বলিল বাপু ক্রোধ পরিহর।
সত্রু আইসে জিনিবারে ধর্য্য কর্ম্ম কর॥
এহি মতে বারে ২ নিসেদ করিল।
মহাবলি মহাক্রোধি তবেহ চলিল॥
সাজিযা চলিল সে জে নিজ সন্য সমে।
সত্রুকে পতঙ্গগণে আপনা বিক্রমে॥
মঙ্গল করিয়া রাজা বিদায় করিল।
তিন পুত্র পাত্র মন্ত্রি জুদ্ধেত চলিল॥
তবে রাজধর পুত্র করি জোড়হাত।
এক নিবেদন করে রাজার সাক্ষাত॥
বড় জতে করিযাছি এক জলাসয়।
আজ্ঞা হৈলে উৎসর্গিযা জাইতে জুক্ত হয়॥
ইয়া স্থনি নরপতি বলিল উত্তর।
না রহিবা পুত্র তোমি চলহ সত্তর।
রাজধরে বলে আজি প্রস্তান করিযা।
কালি জাব জলাসয উৎসর্গ করিয়া॥
বিদায় করিল পুত্র আসির্ব্বাদ করি।
জলাসয উৎসর্গ করি ছাড়িল নগরি॥
আগে গীযা সন্য সব কোট বান্দি আছে
রাজপুত্র রাজধর মিলিলেক পাছে॥
স্থনিযা সেকান্দর সাহা বলিল তখন।
স্থনহ আমার কথা সর্ব্ব জুদ্ধাগণ॥
ত্রিপুবার সঙ্গে দেখা হইল বিসেষে।
হস্তির দন্তের টোপ দেহত সন্দেসে॥
কত সন্য আসিযাছে ত্রিপুরার দলে।
তাহাকে দেখিতে চলে হৈযা কুতুহলে॥
লিখন হস্তির টোপ লৈয়া উত্তরিল।
রাজধর নারায়ণের বিদ্যমানে দিল॥

তিন ভাই বসিয়াছে সেনাপতিগণ।
অসংক্ষ কটক জত না জাএ গণন॥
অস্ব গজ বহুতর আছে স্থানে ২।
মঘদুত গেল তবে সভা বিদ্যমানে॥
লিপীপত্র টোপ দিয়া সম্বাদ কহিল।
টোপ লৈতে তিন ভাইর মনে ইৎছা হৈল॥
প্রধানে লইলে পুনি না পাইব সবে।
জুঝারসিংহ নারায়ণে কৈতে লাগে তবে॥
মারিব মঘদসন্য শৃকালের মত।
হাজারে ২ টোপ মিলিবেক কত॥
এহি কথা কহি দুত বিদায় করিল।
চাটীগ্রাম জাইয়া দুত তবে উত্তরিল॥
সেকান্দার সাহা স্থানে সকল কহিল।
তাহা স্থনি সেকান্দর ক্রোধ আচরিল॥
জুদ্য করিবার তরে সুসর্য্য হইয়া।
চলিল সেকান্দর সাহা সর্ব্বসন্য লৈয়া॥
ত্রিপুরেত ঘোটক সোয়ার বহু আছে।
সেই হেতু বনপথে মগদ চলিছে।

ইতি দ্বয্যখণ্ডে ত্রিপুর মগধ
জুদ্ধারম্ভাধ্যায়॥

রাজধর নারায়ণ রহিছে গড়েতে।
চরে আসি কহিলেক তাহার সাক্ষ্যাতে॥
মগধ নৃপতি আইল করিবারে রণ।
তোমরা বসিয়া রহিলা কিসের কারণ॥
শুনিয়া জুঝার সিংহ চলিলেক আগে।
সেনাপতি মন্ত্রিয়ে নিসেদ করে তাকে॥
আমাকে জিনিতে আইসে মগধ রাজন॥
কোটপরে রৈল সবে জাব কি কারণ॥
আজুকা দিনেত জুদ্ধ হইব নিশ্চয়।
আগে হইয়া যাইতে পুনি উ[চি]ত না হয়॥

ছত্র নাজির ছিল তাহার মাতুল।

(৪২ সংখ্যক পত্রখানি নাই)

মন্ত্রী সনে জাইয়া তারে বুজাইল বহুল॥
তাহাকে বলে শুনহ মাতুল মহাসয়।
ফিরিয়া ঘরেত জাহ জদি থাকে ভয়॥
ক্ষেত্রিবংসে জন্মিলে মরণে কত ভয়।
জধ্যেতে মরিলে অনাযাসে সর্গ হয়॥
রাজধরের ঘোড়া ছিল নামে বৃন্দাবন।
চাহিল চড়িযা জাইতে জদ্ধ্যের কারণ॥
রাজপুত্র চিরঞ্জিবি মা জিব মুনিপু কং।
জিয় বা মর বা সাধু ব্যাধবা মর বা জিয়॥
রাজধরে বলে অস্ব চড়ি জাহ ভাই।
তোমার জয়মঙ্গল হস্তি দেহ মোর ঠাই॥
সে জে একদন্ত হস্তি অতি শ্রেষ্টতর।
সম্ভ্রমে কহিল দাদা নিবা হস্তিবর॥
অঙ্গরক্ষা সিরত্রাণ পরিঘ তেখন।
চতুর ঘোটকপরে করে আরোহণ॥
খড়্গ চম্ম তির ধণু বান্দে অণুক্রমে।
জুঝার আগেত চলে সর্ব্ব সন্য সমে॥
মহাধনুর্দ্ধর জুঝারসিংহ নারায়ণ।
বৎসর পছিস হয়ে বয়স তখন॥
মন্ত্রিবাক্য না স্থনিয়া চলে রাজসুতে।
কে বা রহিতে পারে তান অনুগতে॥
সন্যের পশ্চাতে তবে রাজধর চলে।
অমর দুল্লভ চলে লৈয়া নিজ বলে॥
রাজধর গজপরে অস্বেত অমর।
জুঝার অস্বের পরে করিছে সমর।
জুঝারের মনে ছিল পর্ব্বত লংঘিয়া।
ময়দান সন্মুখে করি রহিবেক গীয়া॥

জে কালে মগধসন্য আসিব ময়দানে।
অস্ব আরোহণে আমি কাটীব তখনে ।।
এত ভাবি রাজপুত্র তখনে চলিল।
প্রহরেক রাত্রি আছে তথা উত্তরিল ।।
দৈবগতি মগদসন্য তথা উত্তরিল।
প্রহরেক রাত্রি আছে সে কালে আসিল ।।
কোট করি তারা সব সংকেতে রহিল।
ত্রিপুরের সন্যে তাহা লক্ষিতে নারিল ।।
এই মতে মগদ সন্য তথাতে রহিয়া।
দুই চারি হাজার সন্য তথা মিলে গীয়া ।।
তাহা দেখী ধসিল জুঝারসিংহ বির।
অস্বসন্য লইয়া কাটে মগদের সির ।।
ছত্রভঙ্গ হৈল তাতে মগদের সেনা।
ভঙ্গ দিয়া গেল তবে আপনার থানা ।।
পাছে ২ কাটী জায়ে নৃপতি নন্দন।
মগের কোটের কাছে মিলিল তখন।
কোট দেখী কহিলেক রাজার কুমার।
একদন্ত হস্তি আন কোট ভাঙ্গিবার ।।
হাসিতে ২ হস্তি মগের গড় ধরে।
সন্য সঙ্গে রাজধর আসিল সত্তরে ।।
কোট ভাঙ্গিবার তরে সব্ব সন্য জায়ে।
তা দেখীয়া মগসন্য বড় ভয় পায়ে ।।
অগ্নি অস্ত্র মন্ত্র সনে বরিসন করে।
বন্ধুক গুল্বির ঘায়ে বহু সন্য মরে ।।
ত্রিংস হাজার বন্ধুক সেই গড়ে ছিল।
দারুন গুল্বিএ বৃক্ষ পত্র না রাখীল ।।
দৈবগতি জয়মঙ্গল হস্তিবর পেলে।
লাগীলেক এক গুল্বি হস্তি ক্রোধে জলে ।।

এহি কালে জুঝারসিংহে বলে সুন ভাই।
হস্তিতে বৈসাহ মোরে তবে আমি জাই।
বৈসাইল হস্তি তবে চড়িতে লাগীল।
ঘোড়া ছাড়ি হস্তি চড়ে ধরিলেক কাল ।।
অঙ্গজিরা পরিআছে কনকে রচিত।
ঝলমল দেখী হস্তি হইল চমকিত ।।
গুল্বি ঘায়ে হস্তি বড় ক্রোধ হইয়াছে।
উঠিলেক রোসে হস্তি অর্দ্ধখান চড়িছে ।।
দড়িতে ধরিয়া রৈল জুঝার জে বিরে।
উঠিতে না পারে সিগ্র জিনের উপরে ।।
পদাঘাত দন্তে করে পদের উপর।
উর্দ্ধমখে পড়ে বির পথের ভিতর ।।
সেখান হনে মহাগজ ফিরি ভঙ্গ দিল।
হস্তি পদাঘাতে বির উটীতে না পাইল ।।
ভাই ২ বলি রাজধরে ডাকে তানে।
ভাগীল সে মহাগজ অঙ্কুস না মানে ।।
পথের নিকটে মঘ উচ্যেত আছিল।
রাজধরনারায়ণকে লেজাতে হানিল ।।
রাজা হইবারে আজু আছিল কারণ।
পাইয়া মর্ম্মেত ঘাও বাচিল তখন ।।
ভঙ্গ দিল সব্ব সন্য সাগর সমান।
পাছে ২ মগ সন্য করিল পয়ান ।।
কত দুরে গিয়া জুঝারসিংহকে পাইল।
নাচিয়া খড়্গেত তার মস্তক ছেদিল * ।।
চন্দ্রসিংহ পুত্র ছোট রায় তার নাম।
জুঝারসিংহ সহিতে পড়িল গুনধাম ।।
সেনাপতির সুত সেই জুঝারের মিত্র।
মিত্রস্নেহে জুদ্ধে মরে কহিতে বিচিত্র ।।
সতে ২ মঘ নিজ হস্তে সংহারিল।
সপদ কটকে তারে বহু বাখানিল ।।

* পাঠান্তর—কাটীল

জুঝার মস্তক তবে লইয়া সত্তর।
কাটামুণ্ড দিল নিয়া রাজার গোচর ।।
রাজপুত্র মুণ্ড দেখী সেকান্দর সাহা।
তিরস্কার করে বহু বলে আহা ২ ।।
রাজপুত্র মারিবারে না ছিল উচিত।
ধরিআ য়ানিতে তাকে আমার বিদিত ।।
তাহার পিতার সঙ্গে পৃত হৈত কত।
করিছ দারুণ কর্ম্ম না ছিল উচিত ।।
বহু মন্দ বলি তাকে অন্তর করিল।
অমর মাণিক্য স্থানে ই তত্ত লিখীল ।।
আমার সরির কিছু আদমসা পাদসাহা।
তাহারে ছাড়িয়া দেহ আমি চাহি তাহা ।।
পত্র লিখীয়া দুত পাঠাইল সত্তর।
পত্র লইয়া দুত গেল সন্যের ভিতর ।।
দুত আগমনে সন্য বহু ভঙ্গ দিল।
এহি তত্ত তিন দিনে উদয়পুরে গেল ।।
ক্রমে ২ নৃপতি জিজ্ঞাসে জনে জন।
জুঝার সিংহের বার্ত্তা কহিল তখন ।।
সুনিয়া রাজার মনে সোক উপজিল।
অন্তস্পুরে রাজরানি ই কথা সুনিল ।।
জুঝারসিংহ পুত্র মোর পড়িয়াছে রণে।
অন্তস্পুর বেড়িয়া কান্দএ নারিগণে ।।
জে সকল দেসে লোক ফিরিয়া জে আইসে।
তার ঠাই জুদ্ধবার্ত্তা নৃপতি জিজ্ঞাসে ।।
নিশ্চয় না কহে কেহ নৃপতির ভয়।
জুঝারের সেবকে নিশ্চয় তত্ত কয়।
জে রূপে জুধ্যেত গেল জুঝার নারায়ণ।
জেইরূপে প্রাণত্যাগ হইল তখন ।।
ই কথা সুনিয়া রাজা মহাসোক পাইল।
অন্তস্পুর বাহিরেত কোলাহল হৈল ।।
পুত্র সোকে রাজার চক্ষুর পড়ে জল।
পুত্র ২ বলি রাজা হইল বিকল ।।
আপনে চলিল রাজা সংগ্রামের তরে।
বৃর্দ্ধকালে জায়ে রাজা জুদ্ধ করিবারে ।।
পরের কালেত আমি বহু জুধ্য কৈল।
আপনার রার্জ্জপুত্র রাখীতে নারিল ॥
ই কথা বলিয়া রাজা আপনে চলিল।
এহি বার্ত্তা রাজধরে তখনে শুনিল ।।

ইতি উত্তর দুর্য্যখণ্ডে জুঝার সীংহ মরণং ॥

স সন্যে সাজিয়া রাজা গড় ধরি রৈল।
ভঙ্গ সন্য পুনি আসি সকল মিলিল ।।
পুত্রসোক দুক্ষ রাজা ভাবে সর্ব্বক্ষণ।
রাজধর স্থানে রাজা জিজ্ঞাসে আপন ॥
আদি অন্ত কথা যত রাজধরে বলে।
রাজা বলে পুত্র মোর কার্য্য নষ্ট কৈলে ॥
তবে রাজা পাঠানকে মহিনা বোজাইয়া।
কহিলেক সকল সন্যে আদর করিয়া ॥
সন্য নিজ বস করি হৈল আগুয়ান।
কোটেত রহিল রাজা করিয়া সন্দান।
তিন দিন পরে মগ ইছামুড়া আইল।
দুই প্রহর সময়েতে সমরে মিলিল।
নৃপতির দুই হাজার ঘোটক সাজিয়া।
কাটীতে মগধসন্য আগুহৈল গিয়া ॥
প্রতাপ নারায়ণ আগে সর্ব্ব সন্যগণ।
অশ্ব আরোহনে চলে জত জুধ্যাগন ॥
একতা হইয়া সবে জুদ্ধেত চলিল।
দস হাজার মগ সন্য আদ্যে দেখা দিল ।।
পাঠান সকলে তারে মারিতে চলিল।
সকল আইসক বলি মন্ত্রিএ না দিল ।।

তুই লক্ষ আসিলেক মগধের বল।
দেখীয়া পাঠান সব হইল বিকল ॥
মন্ত্রিএ কহিল তবে এবে মার মাগে।
জবেত মগধ সন্য কোটেত না লাগে ॥
পাঠানে বলিল মন্ত্রি স্থন রে বর্ব্বর।
কিরূপে মারিব এবে মগধ বিস্তর ॥
জখনে কহিল মোরা তাতে কৈলা মানা।
অখনে মারিতে তাকে করিছ মন্ত্রনা ॥
এতেক বলিয়া জত পাঠান সোযার।
ভঙ্গ দিতে উদ্ধম করিল তুরাচার ॥
নৃপতির বহু ধন লইয়া পাঠান।
ভঙ্গ দিল নানা বঙ্গে বাজা বিদ্যমান।
ত্রিপুর সন্যেত হাহাকার সব্দ হৈল।
বিনা জুধ্যে সন্য সব পৃষ্ঠভঙ্গ দিল ॥
খেদাইয়া আইসে মগ মহাবল হৈয়া।
ভঙ্গ দিল সর্ব্ব সন্য রাজাকে ছাড়িয়া ॥
ইহা দেখী নরপতি সে কোট ছাড়িল।
চতুর্দোলে চড়ি রাজা পুরেত আসিল ॥
পুরেত আসিয়া রাজা কহে সর্ব্বজন।
একত্রে আনিয়া রাখ আছে জত ধন ॥
মোর দেস লুটী মগে কিছ না পাইব।
দরিদ্র বলিয়া মোরে মগধে জানিব ॥
রাজার আজ্ঞাতে ধন আনিল তখন।
তবে রাজা পলাইয়া চলিল আপন ॥
রাজার মহেসি সঙ্গে চলিল তখন ॥
চলিল সকল সন্য জার জেই মনে।
রাজঘাট পার হইয়া তবে নৃপবর।
পরে রাজা পলাইয়া চলে কত তুর ॥
লৈক্ষ্য ২ লোক সব জথা তথা গেল।
ডোমঘাটী পথে রাজা তমকানে গেল ॥

ই কালে সেকান্দর সাহা উদয়পুরে আইল।
ত্রিপুরের দেস লুটী কিছ না পাইল ॥
তুই জন দেহড়াই মিলিল মগেতে।
একজন রাজার ঘরে ধন দেখাইতে ॥
সেই জনে রাজধন সর্ব্ব দেখাইল।
মগ সন্যে রাজপুরে সর্ব্ব ধন পাইল ॥
পঞ্চদস দিবস রহিয়া মঘরাজা।
একজন রাখীযা সঙ্গেত কত প্রজা ॥
চলিল আপনা দেসে জথাতে রসাঙ্গ।
এহি মতে দৈবগতি ত্রিপুরার ভঙ্গ।

ইতি অমর মাণিক্য ভঙ্গ অধ্যায ॥

কাল নভ সর চন্দ্র সকে চৈত্র মাযে।
প্রথমে আসিল মগ উদয়পুর দেসে ॥
থানা ধার জে আছিল সেহ গেল ভাগী।
ত্রিপুর রার্য্যের লোক সবে করে মগী ॥
মনে ২ অপমান ভাবে নৃপবর।
পুত্রসোকে রার্য্যসোকে দহএ অন্তর ॥
অন্য রাজার কালে আমি রার্য্য রক্ষা কৈল।
আপনা কালেত আমি সব হারাইল ॥
চিন্তিত হইল রাজা লজ্জাএ বিকল।
পুত্রসোকে দিবারাত্রি নেত্রে বহে জল ॥
পুনর্ব্বার মগরাজা লিখীল রাজারে।
আদমকে ছাড়িয়া দেহ পৃতি হইবারে ॥
নৃপতি লিখীল তবে ই কথা না হবে।
স্বরন লইছে আদম তাকে নহি দিবে ॥
ক্ষত্রিয় বংসেত জন্ম হইছে আমার।
তোমি তাকে কি জানিবা মগধ কুমার ॥
দৈবগতি একপুত্র জুদ্ধেত পড়িছে।
আর তুই পুত্র মোর অথনেহ আছে ॥

এহি সব মরিলেহ না দিব আদম।
দুর্ব্বল হইছি আমি দৈবগতিক্রম ॥
নিষ্ঠুর বচন সুনি দুত গেল ফিরি।
তেতৈয়াতে রৈল রাজা রার্য্য পরিহরি ॥
হেন কালে নরপতি সুনে এহি কথা।
ছএ নাজির রাজা হবে সুনে এহি বার্ত্তা ॥
পুর্ব্বকুলে জাইয়া সে কুকিতে হবে রাজা।
জতেক ত্রিপুর সব সঙ্গে জাবে প্রজা ॥
ছামুল দেসেত জাইয়া পুরি নির্ম্মাইয়া।
রাজা হবে ছএ নাজির লোকে বলে গীয়া ॥
সুনিয়া অমরদেব বড় ক্রোধ হৈল।
দুই সত সেনা ভেজি ধরিয়া আনিল ॥
তাহাকে দেখীয়া তবে নরপতি বলে।
এহি মুখে রাজা হৈতে চাহ পুর্ব্বকুলে ॥
এ বলি নিগড় দিয়া রাখীল তাহারে।
নির্জ্জনেত রাখে নিয়া প্রহরি বহুলে ॥
দুই দিন এহি মতে নিগড়ে রাখীল।
অমরাবতিতে জাইয়া রাজা জিজ্ঞাসিল ॥
তোমার দেসেত ছএ নাজির দুরন্ত।
কুকি জাইয়া রাজা হৈতে সঙ্গেতে সামন্ত ॥
মহাদেবি বলে রাজা সে বড় নিষ্ঠুর।
পলাইয়া আসি তোমারে কহিলু প্রচুর ॥
আমি কহিলাম তাকে ধিরে ২ চল।
তাহাতে আমাকে বহু নিষ্ঠুর কহিল ॥
সহোদর হৈয়া মোরে কহিল নিষ্ঠুর।
তাহার সমান নাহি দুরন্ত সংসার ॥
আমরা মরিলে পুত্র সবে রাজ্য পাব।
ই বেটা বাচিতে পুনি তারা না পাইব ॥
মারিতে উচিত হএ এই দুষ্ট জন।
না হইলে পুত্রে রার্য্য হারাবে রাজন ॥

মহেসির বাক্যে রাজা হৈল অতি ক্রোধ।
মারিবারে আজ্ঞা করে ছাড়ে উপরোধ ॥
সভাতে বসিয়া চন্দ্রসিংহকে ডাকিল ॥
নাজির কাটীবারে তারে আদেস করিল।
চন্দ্রসিংহে বলে রাজা উচিত না হয়।
ছএ নাজির কাটীবারে এহি জুক্তি নয় ॥
আগুফাল নারায়ণকে আনিল ডাকিয়া।
তাকে বলে ছএ নাজির তোমি কাট নিয়া ॥
সে বলিল মহারাজার স্যালক নাজির।
কেমতে কাটীব আমি তাহার জে সির।
কাটীয়া পশ্চাতে কিবা দোস হয় জানি ॥
ক্রোধ হৈল মহারাজা এহি কথা সুনি ॥
তবেত অমরদেবে চন্দ্রদর্প ডাকে।
বলিলেক কাট নিয়া ছএ নাজিরকে ॥
মণু নদির তিরে নিয়া ছএ নাজির মারে।
রাজ আজ্ঞা অনুসারে অগ্নিকার্য্য করে ॥
ক্রোধ পরে ভাই মারে অমর মহেসী।
মৈল পরে দয়া করে কান্দিল রূপসি ॥
পুত্র সোকে ভ্রাত্রিসোকে নিত্য ২ কান্দে।
তান সোক পানে পুনি রাজা কেহ নিন্দে ॥
নিত্য ২ করে দেবি জমসংকীর্ত্তন।
তাহা সুনি স্থির নহে নৃপতির মন ॥
রাজ্যসোকে পুত্রসোকে জুদ্ধে পরাজয়।
ই সব সোকের ভার হৃদয়ে না সয় ॥
সর্ব্বকাল ত্রিপুরে মগধ জিনিল।
অমরমাণিক্য কালে ত্রিপুরে হারিল ॥
জত ২ রাজা হৈছে ত্রিপুরের কুলে।
নির্ভয়ে করিছে রার্য্য সেবিছে সকলে ॥
মোর সেনাপতি সবে কুচক্র করিল।
মগেতে হারিয়া পুনি মোকে লজ্যা দিল ॥

ইতি অমর মাণিক্য চিন্তাপ্রাপ্তি ॥

এহিরূপে তিন মাস অরণ্যে আছিল।
পনর স ছয় সকাব্দা এ সব ঘটীল ।।
মগধের জুদ্ধেত পড়িছে জত জন।
তা সভার রমনিএ কান্দে সর্ব্বক্ষণ ।।
রাত্রি দিবা করে সবে জমের কীর্ত্তন।
তাহাকে দেখীয়া রাজা স্থির নহে মন ।।
এহি মতে নানা দুঃখে তিন মাষ গেল।
আর দিন উল্কাপাত নির্ঘাত সুনিল ॥
জম্বুকে সম্মুকে ডাকে সতে ২ আসি।
নানা অমঙ্গল রাজা দেখে দিবানিসি ।।
মনেত আকুল রাজা অসুভ দেখীয়া।
লজ্জ্যা ভাবে নরপতি জুদ্ধেতে হারিয়া ।।
শ্রীহট্ট আদি করি জত দেস আছে।
তাহার নৃপতি সবে আমাকে সেবিছে ।।
ই সকল লোকে মোরে নহি দিব কর।
সকল আপনা শুখে চলি জাইব ঘর ॥
সম্মানে বাচিয়া আমি ছিলু এত কাল।
হারিয়া কলঙ্ক হৈল মির্ত্তু হইলে ভাল ।।
ইন্দ্র চন্দ্র আদি কেহ স্থিরতর নয়।
কালক্রমে বিধাতার হইব প্রলয় ।।
হেড়ম্ব আসাম কোচ জত নরপতি।
সুনিয়া হাসিব তারা আমার দুর্গতি ।।
সম্মানে জিবন হৈলে এক দিন ভাল।
অসম্মান জিবন বিফল চিরকাল ।।
পুনর্ব্বার আমি জদি রাজ্যভোগ চাই।
চর্ব্বণ করিছি জাকে ফিরিয়া চাবাই ।।
না জাইব তথা আমি নিশ্চয় কহিল।
জে করিছি সুখভোগ সঙ্গে সঙ্গি হইল ।।
আগত আসাড় মাস ই সব ভাবিতে।
সভা হতে গেল রাজা অন্তপুরিতে ।।

জিতে মোর ইৎছা নাহি সুন মহাদ্যেবি।
রাজধর রাজা হইয়া পালিব প্রীথিবি ।।
সত্য ত্রেতা দ্বাপরেত কত রাজা হৈল।
কেহত না রৈল ভুমে সব সর্গে গেল ।।
মণু মহা নৃপতি আছিল মহিতলে।
রাজ্যহারি তপস্যা করিল নদিতিরে ।।
সেই হেতু মণু নদি লোকে খ্যাতি হৈল।
বাচষ্পতি তির্থ চিন্তা মনেত ভাবিল ।।
বরবক্র মহানদি মণুতে মঙ্গল।
তাহান স্নানেত পাপ নাসে মন্যতর ।।
সেখানে মরিলে পুনি চন্দ্রলোকে জায়।
মণুস্নান করে জনে মহাপুন্য পায় ।।
ই বলিয়া মহারাজা মণুস্নান করে।
মহা ২ দান সব করে বহুতরে ।।
গোপ্ত করি নৃপতি আফিঙ্গ নিয়াছিল।
কেহ নহি জানে মত আফিঙ্গ খাইল ।।
আফিঙ্গ খাইল পরে ঘরেত আসিল।
দুই প্রহর রাত্রিযোগে স্বর্গেত চলিল ।।
রাজা স্বর্গ সুনি তবে রাজধর আসিল।
নৃপতির সোকে সব সন্তাপিত হৈল ।।
সেই রাত্রি এহি মতে গোঁয়াইল সোকে।
প্রাতঃকালে রাজধর রাজা করে সর্ব্বলোকে ।।
রাজ আভরণ দিয়া রাজাকে ভুসিয়া।
স্বসানেত মৃতা রাজা চলিলেক লৈয়া ।।
রাজার মহেসি ছিল অমরাবতি সতি ।।
সাজিয়া চলিল রাণি রাজার সঙ্গতি ।।
তা দেখীয়া কান্দে তার পুত্রে আর পৌত্রে।
চরণে ধরিয়া কান্দে দুহিতা দহুত্রে ।।
নৃপতির ছিল পুনি বহুতর ধন।
সহস্তে অমরাবতি করে বিতরণ ।।

ব্রাহ্মণ বান্দবকে রানি বহু ধন দিল।
স্বসানেত পতি সঙ্গে আরোহণ কৈল॥
রাজার সংহার করি সক আসিল।
বেদবিহিত মতে দান স্রাদ্ধ কৈল॥
অমরদুল্বভ ভাই আসিল সত্তরে।
রাজধর মাণিক্যকে অভিসেক করে॥

ইতি অমর মাণিক্য স্বর্গধ্যায়॥

স্রাদ্ধ সমাপন করি বসি আছে রাজা।
উদয়নগর হনে আসিলেক প্রজা॥
নিবেদন করে সবে করজোড় করি।
মগধে ছাড়িছে এবে উদয়নগরি॥
সুভ-বার্ত্তা সুনি রাজা সন্তোষ হইল।
সর্ব্ব সন্য সঙ্গে করি নৃপতি চলিল॥
রাজার বাড়ির মধ্যে প্রবেসিল জবে।
নানা বাদ্য উৎসব মঙ্গল কৈল তবে॥
কৃষ্ণমন্ত্রে দিক্ষিত হইয়া মহারাজা।
পরম বৈষ্ণব হইয়া পালিলেক প্রজা॥
গোপাল পুজার তরে করে প্রাতস্নান।
পুজাপরে করে রাজা পঞ্চ অর্ন্ন দান॥
ব্রাহ্মণক দেএ পরে সেই অন্য দানে।
কপিলাকে গ্রাস করাএ আপনে॥
তারপরে মহারাজা করহে ভোজন।
এহিরূপে প্রতিদিন নিতির পালন॥
নিত্য ভাগবত সুনে সেই মহারাজা।
বিষ্ণুমন্ত্র জপে সেই হএ মহাত্তেজা॥
এমত রূপেত জদি কতদিন গেল।
হরিকার্ত্তন করাইতে রাজার ইৎছা হৈল॥
জত দিন বাচিয়া থাকিব পৃথিবিতে।
ততদিন সদাকাল কির্ত্তন হবে নিতে॥

এমত সঙ্কল্প রাজা করিয়া তখন।
অষ্টজন দ্বিজ রাখে কির্ত্তন কারণ॥
বৎসরেক মাহেনা করিয়া নিয়ত।
অহনিসি কির্ত্তনেত রাখে বিপ্রসুত॥
তান সভাসদ ছিল দুই সত ভট্টাচার্য্য।
সদালাপে দিন কাটে তুচ্য রাজকার্য্য॥

ইতি দুর্য্যখণ্ডে রাজধর মাণিক্য নৃপধ্যায়॥

তবে রাজা রাজধর ত্রিপুরের পতি।
মহাদান করিবারে করিলেক মতি॥
তুলাপুরুস আদি জত মহাদান।
নানা বিধি করিলেক নাহি সমাধান॥
জত দানধর্ম্ম কৈল সেই নৃপবরে।
পুত্রস্নেহ করি প্রজা পালন জে করে॥
নির্ম্মান করাইয়া মঠ বিচিত্র করাইয়া।
বিষ্ণু সম্প্রদান কৈল ভাক্তজুক্ত হৈয়া॥
দির্ঘিকা সাগর সম দিল স্থানে ২।
তার তিরে করিলেক নানা উপবনে॥
এহি মতে কত দিন নানা শুখে গেল।
গৌড়েস্বরে ই সকল বৃতান্ত সুনিল॥
অমর মাণিক্য রাজা স্বর্গ হৈল জবে।
তান পুত্র রাজধর রাজা হৈল তবে॥
বহু মত্ত গজরাজ আছএ তাহার॥
বহুল ঘোটক আছে সংখা নাহি তার॥
সোনা রূপা বস্ত্র আদি আছএ বিস্তর।
ব্রাহ্মণেরে দান করে রাজা নিরন্তর॥
এই সুনি গৌড়পতি বিস্বয় হইয়া।
লুটীয়া নিবার সন্য দিল পাঠাইয়া॥
বহু সন্য পাঠাইল নরপতি প্রতি।
দ্বাদস বাঙ্গালা দিল তাহার সংহতি॥

এহিমতে গৌড়সন্য হইয়া সাজন।
কৈলার গড়ে আসিয়া উত্তরে সেনাগণ।।
তাহা সুনি মহারাজা সন্য নিজুজিল।
চন্দ্রদর্প নারায়ণ সেনাপতি গেল।।
বহু সন্য সংহে চন্দ্রদর্প নারায়ণ।
কৈলার গড়ে গীযা উত্তরিল ততক্ষন।।
নৃপতির সন্য দেখী গৌড়সন্য চায়ে।
জুদ্ধস্রদ্ধা পরিহরি ভঙ্গ দিযা জাযে।।
রাজধরমাণিক্য নৃপতি পুণ্যবন্ত।
তান প্রভায ভঙ্গ গৌড়ের সামন্ত।।
তবে চন্দ্রদর্পে কৈলার গড়ে দিযা।
রাজার গোচরে গেল হরসিত হৈযা।।
আইদ্ধঅন্ত নৃপতিতে সকল কহিল।
জেইরূপে গৌড়সেনা ভঙ্গ দিযা গেল।।
বড় ভাজ্ঞ রাজা রাজধর মাণিক্য।
তাহান রার্য্যেত পুনি নাহিক দুর্ব্বিক্ষ।।
শুখেত দ্বাদস বর্ষ রার্য্য ভোগ করি।
স্বর্গে জাইতে নরপতি মনবাঞ্চ করি।
একদিন গেল রাজা বিষ্ণুর ভূবন।
বিষ্ণুপাদদক রাজা করিল গ্রহণ।।
আকণ্ঠ পুরিয়া রাজা পাদদক খাইল।
হর্ষচিত্ত হৈয়া রাজা নাচিতে লাগীল।।
নাচিতে ২ রাজা বিহ্বোল হইল।
রাম ২ বলি রাজা তণু ত্যাগ কৈল।।
এহিরূপে মহারাজা স্বর্গে চলি গেল।
পুত্র পাত্র মন্ত্রি সব শুনিয়া আসিল।।
রাজাক বেড়িয়া সবে করিল রোদন।।
সমস্কার করিতে লৈয়া চলিল তখন।
বৈকুন্ট পুরিতে নিয়া সমস্কার করিল।
মনের বাঞ্চিত পদ নৃপতি পাইল।।

ইতি দুর্য্যখণ্ডে রাজধর মাণিক্য
স্বর্গারোহণ।।

পুত্র সব নৃপতির অতি পুণ্যবান।
বিবিধ বিধানে কৈল স্রাদ্ধ পিণ্ডদান।।
এহি মতে নৃপতির কর্ম্ম সাঙ্গ হৈল।
রাজাহিন রাজ্য সর্ব্বলোকে চিন্তা পাইল।।
নৃপতির পুত্র জসোধর নারায়ণ।
নৃপতি হইল তবে সেই মহাজন।।
জসোমাণিক্য নাম তাহান হৈল।
পাত্র মিত্র মন্ত্রি সবে নৃপতি করিল।।
মহা ভাগ্যবন্ত রাজা অতি বলবন্ত।
আপনা পৌবস বড় করিল সামন্ত।।
পাত্র মন্ত্রি প্রজালোক দেসে ছিল জত।
গুনেতে নৃপতি স্নুতে কৈল বসিভূত।।

ইতি দুর্য্যখণ্ডে জসোমাণিক্য
নৃপধ্যায।।

এহিমতে কতদিন রহিলেক জবে।
দেসেত উপদ্রব কিছ আসিলেক তবে।।
সে যব বৃত্তান্ত কিছ বিস্তার না কৈল।
গ্রহন্ত বিস্তার দেখী তাহা না লিখীল।।
নৃপতি হোসন সাহা মগধ ইস্বর।
সম্প্রতি তাহার সঙ্গে আছিল সমর।।
এহিমতে জদি কত দিন হই গেল।
ভূলুয়া লইতে তবে মনেত ভাবিল।।
সুরবংসে আছিল গন্দর্ব্বনারায়ণ।
ভূলুয়ার জমিদার আছিল তখন।।
জসোমাণিক্যেত পুনি সেই নহি মিলে।
সেই হেতু মহারাজা বড় ক্রোধ হৈল্লে।।

পাঠাইয়া দিল রাজা বহু সন্যগণ।
ভূলুয়া লুটীয়া তবে আনিল তখন ।।
আপনার পরাক্রমে জত ত্বর পাইল।
তত ত্বর নরপতি আমল করিল ।।
এহিমতে কত দিন রার্য্য ভোগ করে।
জসোমাণিক্য রাজা নানা গুণ ধরে ।।
সর্ব্ব উপদ্রব ত্বর করিয়া নৃপতি।
নানা সুখে নিজ দেসে করহে বসতি ।।
পাত্র মিত্র প্রজাগণ অণুরক্ত অতি।
সকলেরে পালন করয়ে নরপতি ।।
এহিমতে জদি কত বৎসর গৈ গেল।
ধর্ম্ম করিবারে রাজা মনেত চিন্তিল ।।
পুস্করিণি দিল রাজা সাগর সমান।
প্রাসাদ মণ্ডপ করে বিষ্ণু সম্প্রদান ।।
পনর স চব্যিস শকেতে রাজা হৈল।
সর্ব্ব হতে রার্য্যে বহু প্রজা বৈসাইল ।।
এহিরূপে একবিংস বর্ষ জদি গেল।
নানা সুখে মহারাজা রার্য্য ভোগ কৈল ।।
দৈবজোগে দিল্বিস্বরে ই বার্ত্তা সুনিয়া।
সাজাইয়া বহু সন্য দিল পাঠাইয়া ।।
ত্রিপুর রাজার হস্তি আছে বহুতর।
হস্তি সংহে নিয়া আইস আমার গোচর ।।
ক্রোধজুক্ত হৈয়া তবে দিল্বির অধিপতি।
ই বলিয়া সন্য সব ভেজে সিঘ্রগতি ।।
ফতে জঙ্গ নবাবকে সত্তরে ভেজিল।
প্রধান উমরা দুই তার সঙ্গে দিল।
লিখন লিখীয়া নবাবে দুত পাঠাইল।
বহু ত্বর হতে দুত উদয়পুরে গেল ।।
নৃপতির স্থানে নিয়া পত্র তবে দিল।
সম্বাদ সুনিয়া রাজা চিন্তাজুক্ত হৈল ।।

হস্তিহ না দিব আমি না জাব সেখানে।
চলি জাহ তোরা সব জার জেই স্থানে ।।
এ বলিয়া মহারাজা দুত পাঠাইল।
দুতে গিআই সকল সমাচার কৈল ।।
ইস্পিন্দার খাঁ ণুরল্বা খাঁ দুই সেনাপতি।
সন্য সঙ্গে জঙ্গলার পথে করে গতি ।।
ঢাকাতে আসিয়া ফথে জঙ্গ নরবর।
জুদ্ধসর্য্য করিবারে চলএ সত্তর ।।
দ্বাদস বাঙ্গালা লৈল তাহার সংহতি।
সর্ব্ব সন্য সংহে লৈয়া চলে মহামতি ।।
সন্য সর্য্য করিয়া জে চলিল তুরিতে।
দুই ভাগ হৈয়া সন্য চলে দুই পথে ।।
ইস্পিন্দার সন্য সঙ্গে আসিল কৈলাতে।
আর সন্য চলিলেক মেহারকুলেতে ।।
মির্য্যা ণুরুল্বা সংহে যত সন্য ছিল।
মেহেরকুলেত তারা সকল আসিল।
দুই পথে দুই সন্যে কোট করি রৈল।
জসোমাণিক্য রাজা ই কথা সুনিল ।।
আপনা জতেক সন্য আনিয়া দেখীল।
দুই ভাগ করি দুই গড়ে নিজুজিল।
সেনাপতি আদি করি সকল পাঠাইল ।।
কত গেল চণ্ডিগড় ছয় কড়িয়া কত।
দুই ভাগ হৈল সন্য আছিলেক জত ।।
লিখন লিখীল রাজা আপনা বৃত্তান্ত।
কেনে বা আসিছ তোরা কহত নিতান্ত ।।
দুতের বচন শুনি মগলে কহিল।
দিল্বিস্বরে আমি সব ইখানে ভেজিল ।।
জত হস্তি আছে পুনি তোমার দেসেতে।
সব হস্তি তোমি তাকে পাঠাইয়া দিতে ।।

নহে পুনি আপনে আসিয়া মিল এথা।
কহিলাম দিল্লিসরে কহিছে জে কথা ॥
দুতে আসি ই সকল রাজাতে কহিল।
শুনিয়া নৃপতি তবে বড় ক্রোধ হইল ॥
হস্তি না দিব আমি সেখানে না জাইব।
জুদ্ধ করিয়া আমি মগল খেদাইব ॥
সুনিযা মগল সব বড় ক্রোধ হইল।
জুদ্ধ করিবার সব সুসর্য্য হইল ॥
সর্ব্ব সন্য সর্য্য হৈযা আসীলেক গড়ে।
মহা জুদ্ধ দুই দলে দুই সন্য পড়ে ॥
ত্রিপুরে মগলে জুদ্ধ অতি বিলক্ষণ।
আপ্ত পব ভেদ নাহি হৈল মহারণ ॥
অসক্ষ দিল্লিপ সেনা মগলের দলে।
না পারিযা ভঙ্গ দিল ত্রিপুর সকলে ॥
নৃপতি আছিল তবে উদযনগরে ॥
ভঙ্গ দিয়া সন্য আইল নৃপতি গোচরে ॥
সন্য ভঙ্গ দেখীয়া নৃপতি চমকিল।
সন্য সঙ্গে রাজাএ আপনে ভঙ্গ দিল ॥
ভঙ্গ দিল মহারাজা গহন কাননেতে।
মগল আসিল তবে উদয়পুরেতে ॥
ছকড়িয়ার পথে ইস্পিন্দার সেনাপতি।
উদয়পুরেতে আইল হরসিত মতি ॥
সর্ব্ব রার্য্য ভঙ্গ দিল কেহ না রহিল।
মগলে আসিয়া এথা কিছ না পাইল ॥
মির্জ্যা নুরুল্বা তবে মন্ত্রনা করিয়া।
রাজার উদ্দেসে চর দিল পাঠাইয়া ॥
গহন পর্ব্বতে দুতে রাজা উদ্দেসিল।
নুরাল্বার জতেক সন্য তথা উত্তরিল ॥
রহিছে নির্জ্জনে রাজা সন্য বিবর্জ্জিত।
নুরাল্বার সন্য সব তথা উপস্তিত ॥

জুদ্ধ দিতে সন্য নাহি ভঙ্গ দিতে নারে।
মগলের সন্যে তবে রাজাকে ধরিলে ॥
ধরিয়া আনিল রাজা উদয়নগর।
নুরল্বাএ সম্ভ্রম করিল বহুতর ॥
এহিরূপে কতদিন থাকিয়া তথাতে।
রাজাকে লইয়া পুনি চলিল ঢাকাতে ॥
উদযপুর রাখী গেল মগলের থানা।
রাজাকে লইয়া গেল আর কত জনা ॥
ফতে জঙ্গ নবাব কটক বহুতর।
রাজাকে লইযা গেল পাদসার গোচর ॥
রাজার গমন মুনি দিল্লির ইশ্বর।
রাজাকে দেখীয়া করে সম্ভ্রম বিস্তর ॥
কহিল তোমার দেসে তোমি চলি জায় ॥
হস্তি পুনি ভাল দেখী আমাকে ভেটায় ॥
ই কথার পরে রাজা কহিতে লাগীল।
তোমার কটকে মোর রার্য্য মারি লৈল ॥
ধন জত আছে মোর সকল তোমার।
দেসে জাইতে ইৎছা পুনি নাহিক আমার ॥
হইলেক সেষ কাল মরণ সময়।
এহি কালে তির্থাস্রমে জাইতে জুক্ত হয ॥
রার্য্যে মোর কার্য্য নাহি সুন মহামতি।
তির্থাস্রমে জাইতে মোরে দেহ অনুমতি ॥
ই কথা সুনিয়া তবে দিল্লির ইশ্বর।
তির্থে জাইতে নৃপতিকে [illegible]ল সত্তর ॥
পাদসার আদেস রাজা তখনে পাইযা।
কাসিতে আসিল রাজা নিজগণ লৈয়া ॥
রহিল কাসিতে রাজা পত্নি পুত্র সমে।
জসোমাণিক্য রাজা পরম উত্তমে ॥
বিস্বেস্বর পুজা করি আনন্দ নির্ভরে।
রহিলেক মহারাজা কাসিনাথ পুরে ॥

এহিমতে কত বর্ষ তথাতে থাকিয়া।
মথুরাতে চলে রাজা শ্রীকৃষ্ণ ভাবিয়া॥
মথুরাতে গীয়া রাজা আনন্দে বঞ্চিল।
শ্রীকৃষ্ণ চরণ সেবি দিনপাত কৈল॥
স্ত্রি পুত্র সহিতে রাজা বঞ্চিতে তথাতে।
আনন্দেতে কত বর্স গেল এহি মতে॥
বৃর্দ্ধ হৈছে নরপতি জ্বরাএ পিড়িত।
দু সপ্ততি বর্স রাজা ছিল পৃথিবিত॥
আর দিন নরপতি ভাবিলেক মনে।
কৃষ্ণের নিকটে জাব বৈকুন্ট ভোবনে॥
এতেক ভাবিয়া রাজা মন স্তির কৈল।
আকস্মাত নৃপতির সির পিড়া হৈল॥
মস্তকে নিতান্ত পিড়া হইলেক জবে।
এহিরূপে তিন দিন আছিলেক তবে॥
তিন দিন পরে মুখে রাম নাম লৈতে।
তনুত্যাগ করি রাজা গেল বৈকুন্টেতে॥
জসোমাণিক্য রাজা মথুরা পাইল।
রামনাম লইতে বৈকুন্টে চলি গেল॥
নৃপতির স্বর্গ জদি এহি মতে হৈল।
পত্নি পুত্রে সমস্কার জতুচিত কৈল॥

ইতি উত্তর দুর্য্যয় খণ্ডে জসোমাণিক্য স্বর্গধ্যায়॥

ইখান উদয়পুর মগলে লইল।
প্রধান ত্রিপুরা জত নানাস্থানে গেল॥
কুটুম্ব সম্পর্কে লোক গেল নানা দেস।
কেহ ২ পর্ব্বতেত করিল প্রবেস॥
জে সকল লোক পুনি দেসেত রহিল।

শ্রীরামনারায়ণ দেব স্বঅক্ষর

সার্দ্ধ দুই বর্ষ পুনি মগলে সাসিল॥
পাপিষ্ঠ মগল জাতি অতি ঘোরতর।
ধর্ম্মচর্চ্চা নিসেদিল নগরে নগর॥
চতুর্দ্দস দেবতার পুজা নিসেদিল।
কালিকা দেবির পুজা নিসেদ করিল॥
অমরসাগর আদি জত সরোবর।
ধনের কারণে সব সুখাইল সাগর॥
ধনলোভে পুষ্করিণী সব নষ্ট কৈল।
বহু অমঙ্গল করি প্রমাদ শৃজিল॥
নাগরিক লোক সবে বহু চিন্তা পায়ে।
উদ্ধার হইব হেন না দেখে উপায়॥
দস পাচ জন মাত্র একত্র হইয়া।
ই সকল কথা ভাবে নির্জ্জনে বসিয়া॥
রাজা সুন্য রাজ্য হৈয়া হৈল অবিচার।
দারুন মগল জাতি হৈল অধিকার॥
এত বিপরিত কেনে বিধি ঘটাইল।
ই সকল ভাবি সব চিন্তিত হইল॥
এহাতে প্রাচিণ কেহ বলিল তখন।
চিন্তা পরিহর ভাই সুনহ বচন॥
এহার উপাএ ভাই করিব ইস্বরে।
সাদ্ধ দুই বৎসর জবন অধিকারে॥
তার পরে মহারাজা হইব ত্রিপুরে।
দেবতাএ শৃষ্টি নাস কখনহ না করে॥
প্রাচিন লোকেত মোরা সুনিছি ই কথা।
ই দেস জবন কর্ত্তা ঘটাবে বিধাতা॥
শ্রীধর্ম্মমাণিক্য নামে নৃপতি আছিল।
পুর্ব্বে এই সব কথা জিজ্ঞাসা করিল॥
বানেস্বর সুক্রেস্বর দুই দ্বিজবরে।
রাজাকে প্রবোদ দিল সাস্ত্র অণুসারে॥
রাজমালিকাতে রাছে ইসব বৃত্তান্ত।
মহাভাজ্ঞবন্ত রাজা হইব নিতান্ত॥

সে রাজমালিকা আনি বাজাকে দেখাইল।
শ্রীধর্ম্মমাণিক্য রাজা প্রত্তয পাইল ॥
সেই সব কাল আসি হৈল উপস্থিত।
পরম ধার্ম্মিক রাজা হইব নিশ্চিত ॥
ই কথা শুনিয়া তবে চিত্ত সান্ত কৈল।
অতিকষ্টে সান্ধ দুই বৎসর বঞ্চিল ॥
মগলের সন্য পুনি উদযপুর ছিল।
দেবচক্রে কতগুলা বিনাস হইল ॥
অনেক সামন্তাদি তথা অন্ত হৈল।
অবসিষ্ট সন্যে তবে বিস্বয হইল ॥
সর্ত্তবে মগল সবে উদযপুর ছাডিযা।
মোহরকুল দেসে সব আসিল নামিযা ॥
উদযনগবি জদি মগলে ছাডিল।
সে স্থান নিবাসি লোক তখনে আসিল ॥
জে জেখানে গীযাছিল সন্য সেনাপতি ॥
নিতান্ত সন্তোস হৈযা আইল সিগ্রগতি।
রাজাহিন বার্জ্জ হেলে সোভা নহি করে।
বিকল হইযা সবে ভাবযে অন্তরে ॥
বিধাতার নিযমিত না জাএ খণ্ডন।
রাত্রিযোগে সপ্ন দেখে পাত্র মন্ত্রিগণ ॥
জটীল ব্রাহ্মণে আসি সপ্ন কহে তা সভাবে।
রাজা করিবার তরে ভাব কি অন্তরে ॥
মহামাণিক্যের পুত্র গগনফা আছিল।
তাহার বংসেত কুছফা নাম কৈল ॥
তাহার তনয আছে কল্যাণফা নাম।
তাকে রাজ করিলে পুরিব মনস্কাম ॥
প্রভাতে আসিযা সবে এহি কথা কহে।
পাত্র মন্ত্রি জত ছিল একঠাই হযে ॥
নানাবিধ বান্ধ সঙ্গে সকল চলিল।
কল্যাণফাকে আনি নৃপতি করিল ॥

শ্রীযুত কল্যাণমাণিক্য নরপতি।
উদযপুরেত রাজা হৈল মহামতি ॥
পাত্র মন্ত্রি সেনাপতি জতেক আছিল।
শুভদিনে নৃপতিকে অভিসেখ কৈল ॥
নবদণ্ড ছত্র আনি উপরে ধরিল।
পাত্র সেনাপতি সবে প্রণাম করিল ॥
রাজার প্রসাদ সবে পাইল তখন।
জাব জে উচিত হএ বসন ভূসন।
পনর স পাচআসি সকেতে রাজা হৈল।
সুভ দিনে মহারাজা মোহর মারিল ॥
শিবলিঙ্গ লিখীল মোহর এক পাষে।
অন্য দিগে রাজানাম লিখীল বিসেষে ॥

শ্লোক ॥

বাজা ভবেদ্বিষ্ণুপরাযণো বৈ
কলানিধেরঙ্গজ সমভবচ্চ।
স ভূমিদানাৎ কিল কল্পবৃক্ষ
কল্যাণমানিক্য মহেন্দ্রকল্প ॥

ইতি উত্তর তুর্য্যখণ্ডে কল্যাণমাণিক্য
নৃপধ্যায ॥

কল্যাণমাণিক্য জদি নরপতি হইল।
পাত্র মিত্র মন্ত্রী সব নিজ বস কৈল ॥
নিজ অধিকারেতে আছিল জত জন।
নিজগুণে বসিভূত কবিল তখন ॥
কতেক করিল বস নিজ বাহুবলে।
প্রণযেত কত বস কৈল মহিপালে।
জে জে যন আসিলেক ভক্তি আচরিযা।

সর্ব্বকে সন্তোষ কৈল অবসাজ দিয়া ।।
প্রধান জতেক ছিল মন্ত্রি সেনাপতি ।
জুক্তকার্য্যে নিজুক্ত করিল নরপতি ॥
হস্তি ঘোড়া সন্য সেনা জতেক আছিল ।
রার্য্য সকল রাজার বসিভূত হৈল ।।
তারপরে কুকি আসি মিলে বহুতর ।
নানাদ্রব্য লইয়া আইল রাজার গোচর ।।
প্রসাদ দিলেক রাজা পৃতিভাব করি ।
বিদায় হইয়া তারা গেল নিজ পুরি।
তবে নৃপে চতুর্দ্দশ দেবতা পুজিতে ।
মুর্ত্তি গঠাইতে রাজা ভাবিল মনেতে ।।
অনেক ধাতুতে পূর্ব্বে নির্ম্মান আছিল ।।
সুবর্ণ রজত মুর্ত্তি রাজা গঠাইল ।।
দৈবের মুর্ত্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া ।
চতুর্দ্দশ দেব পুজে নানা বলি দিয়া ।।
মহিষ গবয় মেস ছাগ আদি করি ।
দিলেক দেবতা পৃতে হইয়া কুতুহলি ।।
এইমতে নরপতি করিলেক পুজা ।
জলাসয় দিতে মনে করিলেক রাজা ।।
সপ্নে কালিকা আসি রাজাকে কহিল ।
আমার নিকটে জলাসয় দিতে হৈল ।।
অতি কষ্টে আছি আমি জলের কারণে ।
জলাসয় দেয় রাজা মোর সন্নিধানে ।।
রাত্রিতে এমত সপ্ন দেখীল নরপতি ।
প্রভাতে দ্বিজের স্থানে কহে মহামতি ।।
ব্রাহ্মণ সকলে সপ্ন প্রসংসা করিল ।
বাস্তুর আরম্ভ পুনি সেখানে হইল ।।
বাস্তুর পুজার পরে আরম্ভ করিল ।
কালিকার সমিপেত জলাসয় দিল ।
বেদবিধিমতে উৎসর্গিল জলাসয় ।
পাইল অখণ্ড পুণ্য নাহিক সংসয় ।।
পুষ্করিণি নাম রাখে কল্যাণসাগর ।
কালিকা দেবির পুজা হৈল বহুতর ।।
মহিস গবয় ছাগ দিলেক অপার ।
নানা উপহারে পুজা করে কালিকার ।।
কালিকা মঠের চুড়া মঘে ভাঙ্গিছিল ।
পুনশ্চ পুরণ রাজা তাহারে করিল ।
অমরসাগর আদি জত সরোবর ।
নষ্ট করিছিল তারে মগল পামর ।।
পুনশ্চয় তাহারে কারসাজি করিল ।
পুর্ব্ব ধর্ম্ম রক্ষা করি পুন্য উপর্য্যিল ॥

ইতি কালিকা পুজাধ্যায় ।।

তবে রাজা কল্যাণমানিক্য নৃপবং ।
নিজ পুরি করিলেক পরম সুন্দর ।।
ইন্দ্রের অমরা জিনি পুরির সুঠাম ।
হেন পুরি নির্ম্মান করিল গুণধাম ।।
দান ধর্ম্ম বহুতর করে প্রতি দিন ।
দান বিনে ভোজন না করে একদিন ।।
দেবপুজা করিয়া ব্রাহ্মণকে দান দিয়া ।
তারপরে নৃপতি ভোজন করে গীয়া ।।
এহিরূপে কল্যাণমাণিক্য মহারাজা ।
পুত্রবত পালন করেন নিজ প্রজা ।।
অল্প কর ভূমির করিল নরপতি ।
পরম আনন্দে লোক করহে বসতি ।।
মেহেরকুল আদি করি যত ছিল দেষ ।
নানা দেস হতে প্রজা আসিল বিসেষ ।।

মগলের করে প্রজা সন্তাপিত হইয়া।
রাজার রার্য্যেত থাকে সন্তোসিত হৈয়া ॥
কেহ কারে অন্যায করিতে না পারয়।
রার্য্যেত ফিরার নাহি কার কিছ ভয ॥
জতেক ব্রাহ্মণ ছিল নিজ অধিকারে।
বৃত্তি 'দযা পালন করিল সকলেরে ॥
জার জেই জুজ্ঞ বৃত্তি নৃপে তাকে দিল।
সুখে ব্রাহ্মণ সবে বসতি করিল ॥
এঁহ মতে মহারাজা রায্য ভোগ করে।
অন্যায় নাহিক পুনি তান অধিকারে ॥
পঞ্চপুত্র নৃপতির অতি বলবান ॥
তাহাতে গোবিন্দদেব সবের প্রধান ॥
পুন পৌত্র দহুত্র কুটুম্ব বহুতর।
সব্বেরে পালন করে ধর্ম্ম নৃপবর ॥
এহিমতে কতকাল রাজ্জ ভোগ করে।
কুকি আদি সর্ব্বলোক মিলিল সত্তরে ॥
আচরাঙ্গ রাজা ছিল লক্ষীনারাযণ।
উদযপুর রার্য্যেত পুর্ব্বে ছিল মহাজন ॥
সেনাপতি ছিল পুর্ব্বে ত্রিপুর বাজার।
বড় সেনাপতি এহ প্রতিষ্ঠা তাহার ॥
মগলে উদয়পুর জখনে লইল।
তখনে আচরঙ্গে সে পলাইযা গেল ॥
আচঙ্গ গীয়া সেই হৈল সেনাপতি।
নিজ্জ বাহুবলে কিছু সাসিলেক ক্ষিতি ॥
তান পুত্র লক্ষিনারায়ণ নরপতি।
রার্য্য ভোগ করে সেই না মানে সম্মতি ॥
এহি মতে কতকাল গহিলেক জবে।
কল্যাণমাণিক্য রাজা ক্রোধ হৈল তবে ॥
মন্ত্রিকে ডাকিয়া রাজা কহিল তখন।
তাহাকে ধরিয়া আন লইয়া সন্যগণ ॥

গোবিন্দনারায়ণ ছিল প্রধান তনয়।
সেনাধিপ করি তাকে দিল মহাসয় ॥
রাজপুত্র চলিলেক প্রণাম করিয়া।
বহু সন্য হয় গজ সংহতি লইয়া ॥

দীর্ঘ ছন্দ ॥

রাজার আদেস পাইযা সর্ব্ব সন্য সাজিয়া
আচরঙ্গে করিল গমন।
বসন ভূসণ পৈরে ধণুসর করে ধরে
চলিল গোবিন্দনারাযণ ॥১॥

রাজসুত জুদ্ধ সাজে কত সত বাদ্ধ বাজে
সন্দরবে গগন পরসে।
বিচিত্র কবজ পৈরে আর্ড়ঙ্গ মস্তকপরে
অস্ত্র নিলেক রাসি ২ ॥২॥

গজ বাজি রথ চলে ক্ষিতি হৈল টলমলে
মন্ত্রিগণ সাজিছে বিসেসে।
কবজ দিয়াছে গায তাহে কিবা সোভা পায
রাজসুতের সোভে চারি পাষে ॥৩॥
ছেল শুল খড়্গ জাঠা দেখীতে বিসম ঘটা
সন্য সব চলে আগে পাছে।
রাজপুত্র ধণু করে গজ আরোহণ করে
চলিলেক সন্যের ভিতর ॥৪॥

বিচিত্র পতাকা ধ্বজে শুভিছে আকাস মাঝে
অসঙ্ক চলিছে সন্যগণ।
কৌতুকে চলিছে সব হইছে কতেক রব
নানবিধি বাজিছে বাজন ॥৫॥

ঢাক ঢোল করতাল মৃদঙ্গ ডিণ্ডিমি ভাল
সঙ্খ সিঙ্গা বাজে ঘন ২ ।
পঞ্চসব্দি বিনা বাঁসি ত্নুন্দুভির রাসি ২
রাজচিহ্ন বাজাইছে ভেরি ।।৬।।

এহিমতে সন্য সঙ্গে রাজপুত্র মণুরঙ্গে
আচরঙ্গে জায় উদ্ধেসিয়া ।
গিরি নদি গুহা জত লংঘীয়া রাজার সুত
পথ করে পর্ব্বত কাটীয়া ।।৭।।

উৎস নিচ্চ সম করি লংঘীয়া বহুল গীরি
ধারে ২ জায়ে সেনাগণ ।
রাজসন্য আইল জবে লক্ষীনারায়ণ সুতে তবে
তার মন্ত্রি ডাকি আনে চরে ।।৮।।

দিপদি ।।

ডাকিয়া আনিল চরে ।
নির্জ্জনে বসি মন্ত্রনা করে ।।

রাজা বলে মন্ত্রিপাত্র সুন ।
কি কর্ম্ম করি কহ অখন ।।

কল্যাণমাণিক্য ক্রোধ হইয়া ।
আমা ধরি নিতে দিল পাঠাইয়া ।।
মুক্ষ পুত্র তান গোবিন্দ নাম ।
তাহাকে পাঠাইছে গুণের ধাম ।।
ভঙ্গ দিব কিবা জুদ্ধ করি ।
জুধ্যে হারি পাছে প্রাণে মরি ।।

ই কথা সুনিয়া মন্ত্রিএ বলে ।
জুদ্ধ না হইব অল্প জে বলে ।।
জুদ্ধ করি পাছে মরিবা রাজা ।
রার্জ্যে কি করিবে হইবে সাজা ।।
মোরা দেখী পুনি এহি সে কথা ।
পলাইয়া চল জথা তথা ।।
আচরঙ্গ দিয়া লক্ষিনারায়ণ ।
প্রবেসিল গীয়া গহন বন ।।
গোবিন্দনারায়ণ ইহা শুনিয়া ।
চর পাঠাইল ক্রোধ হইয়া ।।
ধরি আন তারে জেখান পায় ।
চল ২ চর সকলে জায় ।।
ই কথা কহিয়া রাজার শুতে ।
আন হাতি আন ডাকে তুরিতে ।।
আপনে চলিল সেনার সনে ।
জেখানে গীয়াছে লক্ষীনারায়ণে ।।
গহন কাননে গীয়া উত্তরে ।
পরে সেনাগণে তাহারে ধরে ।।

পয়ার ।।

লক্ষীনারায়ণ তবে আনিল ধরিয়া ।
পুনর্ব্বার আচরঙ্গে উত্তরে আসিয়া ।।
সর্ব্বলোক মিলাইয়া অভয় জে দিল ।
সন্তোষ হইয়া লোক তথাতে রহিল ।।
রাজার আছিল জেবা বহুমুল্য ধন ।
তাহা দিয়া রাজপুত্র করে সম্বাসন ।।
বহুল পাইয়া মান গোবিন্দনারায়ণ ।
সন্য সঙ্গে নিজ রাজ্জ্যে চলিল তখন ।।
এক সেনাপতি তবে লস্কর রাখীয়া ।
লক্ষীনারায়ণ রাজা সংহতি করিয়া ।।

চলিল গোবিন্দ বির দেস উদ্দেসিয়া।
কত দিনে নিজ রার্য্যে মিলিল আসিয়া॥
উত্তরিল গীয়া তবে রাজার সাক্ষ্যাতে।
প্রণাম করিল গীয়া পড়িয়া ভূমিতে॥
বান্দব সহিতে সে জে লক্ষীনারায়ণে।
প্রণাম করিল গিযা নৃপতি চরণে॥
পুত্রের বিজয় দেখী রাজা হর্ষ হৈল।
সাদরে নৃপতি তাকে বহু আস্বাসিল॥
বৃতান্ত জিজ্ঞাসে রাজা হরসিত মনে।
বিদায় করিল সেনা জার জে ভূবনে॥
পরে লক্ষীনারায়ণ নৃপতি নন্দন।
বহু সমাদর করি রাখিল রাজন॥
আপনা পুত্রের মত মনেত ভাবিয়া।
সম্ভ্রমে রাখীল তাকে আদর করিযা॥

ইতি উত্তর দুর্য্যয় খণ্ডে কল্যাণমাণিক্য
আচরঙ্গ জয়ধ্যায়॥

এহিমতে কত দিন বঞ্চিলেক জবে।
কল্যাণমাণিক্য দেব ভাবিলেক তবে॥
প্রধান তনয় শ্রীগোবিন্দনারাযণ।
জুবরাজ করিতে অবিষ্ট হৈল মন॥
এতেক ভাবিয়া রাজা পাত্র মিত্র সবে।
ডাকিয়া আনিয়া রাজা কহিলেক তবে॥
ই কথা সুনিয়া সব হরসিত হইল।
এহি সে উচিত হয় সকলে কহিল॥
তবে রাজা বলিলেক ভট্টাচার্য্য স্থানে।
সকলে বসিয়া এক কর শুভদিনে।
ভট্টাচার্য্য সিদ্ধান্ত আছিল মহামতি।
অনেক পণ্ডিত ছিল তাহান সংহতি॥
বসিল সকল দ্বিজ দৈবগ্য লইয়া।
এক শুভ দিন করে পঞ্জিকা চাহিয়া॥

শুভক্ষণ দেখীয়া উৎসব আরম্ভিল।
বহু বাদ্য নৃত গীত নানা স্থানে হৈল॥
নগরে ২ করে মঙ্গল প্রচার।
প্রজা সকলের হইল আনন্দ অপার॥
শুব দিনে জুবরাজ অভিসেক কৈল।
শ্রীগোবিন্দ দেব জুবরাজ হইল॥
রাজার মনেত হৈল আনন্দ অপার।
তান ঠাই দিল রাজা সর্ব্ব রার্য্যভার॥
গোবিন্দমাণিক্য নাম তখনে রাখীল।
রাজকার্য্য তান ঠাই সর্ব্ব স[ম]র্পিল॥
মহারাজা কল্যাণ মাণিক্য নরপতি।
মহাদান করিবারে ভাবিলেক মতি॥
ধর্ম্মের স্বরির রাজা ইন্দ্রের সমান।
প্রথমে করিল তুলাপুরুস প্রধান॥
জজ্ঞ হোম করিলেক ব্রাহ্মণের সুতে।
তারপরে মহারাজা উঠিল তুলাতে॥
অস্ত্র বস্ত্র সমে রাজা তুলাতে উঠিল।
অন্যদিগে ধন তুলি উৎসর্গ করিল॥
তুলা হনে মহারাজা নামিলেক জবে।
তিন হস্তি পঞ্চ ঘোড়া দান করে তবে॥
ভট্টাচার্য্য সিদ্ধান্তবাগীষ মহামতি।
বহুল সন্মান তানে করিল নৃপতি॥
সোনার কুণ্ডল আদি জত অভরণ।
নরপতি তাকে দিযা করিল ভূসন॥
এক হস্তি দিল তানে সুসর্য্য করিয়া।
মেহেরকুলেত গ্রাম দিল উৎসর্গিয়া॥
তুলাদান করিয়াছে ধর্ম্ম নৃপবর।
এহি কীর্ত্তি গেল তবে দেস দেসান্তর॥
সুনিয়া ব্রাহ্মণ সব নানা দেস হতে।
সত্তরে চলিয়া গেল উদয়পুরেতে॥

জতেক আসিল বিপ্র পণ্ডিত প্রধান।
পঞ্চদস সহস্র হইল পরিমাণ ॥
জুগী দেসান্তরি সব আসিল জতেক।
ভিক্ষুক আসিল জ॰ কহিব কতেক ॥
তবে রাজা ব্রাহ্মণ সকল সন্তর্পিয়া।
বিদায় হইল সব প্রাতযুক্ত হইয়া ॥
এহিরূপে মহারাজা তুলাদান আদি।
মহাদরে সোড়স করিল জথাবিধি ॥
সবৎসা কপিলা বহু করিলেক দান।
সুবর্ণ রজত জত নাহি সমাধান ॥
এহি কীর্ত্তি জদি গেল দিগ দিগান্তর।
ইহাকে শুনিয়া বহু আইল দ্বিজবর ॥
বারাণসি মথুরা জতেক আদি কবি।
আসিয়া মিলিল সব উদয়নগরি ॥
ক্রমে ২ মহারাজা দান দিয়া ২ ॥
বিদায় করিল সব সন্তোষ করিয়া ॥
সুর্য্যবংসে পুর্ব্বে নহুস রাজা ছিল।
অনেক করিয়া দান বিপ্র সন্তর্পিল ॥
তেমত করিল দান কল্যাণমাণিক্য।
তান ধর্ম্ম কহিতে কাহার আছে সক্ষ ॥
এহিমতে কতেক দিবস গহি গেল।
এক মঠ নরপতি নির্ম্মাণ করাইল ॥
সিংহদ্বার সমিপেত মনোরম স্থান।
তাহাতে দিলেক মঠ রাজা পুণ্যবাণ ॥
ইষ্টক পাসানে মঠ নির্ম্মাণ করিয়া।
উৎসর্গ করিল রাজা বিষ্ণু উদ্দেসিয়া ॥
চন্দ্রগোপীনাথ মুর্ত্তি চাটীগ্রামে ছিল।
অমরমাণিক্যকালে মধে নিয়াছিল।
বহু জত্নে সেই মুর্ত্তি আনিয়া রাজন।
সেই মঠে গোপীনাথ করিল স্থাপন ॥
তার বাম ভাগে রাজা আর মঠ দিল।
বহু জত্ন করি ধর্ম্ম সম্প্রদান কৈল ॥
ধর্ম্মমঠ বলি নাম রাখীল তাহার।
নিত্য ২ দান রাজা করিছে অপার ॥
তবে রাজা মঠের সম্মুখে ততক্ষণ।
নির্ম্মাণ করিল গৃহ জগতমোহণ ॥
বড় ২ স্তম্ভ দিয়া ইষ্ঠক বান্দিল।
উপরে ইষ্টক তান নির্ম্মাণ করিল ॥
এমত অপুর্ব্ব গৃহ কখনহ না দেখী।
গৃহেতে রূপের মধ্যে ঝুরযে জে আখি ॥
মহারাজা কল্যাণমাণিক্য মহামতি।
কীর্ত্তিতে মণ্ডিত পুনি করে বসুমতি ॥
হেন ধর্ম্মসিল রাজা ত্রিপুরার কুলে।
না হইছে না হইব সর্ব্বলোকে বলে ॥
বৃর্দ্ধ ব্রাহ্মণ জত ছিল নিজ দেসে।
ধন দিয়া তারারে করাইল তির্থবাসে ॥
পরেতে কল্যাণদেব রাজা ধর্ম্মময়।
পুরি নির্ম্মাইল এক বিষ্ণুর আলয় ॥
নিজ পুর সম্মুখেত ছিল একস্থান।
তাহাতে বিষ্ণুর পুরি করিছে নির্ম্মাণ ॥
বিচিত্র দেখীতে সব ঘরের শুঠাম।
অন্য জল সোনা দান করে গুণধাম ॥
পৃথীবিতে রাজা নাহি তাহান সমান।
নানামতে দান করে নাহি সমাধান ॥
করিল অনেক দান আপ্তপুণ্য হেতু।
পুণ্যেত বান্দিল রাজা ভবসিন্ধু সেতু ॥
দান ধর্ম্ম করিয়া ভাণ্ডার কৈল সুন্য।
অসার সংসার মধ্যে সার মাত্র পুণ্য ॥

ইতি উত্তর তুর্য্যখণ্ডে কল্যাণমাণিক্য
দানধর্ম্মধ্যায় ॥

এহিমতে কল্যাণমাণিক্য নরপতি।
পরম আনন্দে ভোগ করে বসুমতি ॥
একদিগে পিপীলিকা আর দিগে নর।
বধের কালেত রাজা দেখে সমসর ॥
প্রানি হিংসা তান কদাচিত না য়াছিল।
প্রাণিকে হিংসীলে পুনি বিষ্ণুকে হিংসিল ॥
পুত্র পৌত্র প্রপুত্র দহুত্র বহুতর।
জামতা সকল আর কুটুম্ব বিস্তর ॥
পাত্র মিত্র সেনাপতি প্রধানে প্রধান।
এক ২ সেনাপতি কণ্ডিক সমান ॥
বারাম হইয়া রাজা বৈসে জেই ক্ষণে।
বেষ্টিত হইয়া বৈসে পুত্র পৌত্রগণে ॥
বেষ্টিত হইয়া জামাতা মন্ত্রিগণ।
জার জেই জুক্ত স্থানে বৈসে সর্ব্বজন ॥
জেই জন বসিতে জুক্ত সেই জন বৈসে।
অন্য জন দাড়াইয়া থাকে দুই পাসে ॥
ভট্টাচার্য্য বাগীস সিদ্ধান্ত পুরহিত।
ব্রাহ্মণ মণ্ডলি সদা থাকে সন্নিহিত ॥
পুরন্দর সভা জেন বটে দেবগণ।
তেন মত সভা সোভা করে বিপ্রগণ ॥
এহিমতে সভা করি বসিয়া আপনে।
নানা সাস্ত্র প্রসঙ্গ করয়ে জনে ২ ॥
কঠিন সাস্ত্রের কথা জদি আসি ঘটে।
সমাধা করিতে পুনি রাজার নিকটে ॥
জুবরাজ আপনে সাস্ত্রেত ভাল বটে।
সমাধা করিতে তান সমান না ঘটে ॥
জগণ্ণাথ নারায়ণ চাঁন্দ রায় আর।
এহি দুই জনে করে সাস্ত্রের বিচার ॥
ধর্ম্ম চিন্তা সাস্ত্রচর্চ্চা সুনিয়া রাজন।
অবিরত অন্তরে ভাবয়ে নারায়ণ ॥

তবে রাজা সভা হতে অন্তপ্পুরে জায়ে।
প্রণাম করয়ে সবে করয়ে বিদায়ে ॥
অন্তপ্পুরে গেল জদি ত্রিপুরের রাজ।
সুবর্ণদ্বারেত আসি বৈসে জুবরাজ ॥
জগণ্ণাথনারায়ণ আদি সর্ব্ব জন।
শুবর্ণদ্বারেত বৈসে হরসিত মন ॥
পণ্ডিত সকল বৈসে জার জেই স্থানে।
সেনাপতি সব বৈসে উচিত আসনে ॥
উজির নাজির বৈসে পাত্র মন্ত্রিগণ।
রাজকার্য্য জত তারা করএ তখন ॥
কথক্ষণ সভা করি বসিয়া সেখানে।
সকল চলিয়া জায়ে জার জেই স্থানে ॥
এহিমতে কল্যাণমাণিক্য নরপতি।
সভার রচন রাজা করে নিতি ২ ॥
বিষ্ণুতে নিতান্ত ভক্তি অতি দয়াময়।
তাহান ভ্রমণে পুন্য ধার্ম্মিক নিশ্চয় ॥
শিববিষ্ণু সদা কাল ভাবিছে বিস্তর।
ব্রাহ্মণক দেখে রাজা অভেদ ইস্বর ॥
নানা সুখে নরপতি রায্য ভোগ কৈল।
পুত্রবত স্নেহ করি রার্য্যকে পালিল ॥
সর্ব্বলোক ধনবন্ত পরস্পর মিত্র।
সকল বৈষ্ণব ছিল বৈষ্ণব চরিত্র ॥
হরির কৃর্ত্তন নিত্ত করে ঘরে ২।
রাজার দেখীযা ধর্ম্ম লোকে ধর্ম্ম করে ॥
এহিরূপে বহু বর্ষ করি রার্য্য ভোগ।
না আছিল কিছ চিন্তা জরা মির্ত্ত, শোক ॥
পনর স পাচচল্লিষ সকেতে রাজা হৈল।
তদবধি নানা সুখে রার্য্য ভোগ কৈল ॥
আসি বর্ষ রাজা ছিল পৃথীবি ভিতরে।
উঞ্চল্লিশ বর্ষ ছিল হৈয়া নরেস্বরে ॥

এহিক্রমে আসি বর্ষ জদি হইয়া গেল।
স্বর্গেতে জাইতে রাজা মনে ইৎছা হৈল ॥
এক দিন নরপতি আছে অন্তপুরে।
আকস্মাত বাউ এক জন্মিল সরিরে।
বাউ জন্যে মহাজ্বর হৈয়া উপস্থিত।
দেখীয়া বান্দব সব হইল বিস্মিত ॥
সত্তরে জানাইল বার্তা জুবরাজ স্থানে।
স্নুনিয়া গোবিন্দ দেব আসিল তখনে ॥
জগন্নাথ নারায়ণ নৃপতি কুমার।
সহসা আসিল স্নুনি এহি সমাচার ॥
পাত্র মিত্র সেনাপতি জত বন্ধুগণ।
আসিলেক স্নুনিয়া রাজার বিবরণ ॥
নৃপতিকে দেখী সবে চিন্তিত হইল।
ঔসদ করিতে তবে বৈদ্য আনাইল ॥
জতোচিত ঔসধ করিল বৈদ্যগণ।
তাহাতে দারুন পিড়া নহে নিবারণ ॥
কাল বড় বলবন্ত ঔসধে কি করে।
আউহিন হৈলে নাকি আউ দিত পারে ॥
এহিরূপে তিন দিন পিড়াতে আছিল।
হরির চরণ রাজা মণ দৃড় কৈল ॥
হরি নাম মহামন্ত্র জপে অনুক্ষণ।
পত্তিত পাবন নাম জপিতে রাজন ॥
পনর স বিরাসি সকেতে জৈষ্ঠ মাঁসে।
সপ্ত দিন মাসের থাকিতে অবসেষে ॥
মঙ্গল বাসরে কৃষ্ণানবমি পাইয়া।
তণুত্যাগ করি চলে স্বর্গ উর্দ্দেসিয়া ॥
কল্যাণমাণিক্য রাজা জদি স্বর্গ হৈল।
অন্তপুরে মধ্যে বড় ক্রন্দন হইল ॥
হাহাকার হৈল সব নগরে নগর।
স্বর্গে গেল কল্যাণমাণিক্য নৃপবর ॥

এহিমতে সোক করি জত পৌর জন।
নৃপতিকে স্নান করাইল ততক্ষণ ॥
স্নান করাইয়া তোলে চতুর্দ্ধোল পরে।
ভূসিত করিল তারে বস্ত্র অলঙ্কারে ॥
স্নুগন্দি চন্দনে করে সরির লেপন।
পুষ্পমালাতে করে অঙ্গেত ভূসন ॥
এহিরূপে নৃপতিকে স্নুসর্য্য করিয়া।
জুবরাজ বৈসাইল সিংহাসনে নিয়া ॥
সিংহাসনে জুবরাজ বসিলেক জবে।
ভূমিগতে প্রণাম করিল সেনা সবে ॥
দিলেক সেলাম বাড়ি নৃপতির রিতী।
রাজা হৈল গোবিন্দ মাণিক্য মহামতি ॥
তবে পাত্র মন্ত্রি সবে স্নুসর্য্য হইয়া।
বৈকুন্ট পুরেত জায়ে মৃতা রাজা লইয়া।
বৈকুন্ট পুরেত গীয়া কুণ্ড খনিলেক ॥
অগরু চন্দন কাষ্ঠ কুণ্ডেত দিলেক ॥
তাহার উপরে তবে চতুর্দ্দোল সমে।
মৃতা রাজা রাখীলেক পরম সম্ভ্রমে ॥

শ্রীরামনারায়ণ দেব দাযাক্ষর

ঘৃত চন্দন কাষ্টে সে কুণ্ড ভরিল।
কলসে ২ ঘৃত কুণ্ডেত ঢালিল ॥
নৃপতির পুত্র জগন্নাথ নারায়ণ।
অগ্নিকার্য্য করিলেক সেই মহাজন ॥
হরির কির্ত্তণ তথা হৈল বারে বার।
সমাপণ হৈল জতক্ষনে সমস্কার ॥
নৃপতির দাহক্রিয়া ই রূপে করিয়া।
জার জেই নিজ ঘরে গেলেক চলিয়া ॥
ইতি উত্তর তুর্য্যখণ্ডে কল্যাণমাণিক্য
স্বর্গারোহণঃ ॥*॥

গোবিন্দমাণিক্য রাজা পুস্তক লিখাইয়া।
মন্ত্রিএ কহিল তাহা সুনিল চিত্ত দিয়া॥
কৃষ্ণমাণিক্য রাজা বহু রাজা পরে।
রাজমালা লিখাইল হৈয়া কুতুহলে॥
কল্যাণমাণিক্য রাজা জদি স্বর্গে গেল।
গোবিন্দমানিক্য রাজা কি কর্ম্ম করিল॥
পুস্তক গাঁথাতে আছে জেই বিবরণ।
জয়দেব উজিরে কহে রাজার সদন॥
কল্যাণমাণিক্য রাজা স্বর্গে গেল জবে।
পুত্রসবে শ্রাদ্ধাদি করিলেক তবে।
শ্রীগোবিন্দ মাণিক্য রাজা প্রধান তনয়॥
তাহান কনিষ্ঠ জগন্নাথ মহাসয়॥
শ্রেষ্ঠ মহাদেবির কহিএ দুই কুমার।
মধ্যমা দেবীর ঘরে দুই পুত্র সার॥
নক্ষত্র রায় মথুরেস পরম সুধির।
আর দুই পুত্র কহি কনিষ্ঠা দেবির॥
জাদব বলাই দুই ঠাকুর মহাধির।
গোবিন্দমাণিক্য রাজা ধাম্মিক প্রবর॥
পুত্র সবে করিলেক প্রতক্ষেত দান।
আপনে গোবিন্দদেব সাস্ত্রেত প্রধান॥
সাস্ত্রাণুষ্ঠানে রাজা দান আরম্ভিল।
নানা দেস হতে জত ব্রাহ্মণ আসিল॥
ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত আসিল বহুতর।
সহস্রে ২ দ্বিজ আসিল সত্তর॥
এক ২ ভট্টাচার্য্য বৃহস্পতি সম।
বিচার কালেত তারে দেখীতে বিক্রম॥
ধর্ম্ম করিবার বসিলেক মহারাজ।
বেষ্টিত হইয়া বৈসে পণ্ডিত সমাজ॥
মহাদান আরম্ভ করিল নৃপবরে।
জত ২ দান তাহা সংখ্যা কেবা করে॥
ভারে ২ আনিলেক দানের সম্ভার।
নৃপতি আরম্ভ করে দান করিবার॥
প্রথমে সোড়স দান উৎসর্গিয়া দিল।
নরপতি ভূমিদান বিস্তর করিল॥
তার পরে ধাতুপাত্র করিলেক দান।
সুবর্ণ্ন রজত পাত্র নাহি সমাধান॥
সুবর্ণ্নাদি জত পাত্র রাজার আছিল।
ক্রমে ২ জত দ্রব্য সব দান কৈল॥
সুবর্ণ্ন রজত কাংসপাত্র বহুতর।
তাম্র পিত্তল পাত্র দৃষ্টি মনোহর॥
ই সকল দ্রব্য জত রাজার আছিল॥
একখান না রাখীয়া সব দান কৈল॥
তারপরে কাঞ্চন পুরুষ সজ্জ্যা সনে।
উৎসর্গ করিয়া রাজা দিলেক ব্রাহ্মণে॥
পরেত বিচিত্র সজ্জ্যা করিলেক দান।
বেদেতে কহিছে পুনি জেমত প্রমাণ॥
সবৎসা কপিলা দান করে বিধিমতে।
বহু ধেণু দান করে বৎসের সহিতে॥
গো দান করিল বহু না ছিল প্রমাণ।
তারপরে দস ঘোড়া করিলেক দান॥
তবে রাজা হস্তি দান করি বহুতর।
সত হস্তি আনিলেক রাজার গোচর॥
সাক্ষাতে রাখীল হস্তি সুসর্য্য করিয়া॥
দেসের ব্রাহ্মণ সব আনিল ডাকিয়া।
মেহেরকুল বগাসাইর তিসিণাখণ্ডল॥
আসিয়া ব্রাহ্মণ সব হইল মণ্ডল।
এহি সব ব্রাহ্মণেত নরপতি বরে।
একসত হস্তি পুনি দিলেক সত্তরে॥

বিদেসী স্বদেসি জত আছিল ব্রাহ্মণ।
দাণ দিয়া সকলের তুসিলেক মণ॥
জগণ্ণাথ নারায়ণে অন্ন দান করে।
শ্রাদ্ধ সমাপন করে বৃসোৎসর্গ পরে।
পিতৃস্বর্গ হেতু পুত্র সবে দান করে।
নানা দান পুত্র সবে করে নানা স্থান।
এহিরূপে নৃপতির কর্ম্ম সমাধান॥
সন্তোস হইল তবে পঞ্চ সহোদর।
পুর্ব্ব নিতি কহি রাজা তোমার গোচর॥
প্রতি ২ দ্বিজ জুক্ত দক্ষিণা পাইয়া।
নানা দেসে দ্বিজ গেল গ্রিহেত চলিযা॥

ইতি কল্যাণমাণিক্য শ্রাদ্ধ সমাপন॥*॥

তবে রাজা গোবিন্দদেব মহামতি।
ডাকিয়া আনিল পাত্র মন্ত্রি সেনাপতি॥
জতেক কুটুম্ব আর জত সেনাগণ।
সকলেরে নরপতি করে নিমন্ত্রণ॥
নানাবিধি ভক্ষ ভূজ্য প্রস্তুত হইল।
জ্ঞাতি সকলেরে রাজা ভোজন করাইল॥
আনন্দে সকল লোক করাইল ভোজন।
প্রণাম করিলেক সবে নৃপতি চরণ॥
তারপরে গোবিন্দমাণিক্য নরপতি।
রার্য্যের পালন করে হরসিত মতি॥
পনর স বিরাসি সকেত রাজা হৈল।
সুর্ভদিনে মহারাজা মোহর মারিল॥
সিবলিঙ্গ লিখীলেক মোহর উপর।
সর্ব্বক্ষণ সিব বিষ্ণু ভাবে নৃপবর॥
জেন পিতা তেন পুত্র গোবিন্দমাণিক্য।
তাহান ধর্ম্মের কথা কহিতে অসক্ষ॥

পিতার কালেত ছিল জত প্রজাগণ।
নৃপতির আজ্ঞাবস হৈল সর্ব্বজন॥
তান রার্য্যে আনন্দে করে প্রজাএ বসতি।
প্রতি ঘরে উৎসব হইছে নিতি ২॥
অতি শ্রেষ্ঠ গোবিন্দমাণিক্য মহারাজ।
প্রতাপে ব্যাপীত কৈল দস দিগ মাজ॥
জগত উৎপর্ন্ন রাজা মহাপুণ্যময়।
প্রজাকে পালন করে জেমত তনয়॥
এহিমতে মহারাজা সুখে রার্য্য করে।
প্রতিদিন দান ধর্ম্ম কহিতে অপারে॥

ইতি উত্তর দ্ব্যখণ্ডে গোবিন্দ মাণিক্য
জয়ধ্যায়॥*॥

কৃষ্ণমাণিক্য রাজা ধর্ম্মপরায়ণ।
একদিন বসি আছে লইযা পাত্রগণ॥
পুনরুক্তি উজিরেত জিজ্ঞাসে রাজন।
রাজমালা প্রস্তাব হইল স্মরণ॥
উজিরে কহেন রাজা করি নিবেদন।
গোবিন্দমাণিক্য ছিল ধর্ম্মপরায়ণ॥
জয়ধ্যা বিবরন পূর্ব্বের লিখন।
তাব পরে লিখাইব সার বিবরণ॥
বৃদ্ধেত আছএ জে বিশ্বাসনারায়ণ।
বিদ্বান হএ জানে আইদ্ধ বিবরণ॥
রাজআজ্ঞা হইলেক ডাকে মন্ত্রিবর।
গোবিন্দমাণিক্য লিখ সার আবান্তর॥
আজ্ঞা সুনি কহিল বিশ্বাহনারায়ণ।
সর্ব্বকথা নহি জানি সব বিবরণ॥
পুনর্ব্বার মহারাজ বলিল তখন।
শ্রুতিদৃষ্টি লিখ পুথি দড় করি মন॥

আজ্ঞা সুনি লিখিবার আরম্ভ করিল।
ভাব্য মন স্থির করি সন্তোষ হইল॥
রাজআজ্ঞা মন্ত্রিআজ্ঞা সিরেত বান্ধিযা।
লিখীলেক বিবরণ দড়চিত্ত হৈযা॥
ছত্রমাণিক্য রাজা কতদিন ছিল।
রার্য্যসত্ত ত্যাগ করি আর দেসে গেল॥
বিদেস গোবিন্দদেব কতদিন ছিল।
তান ভঙ্গ সুনি পুনি দেসেত আসিল॥
দেসেত আসি রাজা বৈসে সিংহাসন।
বিরাজ করহে রাজা পালে প্রজাগণ॥
বিষ্ণুর সমান ছিল বিপ্র প্রতি জ্ঞান।
করিল অনেক দান সাস্ত্রের বিধান॥
আছিল জতেক রাজা ধর্ম্ম অদিষ্ঠান।
অভিসেখ করিলেক মহাপুন্যবান॥
অতুল মহিমা ছিল বহু অধিকার।
কালিকা প্রসাদে কার্য্য সিদ্ধি হৈল তার॥
বহু ধন নাহি মোর বহু অধিকার।
সেইকার্য্য করিবার চিত্তেত আমার॥
নানাবর্ণে প্রতিগৃহে ধ্বজ আরোপিতে।
নিজ দেসে ঘোসনা দিলেক এহি মতে॥
তিন বেদি মহাজ্ঞানি আনিল ব্রাহ্মণ।
চারিজাতি অভিসেখ কবিল রাজন॥
আর এক ক্রিয়া তবে করিল রাজন।
মহোৎসব করিলেক সন্তোষিত মন॥
নানা দেসের আসিল জতেক বিপ্র সব।
দক্ষিণা দিলেক রাজা জার জে সম্ভব।
ব্রাহ্মণ সন্তোষ কৈল বহু ধন দিয়া॥
জ্ঞাতি বন্ধু তুষিলেক মিষ্টার্ণ খায়াইয়া॥
ধর্ম্মসিল পণ্ডিত সিধ্যান্ত স্বরস্বতি।
রাজাস্থানে কৈল তুলাপুরুসের প্রতি॥

ই দেসের নরপতি জে সকল ছিল।
মহাধর্ম্ম জানি তুলাপুরুস করিল॥
অভিসেখ মহাকির্ত্তি হইছে তোমার।
তুলাপুরুস কর সাস্ত্র অণুসার॥
ভট্টাচার্য্য মুখে সুনি ই সব কথন।
তুলাপুরুষের চেষ্টা করিল রাজন॥
এক বৃক্ষের মধ্যে রন্দ্র জে করিযা।
পৃথিবিতে আবোপিল বেদধ্বনি দিযা॥
একদিগে মুদ্রা সব দিলেক রাজন।
আর দিগে বসিলেক সঙ্গেত ভূষন॥
বেদমন্ত্রে দেবপুজা করিল ব্রাহ্মণ।
দান সম্পুর্ন্ন হৈয়া তুষ্ঠ হৈল মন॥
দান দেখীবার জত ব্রাহ্মণ আসিল।
উপযুক্ত দক্ষিণ এ সব তুষ্ঠ কৈল॥
তারপরে বিপ্র জ্ঞানি ভোজন করাইল।
ভোজন দক্ষিণা সব ব্রাহ্মণেবে দিল॥
সভা করি বসী রাজা পুরান সুনিল।
অশ্বদান করিবারে মনেত করিল॥
অশ্বদান জলদান দানেব প্রধান।
বহুকাল স্বর্গভোগ জেই কবে দান॥
ভোজনিয় জত দ্রব্য বিচিত্র বসন।
ঘৃত তৈল রাসি ২ সুগন্দি চন্দন॥
অণ্ণপাত্র জলপাত্র সাস্ত্রেব বিধান।
সযনের সজ্যা কৈল বিচিত্র নির্ম্মাণ॥
মিষ্টার্ণ চতুর্ব্বিধ ভক্ষ দ্রর্ব্ব জতে॥
জাতিফল তাম্বুলাদি কৈতে পারি কতে॥
মহাপুন্য তিথী পাইযা সাস্ত্রের বিধান।
ধর্ম্মসিল রাজা কৈল মহাঅন্য দান॥
সন্যাসি ব্রাহ্মণ ভিক্ষুক জতেক আসিল।
জার জেই উপজুক্ত সেইরূপ দিল॥

দান সাঙ্গে করাইল ব্রাহ্মণ ভোজন।
ভোজন দক্ষিণা দিল প্রতি জনে জন॥
সভা করি বসিয়াছে স্থনিয়া পুরান।
পৃথীবিতে তির্থ নাহি গঙ্গার সমান॥
একচিত্ত ভাবে জেই করে গঙ্গাস্নান।
গর্ব্ভপাপ হুরে করে বৈকুন্টে পয়ান॥
পুর্ব্বজন্মফলে জদি গঙ্গা কৃপা করে।
আরোহি বিচিত্র রথ জাহে স্বর্গপুরে॥
এহিরূপে দৃঢ়চিত্ত করিয়া ভাবন।
নবাব সাক্ষাতে পত্র লিখীল তথন॥
ধর্ম্মভাব জানিয়া নবাবে আজ্ঞা দিল।
গঙ্গাস্নান করিবারে হুকুম আসিল॥
নৌকা আরোহণ করি হর্ষ মন হৈয়া।
পাত্র পুরহিত সঙ্গে গেলেন চলিয়া॥
পুন্যতির্থ বারুণিতে গঙ্গাস্নান কৈল।
অন্ন জল আদি জত বিতরন দিল॥
ভট্টাচার্য্য পুরহিত বিদেসি ব্রাহ্মন।
দক্ষিণা দিয়া রাজা তোসে সর্ব্বজন॥
তির্থস্নান অবসানে দেসেত চলিল।
বন্দুবর্গে প্রজাগনে আগুবাড়ি নিল॥
সদেস ব্রাহ্মণ সব ভোজন করাইল।
মনবিষ্ট পুরাইয়া দক্ষিণা জে দিল॥
পাত্র মিত্র পুরহিত সভাতে বসিয়া।
পুরান স্রবণ করে সন্তোসিত হইয়া॥
তিন জোগে মহাদেব কাসিতে আছিল।
কলিজোগে চন্দ্রসেখরেত স্থান কৈল॥
তির্থরাজ বাড়বধর্ম্মের নাহি সিমা।
জলমধ্যে হুতাসন অতুল মহিমা॥
পণ্ডিত সকলে জদি ই রূপ কহিল।
বাড়ব তির্থেত রাজা সসন্যে চলিল॥

চন্দ্রসেখরে মঠ করিল রচনা।
তার মধ্যে মহাদেব করিল স্থাপনা॥
পুন্যাহ তিথিতে মঠ প্রতিষ্ঠা করিল।
ব্রাহ্মণেরে তুষ্ঠ করি দক্ষিণা জে দিল॥
সন্যাসি গণ্ডিত আর ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ।
দক্ষিণা দিলেক সব করাইয়া ভোজন॥
তারপরে মহারাজা করিল গমন।
দেসেত আসিল রাজা লৈয়া পাত্রগণ॥
জ্ঞাতি বন্ধু বিপ্রগণ করাইল ভোজন।
ভোজন দক্ষিণা দিয়া তুসিল ব্রাহ্মণ॥
তির্থজাত্রা সম্পুর্ন সন্তোষ হৈয়া মন।
মনের বাঞ্চিত জত করিল পুরন॥
মহাজ্ঞ্যানি মহাভক্ত ব্রাহ্মণের প্রতি।
জার জেই উপজুক্ত দান দিল ক্ষিতি॥
কাগজের পত্রে আছে অনেক উৎপাত।
তাম্রপত্র নষ্ট না হএ সহসাত॥
পাত্রগণ সঙ্গে রাজা এহি জুক্তি করি।
বণিক্যের প্রতি আজ্ঞা কৈল অধিকারি॥
রাজআজ্ঞা বণিক্যে সিরেত করি লৈল।
জার জেই পরিমিত পত্র করি দিল॥
অন্য জল দুই দান দানের প্রধান।
দেসে ২ তড়াগ দিলেক পুণ্যবান॥
বড় ২ তড়াগ খনিয়া দেসে ২।
বিধিমতে প্রতিষ্ঠা করিল তার সেসে॥
হস্তি ঘোড়া আদি জত করিলেক দান।
দানের দক্ষিণা দিল বেদের বিধান॥
সন্যাসি ভিক্ষুক ভট্ট জতেক আসিল।
পরিমিত দক্ষিণাএ সব তুষ্ট কৈল॥
ধনবন্ত এক সাধু দেসেত আসিল।
দুই সহস্র মণ লবণ নৌকাএ আনিল॥

রাজার সাক্ষাতে সাধু পত্র পাঠাইল।
পত্র সুনি মহারাজা সন্তোস হইল ॥
উপজুক্ত চর পাঠাইল তার কাছে।
লবনের কিরূপ মুল্য কহ সবিসেষে ॥
আনিছি রাজার দেসে হস্তির কারণ।
লবণ আনিছি আমি দুই সহস্র মণ ॥
সাধুব এমত কথা রাজাএ শুনিয়া।
সাধুরে দিলেক হস্তি লবণ রাখীয়া ॥
উদয়পুর বসতি আছিল জত জন।
জনসংখ্যাক্রমে দিল সবেরে লবণ ॥
আর সব দেস জত প্রজাগণ ছিল।
জার জেই অভিপ্রায় বিবর্ত্তিয়া দিল ॥
আমার বংসেত হয়ে রাজা জত জন।
না করিবা অনিষ্টতা স্বরিবা লবণ ॥
আউ সেস মহারাজা পাইল পরলোক।
বন্ধুবর্গ প্রজাগণে পাইল বড় সোক ॥
ধর্ম্মসিল মহারাজ সংহে সতি হৈল।
রাজা সবের বিধিমতে সমস্কার কৈল ॥
বৃসোৎসর্গ আদি দান কৈল তার সেষে
বহু বিতরণ কৈল মন হরবিলাসে ॥
মিষ্ট অন্ন চতুর্বিধ ব্যাপার করিয়া।
ভোজন করাইল সব জ্ঞাতি আমন্ত্রিয়া ॥
রাজারাম মাণিক্য জে প্রধান কুমার।
সিংহাসনে বসিলেক নিতি ব্যবহার ॥
ত্রয়দস পুত্র তান গুণবন্ত অতি।
চারি পুত্র রাজা হৈল ধর্ম্মশীল অতি ॥
আর নব পুত্র তান ঠাকুর আছিল।
নির্ব্বন্দ পুরিয়া তারা স্বর্গে চলি গেল ॥
চন্দ্রসিংহ নারায়ণ সবের প্রধান।
সত্রুসীংহ নারায়ণ কনিষ্ঠ তাহান ॥

জুঝারসিংহ নারায়ণ আর জন নাম।
লক্ষীসিংহ নারায়ণ গুনে অণুপাম ॥
অমরসীংহ নারায়ণ অতি বলবান।
সুর্য্যমনি ঠাকুর কনিষ্ঠ তাহান ॥
আর তিন জন মির্ত্যু হইল অল্পকালে।
বিক্ষ্যাত না ছিল নাম না জানে সকলে ॥
গোবিন্দমাণিক্যের ছিল কনিষ্ঠ তনয় ॥
দুর্গারাম নাম ছিল গুনে অতিসয় ॥
অল্পায়ু হইল তান বিধির ঘটন।
তান ঘরে জন্মিছিল পুত্র দুই জন।
চন্দ্রসিংহ সহিতে বিরোধ হৈল তার ।।
সরাইল দেওয়ান নাছির মাহাম্মদ নাম ছিল।
বাজার নষ্টের জক্তি তান সঙ্গে কৈল ।
ধর্ম্ম ছাড়ি অধর্ম্ম হইল দুষ্টমতি।
নষ্টের কারণে সেই হইল নৃপতি ॥
বাজাএ পাঠাইল পত্র নবাব সাক্ষাত।
নবাবেত গোচরিল ই সব বৃতান্ত ॥
ই সব বৃতান্ত জত নবাবে সুনিল।
চর পাঠাইয়া নবাব সাক্ষ্যাতে জে নিল ॥
জিজ্ঞ্যাসিল রার্য্য তোমার নিল কোন জনে।
আমি কি করিব তারে ধর্ম্মে ঐসে জানে ॥
সন্তোষ হইয়া জিজ্ঞাসিল পুনর্ব্বার।
তোমি কিবা নহি জান ধর্ম্ম অবতার।
ধর্ম্মসিল জানি রাজা তুষ্ঠ হৈল মন।
পুনরপি করিলেক রার্য্য সমর্পন ॥
ধর্ম্মবলে রার্য্য পাইল কালিকা প্রসাদে।
বহু অপমান পাইল নাছির মাহাম্মদে।
বিদায় হইয়া দেসে আসিল রাজন।
আগু বাড়ি আনিল জতেক প্রজাগণ ॥
বন্ধুবর্গ আমাত্তে জে মঙ্গল করিয়া।
মহোৎসব করিলেক বাদ্য বাজাইয়া ॥

রাজার অনিষ্ট চিন্তা জে সবে চিন্তিল।
জার জেই অনুরূপ সাস্তি জে করিল ।।
পুত্রবত পালিলেক জত প্রেজাগন।
কুলব্যবহারেত ধর্ম্মেত দিল মন ।।।
পুষ্করিণি খনিলেক সব দেসে ২।
সাস্ত্রমত প্রতিষ্ঠা করিল তার সেসে।
প্রতিষ্ঠা করিয়া তুষ্ট হইল রাজন।
বিপ্রগণ জ্ঞাতি সব করাইল ভোজন ।।
ব্রাহ্মণ দক্ষিণা দিল ভোজনের পরে।
তুষ্ট করি বিদায় করিল নরেস্বরে ।।
পুস্করিণি প্রতিষ্ঠা করিল পুন্যবান।
পুরান স্রবণ নিত্ত করে মতিবান ।।
অনেক করিল ধর্ম্ম সব রাজাগণ।
ধন বিনে কার্য্য নহে করিব কেমন ॥
পাইয়া পুণ্যাহ তিথি পরম সানন্দে।
প্রতিষ্ঠা করিল রাজা সাস্ত্র অনুবন্দে ।।
অশ্ব জল হস্তি অস্য করিলেক দান।
বিপ্রগন তুষ্ঠ কৈল জার জে বিদান ।।
সন্যাসি আদি আইল দক্ষিণা কারণে।
উপযুক্ত দক্ষিণা দিলেক জনে জনে ।।
সকল করিয়া তুষ্ঠ হর্ষ মন হৈয়া।
ব্রাহ্মণ ভোজন করায়ে মিষ্ঠার্থ দিয়া ।।
ভোজন দক্ষিনা দিয়া সন্তোসিল মন।
তারপরে জ্ঞাতি সব করাইল ভোজন ॥
আউ সেষ কাল পাইল স্বরলোকে গেল।
বন্ধুবর্গে প্রেসা [জা] সব বহু সোক পাইল ॥
ধর্ম্মবলে নরপতি সর্গে হইল গতি।
সহগামি হৈল তান মহাদেবি সতি ॥
কুলধর্ম্ম অণুসারে সমস্কার কৈল।
হস্তি অস্ব আদি সব দান জে করিল ॥

বৃসোৎসর্গ কাঞ্চন পুরুস দান কৈল।
সাস্ত্রের বিধান মতে জতেক করিল ॥
বিপ্র জ্ঞাতিগণ সব করাইল ভোজন।
ভোজন দক্ষিণা দিয়া তুসিল ব্রাহ্মণ ॥
সন্যাসি ভিক্ষুক জত পর্ত্তাসে আসিল।
উপজুক্ত দক্ষিণা দিয়া ব্রাহ্মণ তুসিল ॥
শ্রীষ্টিধর নাম তান তনয় আছিল।
দেবভক্ত রত্ন দেব পরে রাজা হৈল ॥
পরম ধার্ম্মিক তেনি ছিল দেব অংসে।
সিংহাসনে বসিলেক পঞ্চম বরিসে ॥
রাজার বিভায় হেতু সভ মন্ত্রিগণ।
মহোৎসব করিলেক বিবিধ বাজন ।।
পণ্ডিত দৈবজ্ঞ সভে করি সুভ ক্ষণ।
বিধিমতে বিভায় জে করিল রাজন ॥
চতুর্ব্বিদ ভুজন দ্রব্য বহু জত্ন করি।
বিপ্র জ্ঞাতি ভোজন করাইল অধিকারি ॥
মহোৎসব করীলেক কি দিব উপমা।
বিতরণ কৈল জত তার নাহি সিমা ॥
আমাত্য সকলে মিলি জুক্তি করি সার।
অভিসেক করিবারে সাস্ত্র ব্যবহার ॥
মঙ্গল করিতে দিল দেসেত ঘোষনা।
নানা বর্ন্নে ধ্বজ কৈল বিচিত্র রচনা ॥
পণ্ডিত সকলে মিলি করি সুভ ক্ষণ।
জত্ন করি তিন বেদি আনিল ব্রাহ্মণ ॥
নট নৃত্তকি আর বিবিধ বাজন।
বিধিমতে অভিসেখ করিল রাজন ॥
অভিসেখ করি রাজা তুষ্ঠ হৈয়া মন।
মিষ্ঠ অন্যে জ্ঞাতি বিপ্র করাইল ভোজন॥
ভোজন দক্ষিণা দিল অপর দক্ষিণা।
ধন বিতরণ কৈল নাহি তার সিমা ॥

পরম সন্তোসে রার্য্য ভোগ জে করিল।
তারপরে আপদ জে উপস্তিত হৈল॥
নরেন্দ্রমাণিক্য ··· রাজা ছিল।
তে কারণে বহুকাল বিপত্তি ভোগীল॥
অধিকারে বন্দি করি রাখীল ঢাকাতে।
রাত্রি জোগে পলাইযা আসিল দেসেতে॥
দেসে আসি পাপমতি নৃপতি হইল।
আইদ্ধ রাজার মন্ত্রি সবের বিপত্তি করিল॥
জার ·· পাইল তার প্রাণে বধ কৈল।
কতজন প্রাণভয় দেসত্যাগ হৈল॥
ব্রাহ্মণ সর্য্যন জত দেসেত আছিল।
দণ্ড করি সকলেরে বিপত্তি করিল॥
এহি স্থান কর্ত্তা জান ত্রিপুর সুন্দরি।
অবিচার জেই করে জাহে জমপুরি॥
ই দেসের লোক সব জেই পিড়া করে।
অল্পকালে নষ্ট তারে কালিকায়ে করে॥
জুদ্ধ করিবারে জত বিদেসি আনিল।
ভক্ষদ্রব্য দিতে আর কিছু না পারিল॥
রত্নদেব ভাই তথা ঢাকাতে আছিল।
বান্দিয়া নিবার তারে সন্য পাঠাইল॥
রাজভাই সন্য সমে চণ্ডিগড় পথে॥
কত দিন জুদ্ধ কৈল সন্যের সহিতে॥
চম্পক রায় গেল তবে দক্ষিণের পথে॥
পলাইল তার সন্য তাহান জুদ্ধেতে॥
নরেন্দ্রমাণিক্য সবে পলাইয়া গেল।
তার ভাই যুবরাজ প্রানে সংহারিল॥

ধর্ম্মসিল মহারাজা দেব অবতার।
রত্নদেব রার্জ্জের হইল অধিকার॥

খুল্লতা চম্পক রায় সর্ব্বগুণে জুত।
জুবরাজ কৈল তানে জগন্নাথ সুত॥

প্রজাগণ পালিলেক পুত্রের সমান।
মহাবুদ্ধিবন্ত সেই অতি পুণ্যবান॥
পশ্চিমের দেসে বিপ্র মহারোগী ছিল।
রোগ সান্তি হেতু সেই বৈদ্যনাথ গেল॥
কৃপা হৈয়া বৈদ্যনাথে স্বপ্ন দেখাইল।
পুর্ব্ব দেসে রত্নদেব রাজা জে জন্মিল॥
অভিসেক কর তার পাদদক লইয়া।
স্বরিরের রোগ তোমার জাইব খণ্ডিয়া॥
এহি রূপ সপ্ন জদি ব্রাহ্মনে দেখীল।
বৈদ্যনাথ হতে সেই এ দেসে আসিল॥
রাজাতে কহিল আসি ই সব কথন।
স্তুনিযা বিস্ময় হৈল নৃপতির মন॥
ব্রাহ্মণ দেবতাতুল্য সম ব্যবহার।
পাদদক দিলে পাপ হইব অনিবার॥
আমাত্য সকল সংহে মন্ত্রনা করিযা।
ব্রাহ্মণেরে দিল জল বস্ত্র পাখালিয়া॥
জল পাইযা তুষ্ট হৈল ব্রাহ্মণের মন।
দক্ষিণা দিলেক রাজা ধর্ম্মের কারণ॥
পুর্ব্ব মহাদ্যেবি রাজার পঞ্চত্ব হইল।
কুলধর্ম্ম অণুসারে সমস্কার কৈল॥
দান ধর্ম্ম করি তান ব্রাহ্মণ তুসিল।
জ্ঞাতিগণ বিপ্রগণ ভোজন করাইল॥
কত দিন পরে সব আমাত্ত মিলিয়া।
বিভাহের দিন করে পঞ্জিকা চাহিয়া॥

নট নৃত্তকি আর বিবিধ বাজন।
বিভাহ করাইল রাজার করি সুভ ক্ষণ॥

তান খুল্লতা জে ছিল জুবরাজ।
তান ঠাই সমর্পনা ছিল রাজ কাজ॥

মন্ত্রি সব চলে তান আজ্ঞা অণুসারে।
ব্যাপার করিল কন্যা বিভাহ দিবারে॥

বহু দেসের কর্ত্তা সব কৈল আমন্ত্রণ।
সন্য সঙ্গে আসিলেক স্থুন সর্ব্ব জন॥
ভক্ষ ভুজ্য দ্রব্ব দিল তার নাহি সিমা।
জার জেই উপজুক্ত মর্য্যাদা মহিমা॥
কত দিন বঞ্চি তথা কৌতুক দেখীল।
মর্য্যাদ করিয়া সব বিদায় করিল॥
বিধাতা বিপক্ষ হৈলে বোদ্ধি হএ নাষ।
রাজা হইতে মনে তার হইল প্রর্ত্তাষ॥
রাজ সন্য সব জত রাজাদিগে হইল।
ই সব দেখীয়া সব চিন্তাজুক্ত হইল॥
জত সব পরিবার রাখীয়া দেসেতে।
প্রাণভয় পলাইয়া গেলেক বনেতে॥
রাজ সন্যে বন হতে ধরিযা আনিল।
অপরাধ জানি তারে সংহার করিল॥
ঘনস্যাম নাম রামমাণিক্য তনয।
তান সঙ্গে জুবরাজ ছিল অপ্রণয॥
জত দিন সেই এথা জুবরাজ ছিল।
বিপক্ষ জানিযা এহি দেসে না আসিল॥
জুবরাজ রাজা সঙ্গে বিবাদ আছিল।
পত্র পাঠাইয়া তানে দেসেত আনিল॥
কৃপা হইয়া বিবাহ তানে করাইল রাজন।
রাজকার্য্য তাহাকে করিল সমর্পণ॥
কুমন্ত্রনা কৈল সেই মন্ত্রিগণ লৈয়া।
আরম্ভিল নষ্ট চেষ্টা ধর্ম্ম বিরোধিযা॥
রাজার সুহৃদ সবে কহিল রাজাতে।
ঘনস্যামে জুক্তি করে তোমাবে মারিতে॥
তা সবের কথাতে প্রর্ত্তয় না করিয়া।
অনেক বলিল মন্দ ক্রোধ চিত্ত হৈয়া॥
ঘনস্যামে রাজাকে বন্দি করিয়া রাখীল।
দুইদিন পরে রাজা প্রাণে সংহারিল॥

মহেন্দ্রমাণিক্য হইল ঘনস্যাম নাম।
বসিলেক সিংহাসনে পুরি মনস্কাম॥
অধর্ম্ম কারণে চিরকাল না রহিল।
জেষ্ঠ ভাই বধ করি অকিৰ্ত্তি রাখীল॥
আউ সেসে অল্পকালে মির্ত্যু হৈল তান।
ধর্ম্মপথ না ভাবিযা গেল জমস্থান॥
দুর্য্যসিংহনারাযণ জুবরাজ ছিল।
ধর্ম্মমাণিক্য নাম তাহান হইল॥
বামমাণিক্যস্থত ধর্ম্ম অবতার।
সকলে সন্তোস হৈয়া দিল অধিকার॥
ধর্ম্মজ্ঞানি জেই হএ অধর্ম্ম না করে।
ধার্ম্মিকের মনবাঞ্চা ধর্ম্মে সিদ্ধি করে॥
ভট্টাচার্য্য পুরহিত জত জ্ঞাতিগণ।
সিংহাসনে বসাইল করি সুভ ক্ষণ॥
মুরাদ বেগ নাম তান মন্ত্রির প্রধান।
রাজকার্য্য সমর্পিল দেখী বোদ্ধিমান॥
আমাত্ত সকল সংহে একভাব হইযা।
করযে দেসের কায্য রাজ আজ্ঞা লইযা॥
কত দিন পরে তান কুবোদ্ধি জন্মিল।
মন্ত্রিগণ প্রজাগণ দণ্ড আরম্ভিল॥
সকল দেসের প্রজা একজুক্তি হইল।
কুপ্রকৃতি দেখী তারে প্রাণে সংহারিল॥
রাজার অনিষ্ঠকারি ছিল জতজন।
কালিকা প্রসাদে সর্ব্ব নিলেক সমন॥
অকণ্টকে রার্য্যভোগ করিল রাজন।
পুত্রবত পালিল দেসের প্রজাগণ॥
আমাত্য সকল লইয়া সভাতে বসিল।
পুরোহিতে ভট্টাচার্য্যে ধর্ম্ম চর্চ্চা কৈল॥
রাজা হইয়া অভিসেখ আবস্য করিব।
না করিলে অভিসেখ অপমান হইব॥

পাত্র সব লইয়া জুক্তি করিলেক সার ।
চেষ্ঠা আরম্বিল অভিসেখ করিবার ॥
দেসে ২ ঘোসনা দিল মঙ্গল কারণ ।
বিচিত্র বসনে কর ধ্বজ আরোপন ॥
বিচিত্র পতাকা দিয়া নগরে ২ ।
করহ মঙ্গল চেষ্ঠা প্রতি ঘরে ২ ॥
তিন বেদি ব্রাহ্মণ আনিল জত্ন করি ।
চারি জাতি অভিসেখ কৈল অধিকারি ॥
নট নৃত্যকি আর বিবিধ বাজন ।
করিলেক নানা বাদ্ধ পুরিয়া গগন ॥
জজ্ঞ সাঙ্গ গজপৃষ্ঠে করি আরোহন ।
ভুক্ষিত ভিক্ষুক কৈল দান বিতরণ ॥
পরম সন্তোস হৈল নৃপতির মন ।
জ্ঞাতি আমাত্যক দিল স্বন্ন অভরণ ॥
জ্ঞাতি সর্ব্ব পাত্র সব করি আমন্ত্রণ ।
বহুবিধ দ্রব্য দিয়া করাইল ভোজন ॥
ভক্তিভাবে ভোজন করাইল বিপ্রগণ ।
ব্রাহ্মণ করিল তুষ্ট দিয়া বহু ধন ॥
অতিথী সন্যাসি আর বিদেসী ব্রাম্বণ ।
উপজুক্ত দক্ষিণা দিলেক রাজন ॥
পুরান স্রবন করে লইয়া পাত্রগণ ।
প্রস্তাপ হইল তুলাপুরুস কারণ ॥
গোবিন্দ মাণিক্য আমা পিতামহ ছিল ।
বেদের বিধানে তুলাপুরুস করিল ॥
তুলাপুরুস করিবারে লএ মোর মন ।
হরিস হইয়া সর্ব্বে কহিল কথন ॥
তুল পুরুস রাজা করে বেদমতে ।
তৌলত বৈসয়ে রাজা অস্ত্রের সহিতে ॥
মুদ্রা দিয়া এক তৌল দান সাঙ্গ হৈল ।
দানের দক্ষিণা সব ব্রাহ্মণকে দিল ॥

অপর জতেক দ্বিজ আইল দেসে ২ ।
দক্ষিণা দিলেক রাজা ভোজনের সেষে ।
জ্ঞাতি পাত্র জতেক ভোজন করাইল ।
তার পরে এহি ক্রিয়া সমাপন হৈল ॥
সভা করি বসিলেক জ্ঞাতি সমুদিত ।
তড়াগ দিবার হৈল মনের বাঞ্চিত ॥
সকলের চেষ্ঠ দিঘি কুমীল্লাতে দিল ।
তড়াগ খনিয়া জদি সম্ভব হইল ॥
বেদের বিধানে সব প্রতিষ্ঠা করিল ।
দানক্রিয়া বিধিমতে তবে আরম্বিল ॥
হস্তি অস্ব দান কৈল সন্তোসিত মন ।
সবৎসা কপিল দান আর জে গোধন ॥
অণ্ন জল তাম্বুলাদি স্বর্ন রজত ।
করিলেক সব দান সাস্ত্র বিধিমত ॥
তড়াগ প্রতিষ্ঠা করি হর্ষ মন হৈয়া ।
নিজ দেসে আসিলেক পাত্র সব লইয়া ॥
বন্ধুবর্গ আমাত্য সদেসি ব্রাহ্মণ ।
দক্ষিণাদি দিয়া সন্তোসিল সব্বজন ॥
সভা করি বসিল বান্দব মন্ত্রিগণ ।
ধর্ম্মজ্ঞানি নিত্ত করে পুরান স্রবন ॥
রাজধানি পূর্ব্বদিগে নাম হিরাপুর ।
পুর্ব্বে তথা গৃহস্ত জে আছিল বহুল ॥
ধান্যাদি নানা কৃসি তথাতে আছিল ।
সেই স্থান নষ্ট হইয়া অরন্য হইল ॥
বরাহ সাদ্দুল মৃগ বহুল আছয় ।
মৃগয়া করিলে বিঘ্ন সব নষ্ঠ হয় ॥
কৌতুক দেখীব সব বন দাহ করি ।
প্রজা সব বসাইব ধন ব্যয় করি ॥
জাল স্থল সমে দেসে জত প্রজাগণ ।
জত্ন করি বহু র বেড়িল কানন ॥

রাজকীর্ত্তি নারাযণ মহামন্ত্রি ছিল।
বহু সন্য সনে তারে কার্য্যে নিজুজিল॥
তিন মাসে সে কানন বেড়িয়া আনিল।
বন্ধুবর্গ সঙ্গে করি কৌতুক দেখীল॥
কৌতুক দেখীতে জত প্রজা সব আইল।
ভোজন সামগৃ তারা সকলেরে দিল॥
ভোজন করিল সব সন্তোসিত হৈযা।
রাজা সঙ্গে আইসে লোক দেসেত চলিযা॥
মৃগ সম্বকি পষু নৌকাতে ভরিযা।
সমস্ত লোকেরে তাহা দিল বিবর্ত্তিযা॥
জত্ন করি কত জন প্রজাকে আনিযা।
বৈসাইল সেই স্থান ধন ধান্য দিযা॥
বোদ্ধিমন্ত নবাব জে ঢাকাতে আছিল।
ভোগ সেস হৈল তবে ন ঢাকা হনে গেল॥
আর এক নবাব ঢাকাতে আসিল।
সর্ব্ব নবাবের মত ধন তারে দিল॥
সন্তোস না হৈল সেই ক্রোধচিত্ত হৈল।
কসবা নগরে সন্য পাঠাইয়া দিল॥
সুনিয়া জুদ্ধের বার্ত্তা ক্রোধচিত্ত হৈযা।
কসবা নগরে সন্য দিল পাঠাইযা॥
জুদ্ধসর্য্য পাঠাইল ক্রোধ করি মন।
জুদ্ধেত পাঠাইল রণভিম নারাযণ।
জুধ্যারম্ভে তথাতে বহুল সন্যগণ।
আষ্টমাস হৈল তার নিরূপক্ষে রণ॥
জিনিবারে না পারিযা মনে খেমা করি।
আপনার সুমুখ উঠাইল অধিবারি॥
ধর্ম্মচর্চ্চা করে রাজা পুরান স্রবন।
অন্য জল সম দান নাহি ত্রিভুবন॥
বিধিমতে সেবা না করয়ে অন্য দান।
প্রধান গণনা নহে কীর্ত্তির বাখান॥

এহিরূপে চিত্তেত ভাবনা করি মন।
দানের সামগৃ সর্জ্জ করায়ে রাজন।
মাঘ মাসে শুক্লপক্ষে মন্বন্তরা দিবসে।
মহাঅন্যদান কৈল চিত্তের হরিসে॥
মণ্ডপ রচনা করিযা চারি দ্বার।
রাখীল মণ্ডপ মধ্যে দ্রব্য অনিবার॥
গুনবন্ত জ্ঞানবন্ত চারি বিপ্র আনি।
উৎসর্গিল অন্নদান রাজা মহাজ্ঞানি॥
ব্রাহ্মন সন্যাসি জত পত্তাসে আসিল।
ধন বিতবণে তারা সকল তুসিল॥
মিষ্ট অন্যে বিপ্র সব করাইল ভোজন।
দক্ষিণা দিযা সন্তোষ করিল সর্ব্বজন॥
চতুর্ব্বিধ মিষ্ট অন্য করিযা রাজন।
জ্ঞাতি সব পাত্র সহ করাইল ভোজন॥
জগতরাম নাম এক দুষ্ট পাপাচারি।
জযনারাযণসুত কাদবা অধিকারি॥
নৃপতিব অস্বর্য্য দেখীযা অনিবার।
জত্ন আরম্ভিল হইতে দেস অধিকার॥
চন্দ্রকীর্ত্তিনারাযণ গেল হস্তি ধরিবার।
সর্ব্ব সন্য সংহে গেল অরণ্যমাঝার।
এহি ছিদ্র বার্ত্তা সেই জখনে পাইল।
রার্জ্জ লইবার সেই সন্য পাঠাইল।
মগ আদি কত সন্য একজুক্ত হইযা।
কুমিল্লার থানা লইল সন্দান করিয়া॥
চণ্ডিগড় পার হৈযা তরসা জন্মিল।
শ্রমজুক্ত হইযা তার রাত্রি নির্ব্বাহিল॥
বার্ত্তা সুনি মহারাজ কিবা জে করিল।
নিজ সন্য সঙ্গে করি রণস্থানে গেল॥
কালিকার পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ।
দৃঢ়চিত্ত হৈয়া রাজা করিলেক রণ॥

কাদবার জত সন্য জুদ্ধেত হারিয়া ।
জুদ্ধ এড়ি পলাইল ভযজুক্ত হৈয়া ।।
জুদ্ধ এড়ি জত সব ভয পলাইল ।
গ্রামের মণুস্যে তারে সব সংহারিল ।।
কত জন নানারূপ অবস্তা করিল ।
জগতরাম না পারিল বহু লজ্জা পাইল ।
জগতরামে রার্য্য হেতু বহু চেষ্টা কৈল ।
না পাইল রাজ্য সেই অপমান পাইল ।
বিধাতা লিখীত কেবা পারে খণ্ডাইবার ।
আউ সেস মির্ত্যু হৈল ঢাকার অধিকার ।।
আর এক অধিকার ঢাকাতে আসিল ।
পরিমিত্ত ধন দিযা অবধি কবিল ।।
সত্রুমুখে রাজার অপর্জ্জ সব স্তুনি ।
করার ··· ··· বাখীজদ্ধ করিলেক পুনি ।
বিরূপ দেখীয়া রাজা মনে কৈল সার ।
প্রাচির করিযা জদ্ধ কৈল অনিবার ।।
বহু দিন জুধ্য করি ক্ষেমা করি মন ।
নবাব সাক্ষাতে জাইযা মিলিল রাজন ।।
গঙ্গাতিরে মহারাজা কতদিন ছিল ।
গর্ব্ব পাপ দুর করি গঙ্গাস্নান কৈল ।।
ধার্ম্মিক দেখীযা তবে নিজ রার্জ্জ দিল ।
সন্তোস করিয়া তানে পসাদ করিল ।।
করিয়া জান্নভিস্নান পাপ করি দুর ।
পরম হরিসে রাজা আইল নিজপুর ।।
রার্জ্জ লইতে জগতরামের মনে বাঞ্চা ছিল ।
কালিকার কৃপা নাহি লজ্জ্যা সে পাইল ।।
কর্ম্মের নির্ব্বন্দ কেবা পারে খণ্ডাইবার ।
পুনরপি লজ্জ্যা পাইল পাপ দুরাচার ।।
ধর্ম্মরাজা পুনর্ব্বার বৎসরেক ছিল ।
আয়ু সেস মহারাজা স্বর্গে চলি গেল ।।

পতিব্রতা মহাদ্দেবি সঙ্গে সতি হৈল ।
কর্ম্ম ক্রিয়া ত ন জেষ্ঠ পুত্রে জে করিল ।।
দান পরে করিলেক জ্ঞাতির ভোজন ।
দক্ষিণা করিল বিপ্র দিযা বহু ধন ।।
তাহান কনিষ্ঠ ভাই জুবরাজ ছিল ।
মুকুন্দমাণিক্য সিংহাসনেত বসিল ।।
দিঘী পুষ্করিনি মঠ জতেক আছিল ।
বেদবিধি মতে সব প্রতিষ্ঠা কবিল ।।
জ্ঞাতিগণ বিপ্রগণ করাইল ভোজন ।
ভোজন দক্ষিণা দিল জতেক ব্রাহ্মণ ।।
হস্তি অশ্ব আদি কৈল অন্য জল দান ।
বহু ধন বিতরণ কৈল মতিমান ।।
সন্যাসি ভিক্ষুক জত বিদেসি ব্রাহ্মণ ।
দক্ষিণা দিযা সন্তোসিত কৈল সর্ব্বজন ।।
ধার্ম্মিক নৃপতি পূর্ব্ব জন্ম পুণ্যফলে ।
কালিকা কৃপাযে চলি গেল গঙ্গাকুলে ।।
বহু দিন তথা বসি করি গঙ্গা স্নান ।
অন্ন জল স্তুবর্ণ করিল বহু দান ।।
সভা করিযা কৈল পুরান স্রবণ ।
পত্রবত পালিলেক রাজা মহাজন ।
গঙ্গার কৃপায সব পাপ নষ্ঠ হৈল ।
কত দিন পরে রাজা দেসেত আসিল ।।
জ্ঞাতি বান্দব আর বহু বিপ্রগণ ।
মিষ্ঠ অন্য দিযা সব করাইল ভোজন ।।
দক্ষিণা করিয়া সন্তোসিল দ্বিজগণ ।
পজাগণ পুত্রবত্ত পালিল রাজন ।।
বহু দিন আনন্দে জে রার্য্য ভূগ কৈল ।
আউ সেষ ধর্ম্মবলে স্বর্গে চলি গেল ।।
মহাদ্দেবি পতিব্রতা সহগামি হইল ।
কুলধর্ম্ম বিধিমতে সমস্কার কৈল ।।

বহু দান করিয়া জে দাতব্য বহু দিল।
রুদ্রমণি নাম তান জ্ঞাতিপুত্র ছিল ।।
সন্যের প্রধান তাকে রাজা করিছিল।
রার্জ্জলোভে পাপাচারি অধর্ম্মে চলিল ।।
না গোজিয়া অধর্ম্মেতে সিংহাসনেত বসিল।
রাজার প্রধান পুত্র ঢাকাতে আছিল ।।
নবাব সাক্ষ্যাতে তেনি গোচর করিল ।।
ই সব বৃতান্ত জত সকল কহিল।
ই কথা সুনিয়া ক্রোধ হৈল অধিকার।
বহু সন্য পাঠাইল বান্দি আনিবার ।।
রাজপুত্রে কৃয়া কর্ম্ম ঢাকাতে করিল।
বহু দান করিয়া জে দক্ষিণাদি দিল ।।
জ্ঞাতিগণ বিপ্রগণ করাইল ভোজন।
দক্ষিণা পাইয়া সন্তোস হৈল বিপ্রগণ ।।
সন্য সমে কত দিন বহু জুদ্ধ কৈল।
জয়মাণিক্য রাজা বনে পলাইল ।।
ইন্দ্রমাণিক্য রাজা দেসেত আসিল।
হর্স হইয়া প্রজা সবে আগুবাড়ি নিল ।।
বৎসরেক রাজা হইয়া দেসেত আছিল।
তার পরে বিঘ্ন আসি উপস্থিত হইল ।।
ধর্ম্মমাণিক্য পৌত্র হাড়িধন ছিল।
কুমন্ত্রণা করিয়া সকল নষ্ট কৈল ।। -
উদয় মাণিক্য নাম তাহান হইল।
গঙ্গাধর জুবরাজ নাম তান ছিল ।।
নবাব সাক্ষ্যাতে সেই ফরিয়াদ হইল।
আপনার কথা জত সব নিবেদিল ।।
পিতামহ রার্য্যে পিতা হউক জে রাজা।
তবে সে সন্তোস হয়ে সব দেশ প্রজা।
বহু জত্নে রার্য্য লইয়া কুমিল্লা আসিল।
জয়মাণিক্যের সন্যে আমল না দিল ।।

সুনিলেক নবাবে আমল না পাইল।
ইন্দ্রমাণিব্য পুনি দেসে পাঠাইল ।।
জয়মাণিক্য জগতরাম এক জুক্তি করি।
অর্থ দিয়া সন্তোস করিল অধিকারি ।।
অর্থ পাইয়া অধিকারে না করে বিচার।
জয়মাণিক্যেরে রার্জ্য দিল পুনর্ব্বার।
জেই ধন দিবারে জে নির্ব্বন্দ আছিল।
রাজা হইয়া সেই ধন দিতে না পারিল ।।
বহু সন্য সংহে করি নবাব আসিল।
সকল আমাত্য সঙ্গে বন্দি করি নিল ।।
ইন্দ্রমাণিব্য পাতি সন্তোসিত হইয়া।
দিলেক পৈতৃক রার্য্য প্রসাদ করিয়া ।।
নিতি ব্যবহারে রার্জ্য ছিল কত কাল।
বিধাতা বিপক্ষ হৈল পড়িল জঞ্জাল ।।
বিধাতা নির্ব্বন্দ কেবা পারে খণ্ডাইতে।
সক্রুভাব হইলেক হাজির সহিতে ।।
হোসনন্দি নবাব আর হাজি জে হোসন।
সন্য লইয়া আসিলেক করিবারে রণ ।।
দেখীয়া বিরূপ তবে মিলিল রাজন।
রাজাকে লইয়া তবে চলিল তখন ।।
আঃয়ু সেস হইলেক নির্ব্বন্দ পুরিল।
গঙ্গাতিরে কতদিনে পঞ্চত্ব পাইল ।।
সাস্ত্র ব্যবহারে কর্ম্ম রাণিএ করিল।
করিয়া অনেক দান ব্রাহ্মণ তুসিল ।।
জয়মাণিক্য রা··· ··· ···
··· ·· ···আউ সেস হৈল ।।
··· ···মাণিক্য পুন কনিষ্ঠ সহোদর।
নাম রাজা হৈল দেসে না পাইল আ······
··· ··· ··· ··· ।
··· ··· ···পুর্ব্বের নিয়ম ।।

আউকাল সেই মতে রাজকার্য্য হইল।
তার ··· ··· পঞ্চত্ব পাইল ॥

মুকুন্দমাণিক্য··· ··· ···
ধর্ম্মমাণিক্য মহাজ্ঞানি গোণের নিধান ॥

হজির সহিতে তা ··· ··· হইল।
পূর্ব্ব দেসে রহিলেক দেসে না রহিল ॥

··· ·· ···হইল সুভ দিন হইল।
স্বরিয়া দে ·· ·· দেসে আইল ॥

বিজয়মাণিক্য ঢাকাতে··· ··· ···
আঃয়ূ সেষ হৈল তার ঢাকা মির্ত্তু হৈল ॥

··· ···রাজে সুনিয়া বার্ত্তা অণুসার।
ঢাকাত নিআ রহিল তান পরিবার ॥

রামচন্দ্র সঙ্গতি স ·· ···ভ্যারগণ।
··· ···গেল দক্ষিণ কানন ॥

এহি সব প্রস্তাব হৈল . ··· ·· ।
বিস্বাষনারায়ণ গাথা লিখীল বিশেষ ॥

·· ·· ··· ···।
আগরতলা উজিরেত পুস্তক··· ।*

পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় এবং শেষ পৃষ্ঠায় কোথাও পংক্তির অর্দ্ধাংশ আবার কোথাও বা সম্পূর্ণ পংক্তিটি মুছিয়া গিয়াছে বলিয়া পাঠোদ্ধার সম্ভব নয়।